পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 276 Saturday, 6 September, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৭৬ সংখ্যা ❋ ২০ ভাদ্র ১৪৩২, শনিবার, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

শিক্ষক দিবসেই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কড়া সিদ্ধান্ত হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতা হাইকোর্ট আজ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে। স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি প্রাইভেট টিউশন দেওয়া শিক্ষকদের একটি তালিকা আগামী সোমবার বা মঙ্গলবারের মধ্যে আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাইভেট টিউশন দেওয়া শিক্ষকদের জন্য আইনত নিষিদ্ধ হলেও, অনেক শিক্ষক এই নিয়ম লঙ্ঘন করে চলেছেন। এই ঘটনা শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং নিয়মানুবর্তিতার বিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগের নিয়ম অনুযায়ী, সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকদের জন্য প্রাইভেট টিউশন দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই নিয়মের উদ্দেশ্য হল শিক্ষকরা যাতে তাদের পূর্ণ মনোযোগ স্কুলের শিক্ষাদানে দিতে পারেন এবং বাণিজ্যিক কার্যকলাপে জড়িয়ে না পড়েন। তবে, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দাবি, এই নিয়ম লঙ্ঘনকারী কিছু শিক্ষককে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট এই বিষয়ে আরও স্বচ্ছতা চায় এবং এই ধরনের আইনভঙ্গকারী শিক্ষকদের সম্পূর্ণ তালিকা দ্রুত জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের একটি মামলার শুনানির সময় দেওয়া হয়েছে, যেখানে শিক্ষকদের দ্বারা প্রাইভেট টিউশনের বিষয়টি উঠে আসে। আদালতের মতে, এই ধরনের কার্যকলাপ শুধুমাত্র শিক্ষার গুণমানের উপর প্রভাব ফেলে না, বরং শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসমতা সৃষ্টি করে। যেসব শিক্ষক প্রাইভেট টিউশন দেন, তারা প্রায়ই নিজেদের স্কুলের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি নেন, যা নৈতিকভাবেও গ্রহণযোগ্য নয়। এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে বলেছে যে, এই ধরনের কার্যকলাপ শিক্ষকতার পেশার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এবং এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে, তারা ইতিমধ্যেই কিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে, আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, তাদের এখন সমস্ত জেলার স্কুল থেকে এই ধরনের শিক্ষকদের একটি বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। এই তালিকায় শিক্ষকদের নাম, স্কুলের বিবরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পর্ষদকে এই তালিকা আগামী সোমবার বা মঙ্গলবারের মধ্যে জমা দিতে হবে, যাতে আদালত পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারে। এই ঘটনা শিক্ষক সম্প্রদায় এবং অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেক অভিভাবক মনে করেন, প্রাইভেট টিউশনের কারণে শিক্ষকরা স্কুলে পড়ানোর প্রতি কম মনোযোগ দেন, যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গুণমানের উপর প্রভাব ফেলে। একজন অভিভাবক বলেন, ''শিক্ষকরা যদি স্কুলের পড়াশোনায় পুরো মনোযোগ দেন, তাহলে বাচ্চাদের প্রাইভেট টিউশনের প্রয়োজন হবে না।'' এই নিয়ম লঙ্ঘনকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। অন্যদিকে, কিছু শিক্ষক দাবি করেছেন যে, তাদের বেতন এবং স্কুলের সুবিধা পর্যাপ্ত না হওয়ায় তারা প্রাইভেট টিউশনের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হন। তবে, এই যুক্তি আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। আদালত জানিয়েছে, আইন সবার জন্য সমান এবং শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৩৫ হাজারের বেশি শূন্যপদ
নতুন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিল কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বরঃ আগামী ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর নতুন নিয়মে হতে চলেছে এসএসসি-র লিখিত পরীক্ষা। প্রথম দিনের পরীক্ষার দুদিন আগেই বিজ্ঞপ্তি জারি করে দিল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নবম-দশমে ২৩ হাজার ২১২ শূন্যপদ রয়েছে এবং একাদশ-দ্বাদশে ১২ হাজার ৫১৪ শূন্যপদ রয়েছে। সব মিলিয়ে মোট ৩৫ হাজার ৭২৬টি শূন্যপদে নিয়োগের পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। এসএসসি সূত্রে খবর, এবার পরীক্ষায় অংশ নিতে চলেছেন প্রায় ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার প্রার্থী। নতুন বিজ্ঞপ্তিতে ১৭ শতাংশ ওবিসি তালিকা ধরে শূন্যপদের সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ৭ তারিখ এসএসসি-র নবম-দশমের পরীক্ষা এবং ১৪ তারিখ হতে চলেছে একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা। ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে 'দাগি'দের তালিকা প্রকাশ করে এসএসসি। তবে নতুন নিয়মে পরীক্ষা যে 'যোগ্য'দের দিতে হবে সেটাও স্পষ্ট হয়ে যায়। সেই অনুযায়ী নিয়োগ পরীক্ষার পোর্টাল খোলা হয়। কিন্তু প্রথম দফার পর কিছু সমস্যা তৈরি হওয়ায় ফের দ্বিতীয় দফায় পোর্টাল খোলে এসএসসি। আসলে ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার নিয়ম ছিল স্নাতক পর্যায়ে অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর থাকলেই আবেদন করা যাবে। পরবর্তী সময়ে সেই নিয়ম বদলে ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর বাধ্যতামূলক করা হয়। এর ফলে অনেকেই নতুন নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করলে আদালত নির্দেশ দেয়, পূর্বের নিয়মে তাঁদের পরীক্ষায় বসতে দিতে হবে। তার পরেই দ্বিতীয় দফায় পোর্টাল খোলে এসএসসি। কিন্তু আবেদনকারীর সংখ্যা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়। ৭ এবং ১৪ তারিখ যাতে পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য পর্যাপ্ত পরিবহন ব্যবস্থা রাখতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নবান্নের তরফে। একই সঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্যের তরফে নির্দেশ দেওয়া হবে। বন্যা বা প্রবল বৃষ্টির কারণে পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশে যাতে জল না জমে, সেজন্য প্রতিটি জেলার জেলাশাসকদের বিশেষ পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। কোনও পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে যদি কোনও সমস্যা দেখা দেয়, তবে সেই ক্ষেত্রে সরাসরি এসএসসির সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, সঙ্গে রাখা যাবে না ঘড়ি (কোনও ধরনের), ক্যালকুলেটর, লগ টেবিল। তাছাড়া, মোবাইল ফোন বা কোনওরকম ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের ওপরও জারি হয়েছে কড়া নিষেধাজ্ঞা। এর মধ্যে কোনও একটা জিনিসও কারও কাছে পাওয়া গেলে পরীক্ষার সুযোগ সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করা হবে। শুধু কিছু সীমিত সামগ্রী পরীক্ষার্থীদের অনুমোদিত। তা হল - স্বচ্ছ বোতলে ব্যক্তিগত পানীয় জল, নীল বা কালো কালির স্বচ্ছ কলম, প্রভিশনাল অ্যাডমিট কার্ড (কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে হবে)। অবশ্যই সঙ্গে থাকতে হবে আসল পরিচয়পত্র (ভোটার কার্ড, আধার ইত্যাদি)। এসব কাগজপত্র স্বচ্ছ ফোল্ডারে রাখা যাবে। পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে দুপুর ১২টা থেকে, শেষ হবে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। সকল পরীক্ষার্থীকে সকাল ১১টার মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। গেট বন্ধ হয়ে যাবে বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, কোনও সমস্যা এড়াতে পরীক্ষার্থীদের সকাল ১০টার মধ্যেই পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপনে ঢেকেছে শহরের মুখ, মেট্রো-পুরসভার কাছ থেকে রিপোর্ট তলব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতা ও লাগোয়া শহর গুলিতে আইনের তোয়াক্কা না করে যত্রতত্র বিজ্ঞাপন, হোর্ডিং লাগানো বন্ধের দাবিতে নতুন জনস্বার্থ মামলা হল হাইকোর্টে। সেই মামলায় বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে র ডিভিশন বেঞ্চ কলকাতা পুরসভা, নগরোন্নয়ন দফতর মেট্রো রেল সহ মামলায় যুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির থেকে আগের নির্দেশ কার্যকর না হওয়ার কারণ জানতে চেয়ে হলফনামা তলব করেছে। বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণে ২০০৮ সালে হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়। ২০১৭ সালে পুর ও নগর উন্নয়ন দফতর শহরের বেশ কিছু এলাকাকে গ্রিন জোন হিসেবে চিহ্নিত করে। ফলে সেই সব এলাকায় বিজ্ঞাপন লাগানো নিষিদ্ধ। বাস্তবে সেসব নির্দেশ উধাও। আবার মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, দু বছর আগে মেট্রোর প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়র বিজ্ঞপ্তি জারি করেন, মেট্রোর কোনও পরিকাঠামো বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। অথচ এখন মেট্রোর স্তম্ভ থেকে যে কোনও পরিকাঠামো জুড়ে বেআইনি বিজ্ঞাপন লাগানো হচ্ছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর থেকে কলকাতা শহরে কিউ আর কোড সিস্টেম ব্যবহার করে বেআইনি বিজ্ঞাপন চিহ্নিত করা যায়। গত বছর অক্টোবরে ক্যাপ্টেন ভেড়িতে হোর্ডিং ভেঙে পরে। এ বছর ৭ মার্চ জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনালে জয়েন্ট কমিটি এই বেআইনি হোর্ডিং সংক্রান্ত রিপোর্ট দেয়। বিধাননগরের তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় এই মামলা দায়ের করেছেন।

নৈহাটি-রানাঘাট রুটে চলল নতুন এসি লোকাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বরঃ শিয়ালদহ থেকে ভায়া নৈহাটি-রানাঘাট কৃষ্ণনগর সিটি জংশন নয়া এসি লোকালের যাত্রা শুরু হল আজ শুক্রবার। এদিন সকাল ৯টা ৪৮ মিনিটে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে নয়া রুটের এই এসি লোকাল। সকাল থেকেই যাত্রীদের মধ্যে সাড়া ছিল যথেষ্ট। উচ্ছ্বসিতও ছিলেন তাঁরা। কৃষ্ণনগর সিটি জংশন রুটে যেভাবে সকালের দিকে ভিড় হয়, তাতে এই ধরনের এসি লোকালের অনেক বেশি প্রয়োজনীয়তা ছিল বলেই মনে করছেন সাধারণ যাত্রীরা। আরও বেশি করে এসি লোকাল শিয়ালদহ ডিভিশনে চালু করার আবেদন জানিয়েছেন যাত্রীরা। এই রুটে মোট ১২টি স্টেশনে এসি লোকাল থামবে। বিধাননগর ে রোড, দমদম জংশন, বেলঘরিয়া, সোদপুর, খড়দহ, বারাকপুর, শ্যামনগর, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, কল্যাণী, চাকদহ রানাঘাট এবং কৃষ্ণনগর সিটি জংশনে থামবে ট্রেন। রবিবার ছাড়া বাকি দিনগুলিতে শিয়ালদহ থেকে ট্রেন ছাড়বে সকাল ৯টা ৪৮ মিনিট নাগাদ। কৃষ্ণনগর পৌঁছবে বেলা ১২টা ০৭ মিনিট নাগাদ। অন্যদিকে, কৃষ্ণনগর থেকে ট্রেন ছাড়বে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট নাগাদ। শিয়ালদহ পৌঁছবে দুপুর ৩টে ৪০ মিনিট নাগাদ। আগামিদিন শিয়ালদহ ডিভিশনে আরও বেশি করে এসি লোকাল বাড়ানো হবে বলেই জানিয়েছেন শিয়ালদহের ডিপিও একলব্য চক্রবর্তী। রেলবোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে শিয়ালদহ ডিআরএম এ ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেছেন ইতিমধ্যেই। কৃষ্ণনগর সিটি জংশন রুটে ছাড়াও এদিন থেকেই শিয়ালদহ - বনগাঁ রুটেও এসি লোকালের যাত্রা শুরু হল। শিয়ালদহ ভায়া বারাসত-বনগাঁ হয়ে রানাঘাট পর্যন্ত আরও একটি এসি লোকালের যাত্রা এদিন শুরু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট তিনটি রুটে এসি লোকাল যাত্রা শুরু হল শিয়ালদহ রুটে। ভাড়া বেশি হলেও সময় সাশ্রয় হওয়ায় এবং ভিড় এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ যাত্রা হওয়ায় খুশি বহু যাত্রীরা।

'গব্বর সিং ট্যাক্স বলা লোকজন এখন কৃতিত্ব নিতে এসেছে,' কংগ্রেসকে আক্রমণ সীতারমনের

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বরঃ দেশের জিএসটি সংস্কার এখন লোকমুখে ঘুরছে। কোন জিনিসের কত দাম কমছে বা বাড়ছে, সেই নিয়ে চর্চায় ব্যস্ত আম জনতা। কিন্তু রাজনৈতিক দলের নেতারা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রাজ্যের নির্বাচনকে মাথায় রেখে এই নিয়ে রীতিমতো মাঠে নেমে পড়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি সংস্কার নিয়ে গেরুয়া শিবিরকে আক্রমণ করে একাধিক মন্তব্য করেছে কংগ্রেস। এই কর ব্যবস্থায় যে তাঁদের দলের কৃতিত্ব রয়েছে, সেই দাবিও করা হয়েছে। এনিয়েই এবার মুখ খুললেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তাঁর মতে, যারা একসময় জিএসটি-কে বিদ্রূপ করে 'গব্বর সিং ট্যাক্স' বলেছিলেন, আজ তারাই আবার সংস্কারের কৃতিত্ব দাবি করছেন। ইন্দিরা গান্ধির আমলে ভারতে বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ আয়ের কর হার চালু ছিল বলে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি প্রশ্ন তুললেন, ক্ষমতায় থাকাকালীন কংগ্রেস কেন জিএসটি কার্যকর করতে পারেনি? এক সাক্ষাৎকারে অর্থমন্ত্রী শুক্রবার কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে বলেন, ''কংগ্রেস এতদিন ক্ষমতায় থেকেও কেন এই সংস্কার কার্যকর করতে পারেনি? প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির আমলে ভারতে আয়করের হার ছিল বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চগুলির মধ্যে একটি।'' অর্থমন্ত্রীর স্পষ্ট দাবি, ''বর্তমান সরকারের কাছে এই সংস্কার একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, যা দেশব্যাপী একক কর ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজস্ব প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে।'' প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে চালু হওয়া জিএসটি একাধিক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ের পরোক্ষ করকে এক ছাতার নীচে এনেছিল। কিন্তু শুরু থেকেই বিরোধীদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয় এই ব্যবস্থাকে। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বারবার অভিযোগ তুলেছিলেন, একাধিক করের স্ল্যাব থাকার কারণে ব্যবসা করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন তিনিই বলিউডের খলনায়ক গব্বর সিংয়ের আতঙ্কের সঙ্গে এর তুলনা টেনে এই করকে 'গব্বর সিং ট্যাক্স' বলে আখ্যা দেন। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার বারবার দাবি করে এসেছে, জিএসটি দীর্ঘমেয়াদে দেশকে একক বাজারে রূপান্তরিত করেছে এবং কর আদায়ে স্বচ্ছতা এনেছে। যে স্ল্যাব নিয়ে এত কথা উঠছিল, সেই স্ল্যাবেও পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সম্প্রতি।

ক্ষতিপূরণের দাবি মামলাকারীর, এসএসসি মামলায় কেন্দ্রের হলফনামা চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বরঃ এসএসসি মামলায় এবার কেন্দ্রের হলফনামা চাইল দেশের শীর্ষ আদালত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে পিএস নরসিংহ এবং অতুল এস চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতেই কেন্দ্রের অবস্থান জানতে চেয়েছেন বিচারপতিরা। সম্প্রতি, স্টাফ সিলেকশন কমিটি বা এসএসসি-র পরীক্ষা ঘিরে তোলপাড় হয়েছিল গোটা দেশ। প্রতিবাদে নেমেছিলেন শিক্ষক থেকে পরীক্ষার্থীরা। চলতি বছর এসএসসি-র পরীক্ষার জন্য টিসিএস-এর পরিবর্তে ইক্যুইডিটি কেরিয়ার টেকনোলজি নামে একটি সংস্থাকে পরীক্ষা আয়োজনের দায়িত্ব দেয় কমিশন। কিন্তু পরীক্ষার দিনই চোখে পড়ে অব্যবস্থা। কারওর পরীক্ষা কেন্দ্র পড়ে বাড়ি থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূর। কোথাও আবার বাতিল হয়ে যায় পরীক্ষা। ক্ষোভ চড়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে। দফায় দফায় শুরু হয় প্রতিবাদ। সামনেই রয়েছে এসএসসি (সিজিএল)-র পরীক্ষা। তাতেও যেন একই রকম গলদ না তৈরি হয়, তাই আগেভাগে কেন্দ্র করতে সাবধানী হতে বলে তৎপর হয়েছেন এক পরীক্ষার্থী। দায়ের করেছেন জনস্বার্থ মামলা। সেই ভিত্তিতেই কেন্দ্রের থেকে হলফনামা চেয়েছে শীর্ষ আদালত। ওই মামলায় পরীক্ষার্থী একটি স্বাধীন কমিটি তৈরিরও দাবি জানিয়েছেন। যারা এসএসসি পরীক্ষার ব্যবস্থাপনার দিকে নজর রাখবেন। পাশাপাশি, ইক্যুইডিটি দ্বারা নেওয়া পরীক্ষা আবার নেওয়ার দাবি তোলেন ওই পরীক্ষার্থী। দাবি করেন, পরীক্ষার্থীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও। উল্লেখ্য, একটি পরিসংখ্যা অনুযায়ী, বর্তমানে এসএসসির প্রতিটি ক্যাটাগরি মিলিয়ে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ থেকে ৩৬ লক্ষ। প্রতিবছর বাড়ন্ত কাট-অফ। বাড়ছে আবেদনকারীর সংখ্যা। কোটিতে ছুঁইছুঁই। কিন্তু সেই পরীক্ষা নিয়েই এত অনিয়মের অভিযোগ।

বৃষ্টির মাঝেই স্বস্তির খবর হাওয়া অফিসের, সোমবার থেকেই ঘুরবে খেলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বরঃ দক্ষিণবঙ্গে আপাতত ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। এমনটাই বলছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফলে দ্রুত তাপমাত্রা দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যাবে। একইসঙ্গে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বেশি থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে হাওড়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বৃষ্টির তীব্রতা অনেকটাই কমলেও সোমবার ও মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। এদিকে মরসুমী অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গের উপকূল এলাকা হয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। তার হাত ধরেই প্রচুর জলীয় বাষ্পে ঢুকছে রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি আগামী দু'দিন উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে উপরের দিকেই থাকবে। দুদিন পর থেকে তাপমাত্রা কিছুটা কমবে বলে মনে করছে হাওয়া অফিস। আগামী কয়েকদিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা-মাঝারি বৃষ্টি চলবে উত্তরের জেলাগুলিতে। তবে ভারী বৃষ্টি চলবে উপরের দিকের জেলাগুলিতে। রবিবার থেকে বুধবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে উপরের দিকের জেলাগুলিতে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা সবথেকে বেশি থাকবে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। এছাড়াও দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে দু-একদিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে।

ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত অগ্নিমিত্রা পাল, ভর্তি আনন্দপুরের বেসরকারি হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বরঃ ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। আনন্দপুরের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আপাতত তাঁকে ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। বেন স্ট্রোকের পর যে সমস্ত শারীরিক সমস্যা দেখা যায় সেরকম কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা তার উপর নজর রাখা হচ্ছে। তবে আপাতত কোনও অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়া, শরীরের একটা দিক পড়ে যাওয়ার মতো কোনও লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। তিনি কথাও বলতে পারছেন। তবে প্রয়োজনে এক সপ্তাহ তাঁকে হাসপাতালে রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারেন চিকিৎসকেরা। নিউরো মেডিসিনের দুই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন অগ্নিমিত্রা। এদিন ভোর রাতে তাঁকে হাসপাতালে আনেন পরিজনেরা। সেই সময়ই তাঁর বেন স্ট্রোক হয়ে বলে জানা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত, একদিন আগেই বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বিধানসভা। ২ ঘণ্টার মধ্যে পরপর সাসপেন্ড হয়ে গিয়েছিলেন ৫ বিজেপি বিধায়ককে। শঙ্কর ঘোষদের সঙ্গে সাসপেন্ড তালিকায় ছিলেন ছিলেন অগ্নিমিত্রা পালও। মার্শাল দিয়ে তাঁদের বাইরে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ধস্তাধস্তির সময় আহত হয়েছিলেন বিজেপির মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ। তিনিও হাসপাতালে ভর্তি। তবে তাঁর অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলে জানা যাচ্ছে। এদিন বিকালে বা শনিবার সকালের দিকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে বলেও জানা যাচ্ছে।

'যা করেছি, আইন মেনে করেছি, আমি পুক্ষপাতদুষ্ট নই', মুখ খুললেন স্পিকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বরঃ বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা ছিল। আর সে সময়ে বিধানসভায় তুলকালামকাণ্ড। বিজেপি বিধায়কদের বিক্ষোভ, কাগজ ছেড়া, স্পিকারের সাসপেনশন, বিধানসভার নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে বিজেপি বিধায়কদের ধস্তাধস্তি, মার্শাল দিয়ে রীতিমতো চ্যাংদোলা করে তাঁর বার করানো- এককথায় বৃহস্পতিবার ধরা পড়ে বিধানসভাকক্ষে নজিরবিহীন ছবি। তা নিয়ে এবার মুখ খুললেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পিকার বলেন, ''বৃহস্পতিবারের ঘটনা নিয়ে অনেক গুলো অভিযোগ এসেছে। মার্শালও হাসপাতালে। বিরোধী দলের চিফ হুইপ হাসপতালে। এই ধরনের ঘটনা অনভিপ্রেত।'' স্পিকার জানিয়েছে, এখন তিনি কিছু খতিয়ে দেখেননি। দেখে ঠিক করবেন কী কী বাদ যাবে কার্য বিবরণী থেকে। তাঁর কথায়, ''আমি গতকালের ঘটনায় যা করেছি আইন মেনে করেছি। অনেকে বলেন আমি পক্ষপাত দুষ্ট। কিন্তু চেয়ারটা তা নয়। সমালোচনা সকলের হয়।'' স্পিকার বলেন, ''বিধানসভার আইন মেনে কাজ কর্ম মেনে করলে আমায় কঠোর পদক্ষেপ করতে হয় না। বল প্রয়োগ করলে তাঁকে আটকাতে হয়। আমি পক্ষপাতিত্ব করি না।। বিজেপির বই পড়ার দরকার আছে। ওদের সংযত হওয়ার আছে। বিধানসভায়কোনও দিন মারামারি হয়নি। আমি

আইন মেনে যা করার করেছি।'' বৃহস্পতিবার অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের হেনস্থার প্রতিবাদে বক্তৃতা রাখছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের বলার কথা ছিল। অগ্নিমিত্রা পালের নাম যখন ডাকা হয়েছিল, তিনি তখন অধিবেশন কক্ষে ছিলেন না। তখন মুখ্যমন্ত্রীকে বক্তৃতা রাখতে বলেন স্পিকার। কিন্তু এরই মধ্যে চলে আসেন অগ্নিমিত্রা। বিজেপি বিধায়করা চিৎকার করতে থাকেন, যাতে অগ্নিমিত্রাকে বলতে দেওয়া হয়। স্পিকার সে অনুমতি দেন। তবে অগ্নিমিত্রার বলার সময় কমিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বলতে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যখন বলতে ওঠেন, তখন শঙ্কর চিৎকার করতে থাকেন কেন শুভেন্দু অধিকারীর সাসপেনশন নিয়ে দুরকমের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন স্পিকার। স্পিকার শঙ্কর ঘোষকে বারবার সতর্ক করেন। কিন্তু তারপর তাঁকেও সাসপেন্ড করা হয়। কিন্তু তিনি নিজের আসনেই অনড় থাকেন। তাঁকে বিধায়করা ঘিরে রাখেন। তাঁকে সেসময় বিধানসভার নিরাপত্তারক্ষীরা বার করার চেষ্টা করেন, এরপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিধানসভা অন্দরের পরিস্থিতি। শেষে মুখ্যমন্ত্রীই ওয়েলে নেমে নিজের দলের বিধায়কদের নিজ নিজ জায়গায় বসার নির্দেশ দেন। এরপর দ্বিতীয়ার্ধে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনও অশান্তি চরমে ওঠে। ২ ঘণ্টার মধ্যে ৫ বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, অশোক দিন্দা, বঙ্কিম হাজরা, মিহির গোস্বামীকে সাসপেন্ড করেন স্পিকার।

অভিষেকের নাম ভাঙিয়ে ভোটের টিকিট পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোলাবাজি! গ্রেফতার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বরঃ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ভাঙিয়ে প্রতারণা! বিধানসভা ভোটের টিকিট পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ হাতানোর অভিযোগ। আর সেই অভিযোগেই শেখ নাজমুল হোদা নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গোপন সূত্রের খবর পেয়ে পার্ক স্ট্রিটের একটি হোটেল থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ। ধৃতকে জেরা করে চক্রের সঙ্গে কে বা কারা জড়িত তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। আগামিকাল অর্থাৎ শনিবার ধৃতকে আদালতে তোলা হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত নিজেকে দলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করাতেন। দাবি করতেন, তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিশেষ আস্থাভাজন'। সেই প্রভাব খাটিয়েই আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করতে পারবেন বলে একাধিক জনের কাছ থেকে টাকা তোলার চেষ্টা করেন। বিষয়টি দলের নেতৃত্বর কানেও আসে। সূত্রের খবর, দলের তরফে পুলিশকে জানানো হয়েছিল। সেই মতো পুলিশ ফাঁদ পেতেই হাতেনাতে পাকড়াও করে অভিযুক্তকে। শেক্সপিয়র সরণি থানায় ইতিমধ্যেই প্রতারণা ও জালিয়াতির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, বেশ কিছু দিন ধরেই নাজমুল সক্রিয় ছিলেন। ফোন কল ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে টিকিটের লোভ দেখাতেন। কত জনের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন বা নেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক অনুমান, কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। তৃণমূল সূত্রে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, অভিযুক্তের সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই। দলের নাম ব্যবহার করে প্রতারণা করা হলে আইনি পথে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, এ ধরনের অভিযোগ আরও এলে তা খতিয়ে দেখা হবে।

শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় প্রথমবার ছুটল এসি লোকাল, উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ শিয়ালদহ-বনগাঁ শাখায় প্রথমবার ছুটল এসি লোকল। উচ্ছ্বসিত যাত্রীরা। এসি লোকাল ট্রেন দেখতে শুক্রবার সকাল থেকেই স্টেশনে ভিড় জমিয়েছিলেন অনেকেই। ট্রেনেও ভিড় ছিল ভালোই। তবে যাত্রীদের একাংশের দাবি, ভাড়া একটু বেশি।শিয়ালদহ- ভায়া বারাসত - বনগাঁ- রানাঘাট রুটে লোকাল এসি ট্রেন চলু হয়েছে। এদিন সকালে প্রথম ছাড়ে সেই ট্রেন। শুক্রবার রানাঘাট থেকে বনগাঁ হয়ে শিয়ালদহের উদ্দেশে রওনা দেয় এসি লোকাল ট্রেন। সকাল ৭টা ৪২-এ বনগাঁ পৌঁছয় এসি লোকাল ট্রেনটি। টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে পড়েন যাত্রীরা। প্রত্যেকের মুখেই হাসি। উল্লেখ্য, শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ পর্যন্ত ওই ট্রেনের ভাড়া ১২০ টাকা। ওই রুটে সর্বনিম্ন ৩৫ টাকা ও সর্বোচ্চ ১৫০ টাকা ভাড়া ধার্য করা হয়েছে।

শুক্রবার দেশীয় বাজারে কমলো সোনার দাম

নয়াদিল্লি , ৫ সেপ্টেম্বর ঃদেশীয় বাজারে শুক্রবার কমলো সোনার দাম। এদিন দিল্লিতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০৬,০৭০ লক্ষ টাকা ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯৭,২০০ হাজার টাকা। মুম্বইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০৫,৯২০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯৭,০৫০ হাজার টাকা। আহমেদাবাদে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,০৫,৯৭০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ৯৭,১০০ হাজার টাকা। চেন্নাইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম

সুন্দরবনের বাঘিনী সোহিনীর মৃত্যু তে শোকস্তব্ধ বন কর্মীরা

সু ন্দরবন ঃএবার মারা গেল ' সুন্দরবনের ঝড়খালির বন কর্মীরা।সোহান চলে গিয়েছিল আগেই। গত বুধবার রাতে মারা গেল সোহিনী ও। বার্ধক্যজনিত কারণে ২৩ বছরে বয়সে বাঘিনীর মৃত্যু ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে। বৃহস্পতিবার বাঘিনীর দেহের ময়নাতদন্ত করার পরে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগের ডিএফও নিশা গোস্বামী বৃহস্পতিবার বলেন, বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘদিন ধরেই নানান শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিল এই বাঘিনী। বন দপ্তরের চিকিসকরা নিয়মিত তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করলেও শেষরক্ষা হয়নি।আর এই বাঘিনীর মৃত্যুর খবরে কর্মী ও বন দপ্তরের আধিকারিকদের মধ্যে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সোহিনীর স্মৃতি ঝড়খালির কর্মী ও স্থানীয়দের মনে দীর্ঘদিন অমলিন হয়ে থাকবে বলেই মনে করছেন অনেকেই।চলতি বছরের মার্চ মাসেই ঝ।খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রের বাঘ ' মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময়ে বাঘটির বয়স ছিল ২১। সোহানের মৃত্যুর পরে আলিপুর চি।য়িখানা থেকে একটি নতুন বাঘিনীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ঝড়খালিতে। সোহানের মৃত্যুর পর সুন্দর ও সোহিনীর সঙ্গী হয় নতুন বাঘিনীটি।সোহানের ফাঁকা এনক্লোজারে রাখা হয় নতুন বাঘিনীটিকে।ঝড়খালি ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র বহু বছর ধরে বাঘ সংরক্ষণের কাজে বিশেষ ভূমিকা নিচছে। এখানে আশ্রয় পেয়ে বহু বাঘ ও বাঘিনী নতুন জীবন পেয়েছে। তবে সোহিনীকে ঘিরে কেন্দ্রের কর্মীদের আবেগ ছিল বেশি । দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে এই বাঘিনী ঝড়খালির অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।আর তার এই মৃত্যু টা কেউ মেনে নিতে পারছে না।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

শিক্ষক দিবসে ডঃ সুকান্ত মজুমদারের বার্তা - শিক্ষকরা শুধু পাঠদান করেন না, তাঁরা মানুষ গড়ার কারিগর

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার এক গভীর বার্তা দিয়েছেন। তাঁর কথায়, শিক্ষকরা শুধু পাঠদান করেন না, তাঁরা মানুষ গড়ার কারিগর। সমাজ গঠনে তাঁদের অবদান অপরিসীম। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, শিক্ষক সমাজের আলোকবর্তিকা, যাঁরা অন্ধকার দূর করে পথ দেখান আগামী প্রজন্মকে। এই বক্তব্য ঘিরে আবারও সামনে উঠে এসেছে শিক্ষকদের ভূমিকা, তাঁদের ত্যাগ, তাঁদের দায়বদ্ধতা এবং তাঁদের প্রতি আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন।শিক্ষক দিবসকে কেন্দ্র করে ডঃ সুকান্ত মজুমদারের এই বার্তায় উঠে এসেছে দুটি দিক। প্রথমত, তিনি শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে সরল অথচ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি এই দিনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কারণ ৫ সেপ্টেম্বর দিনটি শুধুমাত্র শিক্ষক দিবস নয়, এটি ভারতরত্ন প্রাপক, মহান দার্শনিক ও প্রাজ্ঞ অধ্যাপক, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন। এই দিনে দেশের শিক্ষা আন্দোলনের ভিত্তি যিনি শক্ত করেছিলেন, সেই মহান ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করেই গোটা দেশ শিক্ষক দিবস পালন করে।ডঃ মজুমদার তাঁর বার্তায় লিখেছেন, সকলকে জানাই শিক্ষক দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা। শিক্ষক শুধু পাঠদান করেন না, তিনি মানুষ গড়ার কারিগর, সমাজের আলোকবর্তিকা। আজকের এই পবিত্র দিনে তাঁদের সকলের প্রতি জানাই আমার গভীর কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম। এখানে যে ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তা কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এক আন্তরিক অনুভূতি। প্রতিটি শব্দে ফুটে উঠেছে শিক্ষকদের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা।তিনি আরও লিখেছেন, মহান দার্শনিক, প্রাজ্ঞ অধ্যাপক, ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মহাশয়ের জন্মদিবসে জানাই হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য। তাঁর আদর্শ, জ্ঞান ও মূল্যবোধ যুগে যুগে আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে। এভাবেই তিনি শিক্ষকের প্রতিমূর্তি হিসেবে রাধাকৃষ্ণনকে সামনে এনে বোঝাতে চেয়েছেন, একজন প্রকৃত শিক্ষক কেমন হলে সমাজের ভিত শক্ত হয়। শিক্ষকের ভূমিকা সমাজ গঠনেআমাদের সমাজে শিক্ষকের ভূমিকা শুধু পাঠদানে সীমাবদ্ধ নয়। ছাত্রদের ভবিষ্য গড়ার পাশাপাশি তাঁদের চরিত্র গঠন, নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা-সবটাই আসে শিক্ষকের কাছ থেকেই। পরিবার যেমন একটি শিশুর প্রথম বিদ্যালয়, তেমনি সেই বিদ্যালয়ের প্রকৃত পরিচালক হয়ে ওঠেন শিক্ষক। এক অর্থে বলা যায়, শিক্ষকরা জাতির মেরুদণ্ড।ডঃ সুকান্ত মজুমদারের বার্তা এই সত্যকে নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছে। আজকের দিনে যখন সমাজ নানা সংকট, অবক্ষয় ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তখন একজন শিক্ষকের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়, জীবনবোধ ও মানবিকতা শেখানোও তাঁদের দায়িত্ব। একজন ভালো শিক্ষক যেমন বিদ্যার আলো দেন, তেমনই অনুপ্রেরণা জাগান স পথে চলার। রাধাকৃষ্ণনের দর্শন ও শিক্ষাশিক্ষক দিবস মানেই স্মরণ করতে হয় ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে। তিনি ছিলেন শিক্ষক, দার্শনিক এবং রাষ্ট্রনেতা। কিন্তু তাঁর কাছে সবচেয়ে ব। পরিচয় ছিল ' তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা মানে শুধু তথ্য আহরণ নয়, বরং জ্ঞানার্জন ও মূল্যবোধের বিকাশ। শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষকে সমগ্রভাবে গড়ে তোলা।রাধাকৃষ্ণনের চিন্তাধারায় দেখা যায়, তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষ, মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর আদর্শ আজও শিক্ষাব্যবস্থার পথপ্রদর্শক। সেই কারণেই তাঁর জন্মদিনকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁর ছাত্ররা। আর তিনি বিনয়ের সঙ্গে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে বলেছিলেন, আমার জন্মদিন পালনের বদলে যদি শিক্ষক দিবস পালন করা হয়, তবে আমি গর্বিত হব। আজকের প্রেক্ষাপটে শিক্ষকের গুরুত্বডঃ মজুমদারের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই সামনে আসে-আজকের দিনে শিক্ষকের ভূমিকা কতটা পাল্টেছে? একদিকে প্রযুক্তি্র অগ্রগতি, অন্যদিকে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের ভিন্নতা-সবকিছু মিলিয়ে শিক্ষকদের দায়িত্ব আগের চেয়ে বহুগুণ বেড়েছে। এখন শুধুমাত্র বই মুখস্থ করানো বা পরীক্ষায় নম্বর তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই শিক্ষা। এখন শিক্ষা মানে জীবনের প্রস্তুতি।একজন শিক্ষককে হতে হয় একই সঙ্গে পথপ্রদর্শক, পরামর্শদাতা, এবং মানসিক সমর্থনদাতা। বিশেষত কিশোর-কিশোরীদের জীবনে শিক্ষকরা হয়ে ওঠেন দ্বিতীয় অভিভাবক। ডঃ মজুমদারের মন্তব্য সেই বাস্তবতাকেই সামনে নিয়ে এসেছে। শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতাএই দিনে দেশজু। নানা অনুষ্ঠানে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। স্কুল, কলেজ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্কের বন্ধন নতুন করে স্মরণ করা হয়। কিন্তু দিনের শেষে প্রশ্ন থেকে যায়-আমরা কি সত্যিই শিক্ষকদের সেই সম্মান দিই, যেটা তাঁদের প্রাপ্য?ডঃ মজুমদারের বার্তা আমাদের সেই আত্মসমালোচনার সুযোগ করে দেয়। শিক্ষকদের অবদান কেবল একদিন নয়, প্রতিদিন মনে রাখার মতো। তাঁদের ত্যাগ, শ্রম, আর ধৈর্যের বিনিময়েই সমাজ এগিয়ে যায়। তাঁরা আলো দেখান, পথ দেখান, গড়ে তোলেন আগামীর ভারতবর্ষ। উপসংহার-শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে ডঃ সুকান্ত মজুমদারের বার্তা কেবল শুভেচ্ছা নয়, এক গভীর সামাজিক প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। তাঁর বক্তব্যে ফুটে উঠেছে শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা। একই সঙ্গে উঠে এসেছে রাধাকৃষ্ণনের দর্শন, যা আজও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড।শিক্ষক দিবস কেবল একটি উদ্যাপনের দিন নয়, এটি আমাদের আত্মসমালোচনার দিনও। আমরা শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান দিচ্ছি কিনা, তাঁদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করছি কিনা-এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা প্রয়োজন। কারণ, শিক্ষকরা সত্যিই মানুষ গড়ার কারিগর। তাঁদের হাত ধরেই তৈরি হয় আগামী দিনের নাগরিক, আগামী দিনের সমাজ, আগামী দিনের ভারত।ডঃ সুকান্ত মজুমদারের বার্তা তাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়-একজন শিক্ষককে সম্মান জানানো মানে কেবল তাঁর শ্রমকে স্বীকৃতি দেওয়া নয়, বরং আমাদের সমাজের ভবিষ্যকেও সম্মান জানানো। শিক্ষক দিবসে সেই বার্তাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গোটা দেশে।

দিল্লির ত্রাণ শিবিরের 'অব্যবস্থা' নিয়ে সরব কেজরিওয়াল

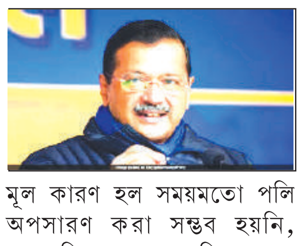

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ দিল্লির ত্রাণ শিবিরের 'অব্যবস্থা' নিয়ে সরব হলেন এএপি প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, আমরা মানুষের অবস্থা জানতে একটি ত্রাণ শিবিরে (শাস্ত্রী পার্ক এলাকা) এসেছি। তারা বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। তারা সময়মতো খাবার পাচ্ছে না, মশার উপদ্রব আছে, কিন্তু তা কমানোর কোনও ব্যবস্থা নেই, পানীয় জলের সমস্যা আছে, আমাদের বলা হয়েছিল যে গতকালই তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল, যদিও ইতিমধ্যেই বৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা বুঝতে পারি যে এটি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিন্তু মানুষের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা সরকারের দাযিত্ব। আমরা সরকারকে ত্রাণ শিবিরে থাকা মানুষদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি।কেজরিওয়াল বলেন, দিল্লিতে সর্বত্র জল জমে রয়েছে, বেশ কয়েকটি এলাকায় এর মূল কারণ হল সময়মতো পলি অপসারণ করা সম্ভব হয়নি, ড্রেনগুলি সময়মতো পরিষ্কার করা হয়নি এবং বেশ কয়েকটি এলাকায় নর্দমার প্রবাহ বন্ধ রয়েছে। বেশ কয়েকটি এলাকায় পানীয় জল নেই। তাই, আমরা সরকারকে জনগণের জন্য যতটা সম্ভব সুবিধা প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি। সমগ্র উত্তর ভারত - জম্মু ও কাশ্মীর, পঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি এবং উত্তরাখণ্ড বন্যার কবলে পড়েছে। তাই, আমি কেন্দ্রকে যতটা সম্ভব মানুষকে ত্রাণ সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করছি।ভূমিকম্পের পর কেন্দ্র আফগানিস্তানে ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ করেছে। এটা ভালো, কিন্তু কেন্দ্রের উচিত বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত সকল রাজ্যকে ত্রাণ সরবরাহ করা।

মেয়েদের শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিতঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে শিক্ষকদের জাতীয় পুরস্কার প্রদান করছেন। এই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেছেন, কন্যাশিশুদের সর্বোত্তম শিক্ষা প্রদান করা নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নকে উৎসাহিত করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন, মেয়েদের শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তিনি আরও বলেন, কন্যাশিশুদের শিক্ষায় বিনিয়োগ পরিবার, সমাজ এবং দেশের উন্নয়নে একটি অমূল্য অবদান। রাষ্ট্রপতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উচ্চ শিক্ষায় মেয়েদের মোট ভর্তির অনুপাত উল্লেখ যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষা ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন করে, দুর্বলতম পটভূমির শিশুদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম করে। তিনি বলেন, খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের মতোই, একজন ব্যক্তির মর্যাদা এবং নিরাপত্তার জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। রাষ্ট্রপতি মুর্মু উল্লেখ করেছেন, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ স্কুল পর্যায়ে শিক্ষাকে আরও সহজলভ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন করার উপর বিশেষ জোর দেয়।

মুম্বইয়ে বিস্ফোরণের হুমকি, তীব্র চাঞ্চল্য

মুম্বই, ৫ সেপ্টেম্বরঃবাণিজ্য রাজধানীতে বিস্ফোরণের হুমকি। হুমকিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, শহরের ট্র্যাফিক পুলিশের অফিসিয়াল হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে

ফের কেঁপে উঠল আফগানিস্তান, টানা কয়েক দফায় ভূমিকম্পে আতঙ্ক

কাবুল, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ভূমিকম্পের দাপটে দিশেহারা আফগানিস্তান। মাত্র কয়েকদিন আগেই ভয়াবহ কম্পনে বহু মানুষের প্রাণহানি ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে প।ছিল দেশটি। সেই ধাক্কা সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছে আফগান জনগণ। তার মধ্যেই ফের কয়েক দফায় কেঁপে উঠল আফগান মাটি। ফলে নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে দেশ জুড়ে।জাতীয় ভূকম্পন কেন্দ্র (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি) জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত চার দফায় ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে আফগানিস্তানে। প্রথম ধাক্কা লাগে বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ২৬ মিনিট নাগাদ। রিখটার স্কেলে তার মাত্রা ছিল ৫.৮। বেশ জোরালো সেই কম্পনে রাজধানী কাবুল-সহ একাধিক প্রদেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই তড়িঘড়ি ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন।এর পর রাত ১১টা ৫৮ মিনিটে ফের একবার কেঁপে ওঠে আফগানিস্তান। দ্বিতীয় ধাক্কার মাত্রা ছিল ৪.১। কিছুটা হালকা হলেও তা নতুন করে আতঙ্ক বাড়ায় মানুষের মধ্যে। শুক্রবার ভোর ৭টা ৪৬ মিনিটে আবারও ভূকম্পন অনুভূত হয়, যার মাত্রা ছিল ৪.৬। এরপর সকাল ১১টা ৭ মিনিটে আরও একবার ৪.৫ মাত্রার ভূমিকম্প নথিভুক্ত হয়। টানা এই কম্পনগুলির জেরে মানুষের মধ্যে চরম অস্থিরতা তৈরি হয়েছে।তবে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির সঠিক খবর মেলেনি। কোথাও কোনও বড় ধরনের প্রাণহানি বা ভৌত ক্ষতির খবর মেলেনি বলেই মনে করা হচ্ছে। তবুও টানা দফায় ভূমিকম্পের পর স্থানীয় মানুষজন দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। অনেকেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারছেন না। ঘরবাড়ি ফাটল ধরেছে কিনা, ভবিষ্যতে আরও বড় বিপর্যয় আসতে পারে কিনা-এই আশঙ্কাই ঘিরে রেখেছে তাঁদের। আফগানিস্তানের ভূগোল এমন যে, দেশটি ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের অন্তর্গত। হিঃদুকুশ পর্বতমালা ঘিরে এই অঞ্চল প্রায়ই কম্পনের মুখে পড়ে। চলতি বছরে একাধিকবার কেঁপে উঠেছে আফগান মাটি। প্রতিবারই আতঙ্কিত হয়েছে সাধারণ মানুষ। সাম্প্রতিক ভয়াবহ ভূমিকম্পে শতাধিক মানুষের প্রাণহানি এবং হাজার হাজার ঘরবাড়ি ভেঙে প।ার ঘটনাই তার প্রমাণ।বিশেষজ্ঞদের মতে, আফগানিস্তানে ভূমিকম্প নতুন কিছু নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে যেভাবে টানা দফায় কম্পন হচ্ছে, তা চিন্তার কারণ। একবার প্রবল ভূমিকম্পের পর সাধারণত ছোট ছোট আফটারশক হতে দেখা যায়। তবে এখানে ধারাবাহিকভাবে একাধিক মাত্রায় ভূমিকম্প হচ্ছে, যা ভূমিকম্প প্রবণতারই ইঙ্গিত।দেশের প্রশাসন ক্ষয়ক্ষতির খবরাখবর সংগ্রহ করছে। ইতিমধ্যেই জরুরি পরিষেবা কর্মীদের সতর্ক রাখা হয়েছে। তবে বহু জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় প্রকৃত তথ্য আসতে কিছুটা সময় লাগছে।যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানের উপর প্রকৃতির এই নতুন আঘাত যেন এক গভীর সংকট তৈরি করেছে। অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, আর তার সঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এই ঘনঘটায় দেশবাসীর দুঃসহ জীবনযাপন আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। মানুষ এখন একটাই প্রার্থনা করছেন-আবার যেন না কাঁপে আফগান মাটি।

কেরলে মহাসাড়ম্বরে পালিত ওনাম, শুভেচ্ছাবার্তায় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

তিরুবনন্তপুরম ও নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ ভারতের কেরল রাজ্য যেন উচ্ছ্বাস আর আনন্দে ভেসে উঠেছে। মহাসা।ম্বরে পালিত হচ্ছে রাজ্যের সবচেয়ে বড় উৎসব-ওনাম। বর্ণিল সাজে সেজে উঠেছে ঘর-বাড়ি, মন্দির ও রাস্তা। তিরুবনন্তপুরম থেকে কাসারগোড, সর্বত্র একই আবহ-সঙ্গীত, নৃত্য, ভোজন আর শুভেচ্ছা বিনিময়ে ভরে উঠেছে মালয়ালি সমাজ।প্রতিবছরের মতো এবারও ১০ দিনের দীর্ঘ উৎসবের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল শুক্রবারের ' দিনভর মন্দিরে প্রার্থনা, ঘরে ঘরে ফুলের সাজে পুক্কালম, সমবেত ভোজ ' উপহার বিনিময়-সব মিলিয়ে যেন এক অনবদ্য সামাজিক সংহতির ছবি। হিন্দু উৎসব হলেও ওনামের বৈশিষ্ট্য হলো এর কৃষিজীবী চরিত্র। তাই ধর্ম নির্বিশেষে কেরলের প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি পাড়ায়, প্রতিটি পরিবারে এই আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। ওনাম হয়ে ওঠে সামগ্রিক সামাজিক মিলনের প্রতীক।এই দিনেই বিশেষ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি মুর্মু এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ওনামের শুভ উসব উপলক্ষ্যে, আমি সমস্ত নাগরিকদের, বিশেষ করে ভারতে এবং বিদেশে বসবাসরত কেরলের ভাই ও বোনদের আমার উষ্ণ শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই। তাঁর এই বার্তায় ফুটে উঠেছে প্রবাসী কেরলিদের প্রতিও সমান টান।প্রধানমন্ত্রী মোদীর শুভেচ্ছা বার্তা আরও একবার ওনামের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে নিয়ে এসেছে। তিনি লিখেছেন, সবাইকে ওনামের শুভেচ্ছা জানাই! এই সুন্দর উৎসব সকলের জন্য নতুন আনন্দ, সুস্বাস্থ্য এবং প্রচুর সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। ওনাম কেরলের কালজয়ী ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে। এই উৎসব ঐক্য, আশা ও সাংস্কৃতিক গর্বের প্রতীক। ওনাম আমাদের সমাজে সম্প্রীতির চেতনাকে শক্তিশালী করে এবং প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সংযোগকে আরও নিবি। করে।কেরলের রাজপথে পালিত হচ্ছে বর্ণাঢ্য ওনাম শোভাযাত্রা। নৌকাবাইচ, কথাকলি নাচ, থিরুভাথিরা ও অন্যান্য লোকনৃত্য যেন নতুন রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে উৎসবে। বাজারে লেগেছে ভিড়, দোকানে ভরে উঠেছে নতুন জামা-কাপড়, খেলনা ও মিষ্টির সম্ভার। গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের কাছে এই উসব মানে নতুন ফসল ঘরে তোলার আনন্দ। শহরে ও গ্রামে, প্রবাসে ও মাতৃভূমিতে-ওনাম তাই হয়ে উঠেছে সর্বজনীন আনন্দোসব।রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা যেন এই আনন্দকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। উৎসবের বার্তা শুধু কেরল নয়, গোটা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। ঐতিহ্য, সম্প্রীতি আর সংস্কৃতির মিলনমেলা হিসেবে ওনাম আবারও প্রমাণ করল-ভারতের বৈচিত্র্যই তার সবচেয়ে বড় শক্তি।

কংগ্রেসের শাসনে শুধু দুর্নীতি হয়েছে, পদক্ষেপের অভাব ছিল ঃ পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। শুক্রবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পীযূষ গোয়েল বলেছেন, যখন আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন আমরা সকলেই জানি, সেই সময়ে দেশের অর্থনীতি কতটা দুর্বল ছিল। কংগ্রেসের শাসনকালে দুর্নীতি করা ছাড়া, তারা কোনও রূপান্তরমূলক সিদ্ধান্ত নেয়নি। তারা কেবল প্রতিশ্রুতি দিত, কিন্তু পদক্ষেপের অভাব ছিল।কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, অটল বিহারী বাজপেয়ীজিই একসময় একীভূত কর ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু যখন ইউপিএ সরকার আসে, তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েই চলে, কোনও পদক্ষেপ না নিয়ে। রাজ্য সরকারগুলির তাদের উপর কোনও আস্থা ছিল না। জিএসটি সংস্কারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, এই ঐতিহাসিক এবং ব্যাপক সংস্কারের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, যা দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে, সম্ভবত স্বাধীনতার পর এত বড় পরিসরে প্রথমবারের মতো দেশের কর কাঠামোতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

শিক্ষকদের এক্সবার্তায় শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ৫ সেপ্টেম্বর, ঃ ভারতের ভবিষ্যতকে শক্তিশালী করার মতো মূল্যবোধ স্থাপন করেন তরুণদের মধ্যে। শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানাতে শুক্রবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন ভারতের কেন্দ্রীয়য় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।অমিতবাবু লিখেছেন, শিক্ষকদিবসে, আমি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ জি-কে প্রণাম জানাই। তিনি একজন শ্রদ্ধেয় দার্শনিক এবং রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। তাঁর জীবন জ্ঞান এবং জাতি গঠনের জন্য নিবেদিত ছিল। সকল শিক্ষকের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তাঁরা তরুণ মনকে লালন করেন। শিক্ষা ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন করে, দুর্বলতম পটভূমির শিশুদের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম করে। তিনি বলেন, খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে ভিড় চোখে পড়ার মতন জয়নগরে

জয়নগরঃরাজ্যের সমস্ত বুথের মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়। অতীতের তিন বিধানসভা নির্বাচনে গ্রামবাংলা থেকে ভরপুর ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি।২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে এই পদক্ষেপ মমতার ' মাস্টারস্ট্রোক বলে দাবি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের।কারণ এই প্রকল্পের মাধ্যমে এক দিকে যেমন স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব, অন্য দিকে রাজনৈতিক ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রকল্পের কথা সামনে রেখে তৃণমূল স্তরে গিয়ে জনসংযোগ করতে পারবে। যার ফল দেখা যেতে পারে ভোটবাক্সে।আর এই কর্মসূচিতে বৃহস্পতিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর এক নম্বর ব্লকের শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের পড়া। আমাদের সমাধান কর্মসূচি পালন করা হয় উওরপাড়া নিজ এলাকার সদভাব কমিউনিটি হলে।এদিনের আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর এক নম্বর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও নিমাই বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্যা বন্দনা লস্কর, জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বন ভূমির কর্মাধ্যক্ষ শুকুর আলী মোল্লা,শ্রীপুর অঞ্চলের কনভেনার বাবু গাজী, শ্রীপুর পঞ্চায়েতের প্রধান বেগম মেহেরুনাসা মোল্লা, শফিক মোল্লা সহ আরো অনেকে।এদিন শ্রীপুর পঞ্চায়েতের ৬৬,৭৪ ও ৭৫ নং বুথের মানুষের সমস্যা লিপিবদ্ধ করা হয় এই শিবিরের মধ্যে দিয়ে।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার মানসিক চাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে নিজের কাজ মসৃণ গতিতে করতে পারবেন। দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করুন। ব্যবস্থাপনার কোনও কাজ হবে।
বৃষঃ পুলিশি ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। বিবাদে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আইনি সমস্যায় জ।ড়িয়ে প।তে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য কোনও ব। সুযোগ আসবে।।
মিথুনঃ আজ সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে ভুলবেন না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। সাফল্য বৃদ্ধি পাবে। সঞ্চয় ও সংগ্রহের ওপর জোর দিতে হবে।
কর্কট রাশি ঃযেকোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে পরিবারের সকলের মতামত নিন। সন্তানের জন্য উদ্বেগ বা।বে। দিনের মধ্য ভাগের পর কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে
সিংহঃ মুক্তির স্বাদ নিন। পুরনো আইনি সমস্যা থেকে আজ অব্যাহতি পাবেন। নতুন কাজে হাত দেওয়ার জন্য আজকের দিনটি চমকার। শরীর ও স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। সন্তানের জন্য উদ্বেগ হবে
কন্যা ঃআপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যাদের ভালো অভিজ্ঞতা আছে।
তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হৃদয় উজা।
বৃশ্চিকঃব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের যোগ
ধনুঃ বিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সঠিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।।
মকরঃ প্রবল কর্মব্যস্ততার কারণে আপনার পরিবার বঞ্চিত বোধ করতে পারেন। অতি অবশ্যই কাজের মধ্যে থেকে সময় বার করুন, যাতে পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।।
কুম্ভঃ আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা এবং নিয়মিততা বজায় রাখবেন। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে প্রচেষ্টা করা হবে, তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আজ।
মীনঃ আইনি সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। গাড়ি কেনা-বেচার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা লাভের মুখ দেখবেন। স্বাস্থ্যের অবনতি হবে। শরীরের দিকে নজর দিন। সন্তানের জন্য উদ্বেগ। লাভের অবস্থান আরও ভাল কর্মক্ষমতা বজায় রাখবে। কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকবে। আপনি আপনার লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবেন। পেশাগত কর্মকান্ড বৃদ্ধি

আবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ভ্রূকুটি২ও রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে বৃহঃ বার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী রবিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন- ২৪ ডিগ্রী সেলেলিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৬৩সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০৩.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৬মিনিটে হতে পারে।

খাল থেকে উদ্ধার এক মহিলার আধপোড়া দেহ ক্যানিং এ

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ এবার খাল থেকে উদ্ধার হল এক মহিলার আধপোড়া দেহ। মৃতার নাম শীতলা সর্দার,বয়স ৫৫ বছর। স্থানীয় মানুষ জন খালের জলে একটি মৃতদেহকে ভাসতে দেখেন। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। আর এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ক্যানিংয়ের বৈকুণ্ঠপুর এলাকা।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন শীতলা সরদার। তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের সদস্যরা সেই মৃতদেহ সৎকার করতে স্থানীয় বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের শ্মশানে নিয়ে যায়। দেহ দাহ করার সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি এলে চিতার আগুন নিভে যায়। ফলে দেহ আধপোড়া অবস্থায় থাকে। সেই দেহ খালের জলে ফেলে দিয়ে চলে যায় শীতলার পরিবার।এই প্রসঙ্গে স্থানীয় এক যুবক বলেন, এদিন এলাকার বেশ কয়েকজন খালের উপর কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখেন। বিষয়টি দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। কাছে যেতেই আঁতকে ওঠেন তাঁরা। সেখানে পড়ে থাকতে দেখা যায় এক মহিলার আধপোড়া মৃতদেহ। তাঁর শরীরের বেশ কিছু জায়গা অগ্নিদগ্ধ ছিল। দ্রুত পুলিশে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় ক্যানিং থানার পুলিশ। ওই যুবক বলেন,চারিদিকে যেভাবে এই ধরণের ঘটনা ঘটছে তাতে আমরা প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গিয়ে ছিলাম। ভেবেছিলাম কেউ বা কারা কাউকে খুন করে এভাবে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। তবে পরে আস্তে আস্তে কী ঘটনা ঘটেছে জানতে পারি। ক্যানিং থানার পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতার ছেলেকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। তবে এ ব্যাপারে মৃতার ছেলে কিছু জানা নেই বলে জানালেন।

টানা বৃষ্টি, বাড়ির মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত ৩

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ টানা বৃষ্টিতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল মাটির বাড়ি। দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল মা ও দুই মেয়ের। ঘটনাকে কেঃদ্র করে চাঞ্চল্য দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারে। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মন্দিরবাজার বিধানসভার কামারপাড়ায় একটি মাটির বাড়িতে থাকে কর্মকার পরিবার। বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমোতে যান তাঁরা। মাঝরাতে আচমকা দুর্ঘটনা ঘটে। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে বাড়ির দেওয়াল। শব্দ পেয়ে প্রতিবেশীরা ছুটে যান। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ ও স্থানীয়দের তৎপরতায় ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধার করা হয় তিনজনকে। নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা মা ও তাঁর দুই মেয়েকে মৃত ঘোষণা করেন।

শ্রীরামপুরে ট্রাফিক কনস্টেবলকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে গেল যাত্রীবাহী গাড়ি

বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর,৫ সেপ্টেম্বর ঃ ট্রাফিক কনস্টেবলকে ধাক্কা মেরে যাত্রীবাহী গাড়ির পালিয়ে যাওয়ার এই গোটা ঘটনাটি রাস্তার ধারে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। রাস্তায় গার্ডরেল দেওয়া। তার পাশে দাঁড়িয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চলা গাড়িকে থামতে বলছেন ট্রাফিক কনস্টেবল। কিন্তু ট্রাফিক বিধি মেনে গাড়ির গতি ধীর করা তো দূরের কথা, উল্টে কর্তব্যরত ট্রাফিক কনস্টেবলকে সজোরে ধাক্কা মেরে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেল যাত্রীবাহী গাড়ি। এই ঘটনায় মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক কনস্টেবল সরোজ কুমার দাস। কনস্টেবলকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় গাড়ি। সেই দৃশ্য দেখলে মানুষ ভয়ে শিউরে উঠতে পারে। এই ঘটনাটি ঘটে শ্রীরামপুরের পিয়ারাপুর দিল্লি রোডের উপর। কলকাতার দিক থেকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চারচাকা গাড়িটি আসছিল। তার অভিমুখ ছিল বর্ধমানের দিকে।

শুধু পাঠদান নয়, মানুষ গড়ার কারিগর হলেন শিক্ষকরাঃ সুকান্ত মজুমদার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কথায়, শুধু পাঠদান নয়, মানুষ গড়ার কারিগর হলেন শিক্ষকরা। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে ডঃ সুকান্ত মজুমদার লিখেছেন, সকলকে জানাই শিক্ষক দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা। শিক্ষক শুধু পাঠদান করেন না, তিনি মানুষ গড়ার কারিগর, সমাজের আলোকবর্তিকা। আজকের এই পবিত্র দিনে তাদের সকলের প্রতি জানাই আমার গভীর কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম। সুকান্ত মজুমদার এক্স-এ আরও লিখেছেন, মহান দার্শনিক, প্রাজ্ঞ অধ্যাপক, ভারতবর্ষের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ মহাশয়ের জন্মদিবসে জানাই হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য। তাঁর জ্ঞান ও মূল্যবোধ যুগে যুগে আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে।

পুণ্যতিথিতে মাদার টেরেসাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ, প্রার্থনার আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ মৃত্যুবার্ষিকীতে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হচ্ছে মাদার টেরেসাকে। মানব দরদী,আজীবন মানব সেবায় ব্রতী মাদার টেরেসাকে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এদিন স্মরণ করা হয়। কলকাতার মিশনারিজ অফ চ্যারিটিতে বিশেষ প্রার্থনাসভার আয়োজন করা হয়েছে। মিশনারিজ অফ চ্যারিটিতে বৃহস্পতিবার সকালে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। কলকাতার রাস্তা থেকে শুরু করে বিশ্বের হৃদয় পর্যন্ত, তিনি মানবতার প্রতি করুণা, নম্রতা ও সীমাহীন সেবার মূর্ত প্রতীক। একজন আলোকবর্তিকা, শান্তির প্রতীক, তাঁর উত্তরাধিকার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে প্রেম ও নিঃস্বার্থতার চেতনাকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

বিশ্ব নবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) জন্মদিবসে ধর্মীয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, বোদাই,৫ সেপ্টেম্বর ঃ মানবকল্যানের পথ প্রদর্শক মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর জন্মদিবসে ঈদ-এ- মিলাদুন- নবী উপলক্ষে শুক্রবার সকালে শান্তি ও সৌহার্দ বার্তা দিয়ে ব্যারাকপুর ২ ব্লকের বোদাই পানিহারা গ্রামবাসী বৃন্দ এক সুবিশাল ধর্মীয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বোদাই উত্তর দক্ষিণ পাড়া গড়পাড়া পানিহারা এলাকার পরিক্রমা করে। কয়েক হাজার উপর মানুষের শোভাযাত্রা প্রভাতী আলোড়ন ফেলে দেয় এদিন। পুলিশ প্রশাসনের নজরদারি ও ছিল জোরদার। শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন বিলকান্দা তৃণমূল কংগ্রেস লড়াকু নেতা সেখ রাজা। রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সায়ন দেব চট্টোপাধ্যায় বিশ্ব নবী দিবসে ধর্মীয় উৎসবের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান। উপস্থিত ছিলেন বিলকান্দা ১ অঞ্চল তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি তথা বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রবীর (বাবাই) দাস। আট থেকে আশি প্রত্যেকেই এই ধর্মীয় শোভাযাত্রায় মিলিত হয় এদিন। শোভাযাত্রা শেষে সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তৃণমূল যুব নেতা প্রবীর দাস জানান বিশ্ব নবী দিবসে হযরত মুহাম্মদ এর জন্মদিবসে ১৯৯৬ সাল থেকে বোদাই গ্রামবাসী বৃন্দ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে শান্তি ও সৌহার্দের বার্তা দিয়ে এই দিনে সুসজ্জিত বর্ণময় ধর্মীয় শোভাযাত্রা আয়োজন করে। মূল উদ্যোক্তা শেখ রাজা কে কৃতজ্ঞতা।

মহেন্দ্রনগরের চুরির ঘটনায় ধৃত দুই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ঘোলা থানার মহেন্দ্রনগর এলাকায় এক বাসিন্দার বাড়ির আলমারি ভেঙে আগস্ট মাসে টাকা, গয়না লুট করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনা বৃহস্পতিবার রাতে খড়দহ থানা এলাকা থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলেন, রাম সমাদ্দার এবং তপন দাস। চুরি যাওয়া সামগ্রীর মধ্যে বেশ কিছু উদ্ধার করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। অভিযোগ, ৪ আগস্ট রাতে অভিযোগকারীর বাড়িতে ঢুকে টাকা ও গয়না লুট হয়। তদন্তে নেমে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। সেই সূত্রে এক অভিযুক্ত রামের খোঁজ পায় পুলিশ। তাকে জেরা করে জানা যায়, গয়না বিক্রি করা হয়েছে ধৃত তপনের কাছে। এর পরে তপনকে গ্রেফতার করা হয়।

সাধ্যের মধ্যে সাধারণের স্ট্রোকের চিকিৎসায় বিপ্লব আনবে দেশের যন্ত্র, দাবি স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ মস্তিষ্কের বড় শিরাতে জমাট বাঁধা রক্ত অস্ত্রোপচারে এবার ব্যবহৃত হবে দেশের তৈরি ' দিল্লি এইমস-সহ দেশের মোট আটটি হাসপাতালে স্ট্রোকের চিকিৎসায় ওই যন্ত্রের পরীক্ষামূলক প্রয়োগের পরে তা ব্যবহারে ছাড়পত্র দিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই জানালেন 'ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল'-এ অংশ নেওয়া একবালপুরের এক বেসরকারি হাসপাতালের স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞরা। প্রায় বছরখানেক ধরে ওই পরীক্ষামূলক প্রয়োগে দেশের পূর্বাঞ্চলে একমাত্র অংশ নিয়েছিল কলকাতার সিএমআরআই হাসপাতাল। সেখানকার স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দীপ দাস জানান, মস্তিষ্কের ভিতরের বড় শিরাতে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে স্ট্রোকে আক্রান্ত হন রোগী। সাধারণত এক চতুর্থাংশ ক্ষেত্রে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়। আর, তিন চতুর্থাংশ ক্ষেত্রে রোগী জীবিত থাকলেও জটিল পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। তিনি আরও জানান, বড় শিরার ক্ষেত্রে রক্ত গলানোর (থ্রম্বলাইসিস) ওষুধে কাজ হয় না। তখন মেকানিক্যাল থ্রম্বেক্টমি করতে হয়। ডাঃ দীপ দাস বলেন, অস্ত্রোপচারে বিদেশি যে স্টেন্ট রিট্রিভার-ডিভাইস ব্যবহার করা হয়, তার দাম প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। দেশীয় যন্ত্রটিতে আমজনতার উপকার হবে। তিনি এও বলেন, প্রায় বছরখানেক যাব ৮টি হাসপাতালের মোট ৪২ জন রোগীর অস্ত্রোপচারে ওই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। যন্ত্রটির কার্যকারীতা ও সুরক্ষা বিষয়ক রিপোর্ট খতিয়ে দেখেছে কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ কমিটি। তারপরেই বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের ছাড়পত্র মিলছে। ডাঃ দীপ দাস বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, উক্ত প্রক্রিয়ায় নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অব নিউরোলজির প্রফেসর বিমান কান্তি রায়। পাশাপাশি গ্র্যাভিটি ইন্টারন্যাশনাল এর মুখ্য

কার্যনির্বাহী আধিকারিক ডঃ শাশ্বত দেশাই এর বড় ভূমিকা ছিল তৃণমূল স্তরে ট্রায়ালের ক্ষেত্রে। জানা যাচ্ছে, পরীক্ষামূলক প্রয়োগের জন্য যন্ত্রটি বিদেশে তৈরি হলেও, আগামী দু'মাসের মধ্যে ওই প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশীয় সংস্থা সেটি তৈরির কাজ শুরু করবে। তাতে দেশীয় বাজারে প্রায় ৫০ শতাংশ কম দামে যন্ত্রটি মিলবে।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে ভিড় চোখে পড়ার মতন জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের সমস্ত বুথের মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অতীতের তিন বিধানসভা নির্বাচনে গ্রামবাংলা থেকে ভরপুর ভালোবাসা পেয়েছেন তিনি। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে এই পদক্ষেপ মমতার ' বলে দাবি রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের। কারণ এই প্রকল্পের মাধ্যমে এক দিকে যেমন স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব, অন্য দিকে রাজনৈতিক ভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রকল্পের কথা সামনে রেখে তৃণমূল স্তরে গিয়ে জনসংযোগ করতে পারবে। যার ফল দেখা যেতে পারে ভোটবাক্সে। আর এই কর্মসূচিতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর এক নম্বর ব্লকের শ্রীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে আমাদের পা।। আমাদের সমাধান কর্মসূচি পালন

করা হয় উওরপাড়া নিজ এলাকার সদভাব কমিউনিটি হলে।এদিনের আমাদের পা।। আমাদের সমাধান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর এক নম্বর ব্লকের জয়েঃট বিডিও নিমাই বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্যা বন্দনা লস্কর, জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির বন ভূমির কর্মাধ্যক্ষ শুকুর আলী মোল্লা,শ্রীপুর অঞ্চলের কনভেনার বাবু গাজী, শ্রীপুর পঞ্চায়েতের প্রধান বেগম মেহেরুনাসা মোল্লা, শফিক মোল্লা সহ আরো অনেকে।এদিন শ্রীপুর পঞ্চায়েতের ৬৬,৭৪ ও ৭৫ নং বুথের মানুষের সমস্যা লিপিবদ্ধ করা হয় এই শিবিরের মধ্যে দিয়ে।

প্রকাশ্য দিবালোকে এক ধান ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা ছিনতাই করে পালালো দুষ্কৃতীরা

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর, ৫ সেপ্টেম্বর বারুইপুরে এক ধান ব্যবসায়ীর ১২ লক্ষ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ালো। দুই সঙ্গীকে নিয়ে সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা নিয়ে বুধবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেন ভাঙড়ের ধান ব্যবসায়ী শাহাবুদ্দিন মোল্লা। ক্ষিদে পেয়ে যাওয়ায় বারুইপুর ক্যানিং রোডের ছয়ানি এলাকায় খাবার খেতে দাঁড়িয়েছিলেন। মোটর বাইক দাঁড় করিয়ে হোটেলের দিকে এগোতেই হঠাৎ সেখানে হাজির হয় দুই দুষ্কৃতী। ব্যবসায়ীর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ নিয়ে তারা টানাটানি শুরু করে। তাদের কাছে বন্দুক রয়েছে,এই দাবি করে শাহাবুদ্দিনকে ভয়ও দেখায়। এর পরে টাকা ভর্তি সেই ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়।আর এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারুইপুর থানার পুলিশ। একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে গোটা ঘটনায়।জানা গিয়েছে, বুধবার দুই সঙ্গীর সঙ্গে ব্যবসার টাকা নিয়ে মোটরবাইকে চেপে যাচ্ছিলেন শাহাবুদ্দিন। বুধবার বিকেলে বারুইপুর-ক্যানিং রোডের ছয়ানি এলাকায় বাইক থামিয়ে হোটেলে খাবার জন্য ঢুকছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন আরও দুই সঙ্গী। সেই সময়ে হঠাৎ দুই দুষ্কৃতী এসে ব্যবসায়ীর কাঁধে ঝোলানো কালো ব্যাগ ধরে টানাটানি শুরু করে। শাহাবুদ্দিন বাধা দিতেই তারা চিৎকার করলে আরও চার দুষ্কৃতী এসে ঐ ব্যবসায়ীকে ঘিরে ধরে মারধর শুরু করে।আর এই ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে পড়েন আশপাশের লোকজন। ব্যবসীর দুই সঙ্গী ভয়ে পালিয়ে যান। ওই ব্যবসায়ীকে ঘিরে ধরে ছয় দুষ্কৃতী। বেধড়ক মারধরের পর তাঁর কাছ থেকে কালো ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় তারা।ওই ব্যাগে প্রায় সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা ছিল। শাহাবুদ্দিন ওই টাকা বিভিন্ন চাষির কাছ থেকে ধান কেনার জন্য বারুইপুরে এসেছিলেন।আর দিনে দুপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় এই ছিনতাইয়ের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে ওই ব্যবসায়ী। বুধবার রাতেই বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।আর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকি পাঁচজনের খোঁজে চালানো হচ্ছে তল্লাশি। দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৫ বারের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত সরখেলের অন্তিমযাত্রায় মিলে গেল সবাই

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ জয়নগর মজিলপুর পৌর এলাকার উন্নয়নের কারিগর প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত সরখেলের জীবনাবসান ঘটলো বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়।এলাকায় শোকের ছায়া।দীর্ঘ দিন বার্ধক্য জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন প্রশান্ত সরখেল।বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ জয়নগররাধাবল্লভ তলার নিজ বাসভবনে তাঁর মৃত্যু ঘটলো।মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।তিনি জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৫ বারের কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৮১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত টানা কুড়ি বছর ও ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ৫ বছর মোট ২৫ বছর জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা চেয়ারম্যান ও সাতবারের কংগ্রেসের কাউন্সিলার ছিলেন। তিনি সামলেছিলেন কংগ্রেসের একাধিক পদ।কলকাতার মহাজাতি সদনে কর্মজীবনের পাশাপাশি কংগ্রেস ঘরনার রাজনীতি সামলেছেন। জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র সহ বহু নামী দামি ব্যক্তিত্বদের সাথে তার নিবি। সম্পর্ক ছিলো। তার হাত ধরে জয়নগর মজিলপুর টাউন এলাকার একাধিক অফিস,ব্যাংক এলআইসি অফিস, শিবনাথ শাস্ত্রী সদন,আমন্ত্রণ কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে। তার হাত ধরে পৌরসভা সহ একাধিক সরকারি জায়গায় বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। পৌর এলাকার একাধিক উন্নয়ন মূলক কাজে তার অবদানঅনেক। যেকোনো প্রয়োজনে সবার পাশে থেকেছেন সবার প্রিয় এই গোপাল সরখেল। শুক্রবার সকালে তার বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক। এদিন সকালে তাঁর মরদেহ নিয়ে শববাহী শকটে অন্তিম যাত্রায় পা মেলালেন ছোট থেকে বড় সব ধরনের মানুষ। এ দিন তার মরদেহ তাঁর রাধাবল্লভ তলার বাড়ি থেকে বের হয়ে রাধাবল্লভের মন্দির হয়ে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার,ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল সহ একাধিক কাউন্সিলার, পৌর কর্মী,সাধারণ মানুষ,চিকিৎসক সহ সর্বস্তরের মানুষ। এর পরে মরদেহ জাতীয় কংগ্রেসের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মাল্যদান করেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তপন মন্ডল, সুজিত পাটোয়ারী,শেফালি চক্রবর্তী,তারিক আনোয়ার, প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা প্রশান্ত সরখেলের ভাইপো সুজিত সরখেল সহ বহু কংগ্রেস নেতৃত্ব সহ সাধারণ মানুষ।এখান থেকে মরদেহ জয়নগর উওর পাড়ায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত ক্লাব হয়ে যোগী মিত্র শ্মশান ঘাটে গিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।এদিন যোগী মিত্র শ্মশান ঘাটে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে আসেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ চ্যাটার্জি সহ আরো অনেকে। এদিন শোকস্তব্ধ অবস্থায় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন,আমরা একজন ভালো মানুষকে হারালাম। রাজনীতির পাশাপাশি তিনি সাধারণ মানুষের পাশে থেকে তাদের সমস্যা সমাধানে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর এই মৃত্যুতে অপূরনীয় ক্ষতি হয়ে গেল। তার আত্মার শান্তি কামনা করি। এদিন শোকস্তব্ধ হয়ে জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন,আমরা অভিভাবকহীন হয়ে গেলাম। তিনি একজন কংগ্রেসের নেতা হয়েও সমাজের সবার পাশে থেকেছেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি প্রখর রোদ উপেক্ষা করে আমার হয়ে প্রচার করেছিলেন। তার অবদান কখনো ভুলবো না।

ভিআইপি বাজারের কাছে ট্যাক্সি-বাইকের সংঘর্ষ

দুরন্তবার্তা,কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার রাতে তিলজলা থানার ভিআইপি বাজারের কাছে ট্যাক্সি এবং মোটরবাইকের সংঘর্ষে জখম হয়েছেন এক মহিলা-সহ দুই বাইক আরোহী।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জখম বাইকচালকের নাম দীপক ময়রা। পিছনে বসে থাকা জখম মহিলার নাম পায়েল সরকার। জখম দু'জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসার পরে দীপককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পায়েল ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ট্যাক্সিটি আটক করলেও চালক পলাতক।

উত্তর পঞ্চান্নগ্রামে উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ রাস্তা থেকে উদ্ধার হল এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে তিলজলা থানার ইএম বাইপাসে উত্তর পঞ্চান্নগ্রামে ওই ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, কোনও গাড়ি ওই ব্যক্তিকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে গিয়েছে। উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃত যুবকের বয়স আনুমানিক ৩০-৩৫ বছর। তাঁর নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

ঠিকাদারকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ রাতে খাওয়াদাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা, ঠিকাদারকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ তিন শ্রমিকের বিরুদ্ধে। ডোমজুড়ের বানিয়ারার ঘটনায় আটক ২। খাওয়াদাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসার জেরে ঠিকাদারকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল শ্রমিকদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন ওই ঠিকাদার। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে জখম ঠিকাদারের নাম মবিরুল শেখ। তিনি মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে হাড়ার ডোমজুড় থানা এলাকার বানিয়ারায়। এই ঘটনায় পুলিশ ২ জনকে আটক করেছে। ঠিকাদারের এক আত্মীয় জানান, তিন শ্রমিক একইসাথে থাকতেন। রাতে খাওয়া নিয়ে গন্ডগোলে মবিরুলকে বেধড়ক মারধর করেন শ্রমিকেরা। তাঁকে কলকাতায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত শ্রমিকেরা বিহারের পাকুরের বাসিন্দা। কাজের জন্য বিহারের বাসিন্দা ওই তিন শ্রমিককে নিয়ে আসেন মুর্শিদাবাদের এই ঠিকাদার।ডোমজুড়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার রাতে ওই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় পুলিশ ২ জনকে আটক করেছে। আরেক অভিযুক্ত পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নির্দিষ্ট ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

'শিক্ষকদের আগেকার দিনের মত এখন আর সেই সম্মান নেই'

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ শিক্ষক দিবসে হুগলির উত্তরপাড়ার গর্ব গেম টিচার অলোক বাবু তিনি সারাদিন ভোরবেলা থেকে রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করেন তিনি বর্তমানে কলকাতার একটি স্কুলের গেম টিচার এবং সেইসঙ্গে ক্যারাম অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এর ২৯ ইঞ্চি বোর্ড কোচ এবং শিক্ষক। তিনি স্কুলে খেলাধুলার উপর ক্লাস নেন তিনি অনেক ছাত্র-ছাত্রী তৈরি করেছেন সেই জন্য তাকে প্রথম ২০০5 সালে ক্যারাম এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল তাকে ডেকে নিয়ে বাংলা দলের কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয় । তিনি শিক্ষকও বটে তিনি বহু ছাত্র-ছাত্রী ক্যারাম খেলায় তৈরি করেছেন তার ছাত্র-ছাত্রীরা ন্যাশনালে অংশ নিয়ে কেউ বাংলার হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কেউ রানার্স হয়েছে কেউ দ্বিতীয় চতুর্থ হয়েছে, এরকম নজির বহু আছে তিনি একটি ক্যারাম একাডেমী খুলেছেন সেখানে অনেক ছাত্রছাত্রী এসে এই শিক্ষকের কাছে খেলা শেখে ও রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছে। স্কুলেও তিনি খেলাধুলোর উপর অনেক ছাত্রছাত্রী তৈরি করেছেন তাদের শেখাচ্ছেন শিক্ষক দিবসে অলক বাবুকে তার ছাত্র-ছাত্রীরা সম্বর্ধনা দিল। অলোক বাবু জানালেন খুব ভালো লাগছে। ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধুলা শিখে বিশেষ করে ক্যারাম খেলায় নাম উজ্জ্বল করেছে বাংলার কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে আগের দিনের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের খুব সম্মান করতো ।

ভারতের অর্থনীতিতে পাট শিল্পের গুরুত্ব উল্লেখ কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী গিরিরাজ সিং শুক্রবার কলকাতার ভারতীয় পাট শিল্প গবেষণা সংস্থায় (ইজিরা) এক সভায় ভাষণ দেন। সেখানে তিনি ভারতের অর্থনীতিতে পাট শিল্পের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এই শিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে উদ্ভাবনের গুরুত্বের কথা বলেন। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)। পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, মন্ত্রী প্রতিষ্ঠানটির তৈরি নতুন ও আরও দক্ষ যন্ত্রের নমুনা পরিদর্শন করেন এবং পাট আঁশের মান নির্ধারণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ভিত্তিক শিল্প মডেলের চলমান কাজের খোঁজ নেন। তিনি বলেন, এই ধরনের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি মানের মাপকাঠির উন্নয়নে, চাষীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে এবং বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পাট ভারতের অন্যতম প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক তন্তু বা আঁশ, যা মূলত পূর্ব ভারতে চাষ হয় । পাট তৈরির প্রক্রিয়ায় কয়েকটি ধাপ রয়েছে - জাগ দেওয়া, আঁশ বের করা, সুতো তৈরি ও বুনন। জাগ দেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রচুর জলের প্রয়োজন এখনও একটি প্রধান সমস্যা। অন্যদিকে সুতো কাটা ও প্রস্তুতির অনেক যন্ত্রই পুরনো এবং স্বাভাবিক ভাবেই খরচ সাপেক্ষ। এই সীমাবদ্ধতাগুলি উপাদনশীলতা কমায় এবং চাষীদের আগ্রহ সীমিত রাখে। কম জলে জাগ দেওয়া এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক আঁশের মান নির্ধারণের মতো নতুন প্রযুক্তি এই সমস্যাগুলি লাঘব করবে, ভাল মানের আঁশ দেবে এবং আমদানি করা যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীলতা কমাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইজিরার বিজ্ঞানীরা গিরিরাজ সিংকে জানান যে দুটি উন্নত যন্ত্রের অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং চীনা যন্ত্রের ওপর ভারতের নির্ভরশীলতা কমছে। তিনি বলেন, বিনিযগেকারীদের লাভের চিন্তা যেকোনো নতুন প্রযুক্তির মূলে থাকবে। তিনি এছাড়াও যন্ত্র নির্মাণে উদ্ভাবনের প্রযোজনীযতার কথা বলেন, যেমন খরচ কমাতে লোহার বদলে কার্বন ফাইবার ব্যবহার। তিনি সরকারের এক মিল এক গ্রাম উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন, যা পাট প্রক্রিযাকরণকে কেঃদ্র করে গ্রামীণ জীবিকা গড়ে তোলার লক্ষ্য রাখে। মন্ত্রী বলেন, ভারত যদি সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ করতে চায় তাহলে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক তন্তুর উল্লেখযোগ্য উন্নতি দরকার। পাটের সঙ্গে অন্যান্য কাপড়ের মিশ্রণ ফ্যাশনের ক্ষেত্রে এর চাহিদা বাড়াতে পারে এবং রপ্তানি বর্তমানের ৪,০০০ কোটি টাকার চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে। গিরিরাজ সিং বাঁশ ও শীশামের মতো সহযোগী কৃষির গবেষণার কথাও তুলে ধরেন। বাঁশের প্রথম ফসল আসতে চার বছর লাগলেও এর পর প্রতি এক থেকে দু'বছরে ফসল কাটা যায়। আরও সুবিধা হল ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণ এবং মিশ্র চাষ ব্যবস্থায় সহায়তা। মন্ত্রী কলকাতার প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকে স্বীকৃতি দেন। ইজিরা, কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী আঁশ গবেষণা ইনস্টিটিউট (ক্রিজাফ, এবং জাতীয় প্রাকৃতিক তাঁত প্রকৌশল ও প্রযুক্তি সংস্থার (নিনফেট) মত সংস্থাগুলি চাষী, শিল্প ও নীতি নির্ধারকদের মধ্যে সেতুর কাজ করে। তিনি বলেন, বিশ্বের বৃহত্তম পাট উপাদক হিসেবে ভারতের রয়েছে প্রাকৃতিক আঁশ প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা। সুস্থায়ী উদ্ভাবন ও বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে উচ্চতর বৃদ্ধি এবং আশাপ্রদ আন্তর্জাতিক উপস্থিতি সম্ভব হবে বলে তিনি আস্থা ব্যক্ত করেন।

ভিদুলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN :L24239WB1980PLCO32554

নিবন্ধিত অফিসঃ ৭ই নীলাম্বর বিল্ডিং, ২৮বি, শেক্সপিয়ার সরণি,কলকাতা -৭০০০১৭

ফোনঃ ০৩৩-২২৮৭ ৫০৭৩ ২২৪০ ৩৩০৬

ই-মেইলঃ companysecretary@groupmanjushree.com

ওয়েবসাইটঃ www.vcmil.com

চুয়াল্লিশতম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **ভিদুলা কেমিক্যালস অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (কোম্পানি)** এর সদস্যদের ৪৪তম (৪৪তম) বার্ষিক সাধারণ সভা **(এজিএম) ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টা (১এসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (*&[®¡&³) সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা যায়।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০১ এবং ধারা ১৩৬, এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ('এমসিএ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) এর সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ প্রেরণ সম্পন্ন করেছে, শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি ডিপোজিটরি রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে নিবন্ধিত। বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে বিজ্ঞপ্তির প্রকৃত অনুলিপি উপলব্ধ করা হবে। যে সদস্যরা একই অনুরোধ করতে পারেন। ২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.vcmil.com, দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং CDSL এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এ পাওয়া যাবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত এবং সেবি(তালিকাবদ্ধকরণ ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধি, ২০১৫ এর নিয়ম ৪৪ এবং ইন্ডিয়ার ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ কর্তৃক জারি করা সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস অন জেনারেল মিটিং (SS-২) অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের ভৌত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে, কাট-অফ তারিখ অর্থা মঙ্গলবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তে তাদের ভোট প্রয়োগ করার জন্য। বার্ষিক সাধারণ সভা। ভিসিওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদানের যোগ্য হবেন। এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিংই-ভোটিং এর জন্য নির্দেশাবলী এজিএমের নোটিশে দেওয়া আছে।

রিমোট ই-ভোটিং এর সময়কাল ২৬শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ শুক্রবার (সকাল ৯.০০ টা) থেকে সোমবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০ টা) পর্যন্ত শুরু হবে। এরপর ভোটদানের জন্য সিডিএসএল কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর আগে সিদ্ধান্তগুলিতে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট প্রদানকারী সদস্যরা এজিএমে যোগদানঅংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে এজিএমে পুনরায় ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন না। সভার নোটিশ প্রেরণের পরে এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ মঙ্গলবার তারিখে শেয়ারধারী যে কোনও ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য হন।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, helpdesk.evoting@cdslindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। বার্ষিক সাধারণ সভার আগে এবং বার্ষিক সাধারণ সভার সময় দূরবর্তী ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রস্তাবগুলি বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখে গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে যদি প্রস্তাবগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট প্রাপ্তি সাপেক্ষে। কমল কুমার শর্মা (সিপি নং ৪০৫৭), প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি, ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তির দুই কার্যদিবসের মধ্যে কোম্পানি ই-ভোটিং এর ফলাফল ঘোষণা করবে এবং স্ক্রুটিনাইজারের প্রতিবেদন সহ এই ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.vcmil.com, CDSL এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com এ পোস্ট করা হবে এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডে জমা দেওয়া হবে।

যেসব সদস্যদের আগে বা পরে সহায়তার প্রয়োজন AGM চলাকালীন CDSL-এর সাথে helpdesk.evoting@cdslindia.com ইমেল ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন অথবা টোলফ্রি নম্বর ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

যেসব সদস্য ই-মেইল পাননি অথবা যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত নয়, তাদের তাদের ই-মেইল ঠিকানা তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাদের সাথে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বজায় রেখেছেন। যেসব সদস্যদের বাস্তব আকারে শেয়ার রয়েছে তাদের RTA-তে nichetechpl@nichetechpl.com ইমেল ঠিকানায় নিবন্ধনআপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, নিম্নলিখিত (i) সদস্য(দের নাম), ঠিকানা, ফোলিও নম্বর, ই-মেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র (ii) শেয়ার সার্টিফিকেটের (উভয় পক্ষের) স্ক্যান করা কপি (iii) AGM-এর নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন পেতে এবং ই-ভোটিং-এর জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে PAN কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি।

ভিদুলা কেমিক্যালস অ্যান্ডম্যানুফ্যাকচারিং
ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
স্বত্বাধিকার-কেশব ছেত্রী
পরিচালক
DIN : 02177646

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৫.৯.২০২৫

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ২৭৬ সংখ্যা, শনিবার, ২০ ভাদ্র, ১৪৩২

বেলুড়ে সুভাষচন্দ্র

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রায় সব লীলাপার্ষদরা তখন ইহধাম ত্যাগ করেছেন। শুধু স্বামী অভেদানন্দজী বেঁচে আছেন এবং কলকাতায় রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে অবস্থান করছেন। তিনি তখন এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ। আবার সে সময় দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে অবস্থান করলেও, দুজনেই ছিলেন শীর্ষপদে আসীন। একজন ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের দিশারী, আর একজন রাজনৈতিক জগতের বরেণ্য দেশসেবক। উদ্দেশ্য- মানবকল্যাণ। 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'- এই মন্ত্রে উভয়ের জীবন উৎসর্গীকৃত। তাই তাঁদের মিলন ছিল অবধারিত। স্বামী অভেদানন্দজি তখন অসুস্থ। চিকিৎসকের কড়া নির্দেশ, সিঁড়ি ভেঙে ওঠানামা চলবে না। তাই তিনি আশ্রমের দোতলার ঘরেই বিশ্রাম করেন। একদিন তিনি সেবক সন্ন্যাসীকে বললেন, দেখ, ,দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। খবরটা পৌঁছে দিতে পারো? খবরটি সুভাষচন্দ্রের কাছে যেতেই তিনি জানালেন , তিনি অবশ্যই আসবেন, মহারাজকে দর্শন করতে ও আশীর্বাদ নিতে। এ সংবাদ শুনে অভেদানন্দজি আনন্দে আত্মহারা হলেন। প্রতিক্ষণ তাঁর মন অপেক্ষা করতে লাগল প্রিয় দেশসেবকের জন্য। অবশেষে রাত প্রায় আটটার সময় ধুতি-পাঞ্জাবিপরা এক ভদ্রলোক মঠে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখেই অভেদানন্দজি আবেগভরে বলে উঠলেন, সুভাষ! এসো, তোমাকে আলিঙ্গন করি। কীভাবে চিনলেন, আগে কখনো দেখা না হওয়া সত্ত্বেও, তা এক রহস্য। তবে মুহূর্তটা ছিল অলৌকিক। দুই মহামানবের মিলন যেন স্বর্গীয় দৃশ্য। প্রত্যক্ষদর্শীরা আজও স্মৃতিতে তা ধরে রেখেছেন। দুজনের নয়নযুগল থেকে স্নেহ, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার অমৃতধারা ঝরে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, এ সম্পর্ক যেন জন্ম জন্মান্তরের। আলোচনার মাঝে অভেদানন্দজি সুভাষচন্দ্রকে প্রশ্ন করলেন,সুভাষ, ভারতের স্বাধীনতা কবে ফিরে আসবে? দেশপ্রেমে উদ্বেলিত সুভাষচন্দ্র উত্তর দিলেন, ভারত স্বাধীন হবেই। এই আশ্বাসে অভেদানন্দজি উল্লসিত হয়ে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন, বিজয়ী হও। তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকুক। সময় পেলে আবার এসো। সুভাষবাবু বিনীতভাবে মহারাজের চরণে প্রণাম ক'রে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন। এরপর দীর্ঘক্ষণ দেশের নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনাও হলো। সবশেষে মহারাজ আনন্দে জয়ধ্বনি দিলেন, জয় রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু কী জয়! তুমি রাষ্ট্রপতি হয়েছো, তোমাকে দেখবার ইচ্ছে ছিল, তাই আজ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। তুমি বাংলার গৌরব, সমগ্র ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছো। আলাপের শেষে মহারাজ উপদেশ দিলেন, চেষ্টা করো যাতে দেশের মানুষের মধ্যে সত্যিকারের ঐক্য আসে। বিদায়ের পরও মহারাজ সুভাষের কথা ভেবে বিভোর হয়ে রইলেন। সেবককে বললেন, দেখলে, সুভাষবাবুর সহাস্যবদন? মুখে হাসি, কিন্তু ভিতরে কেমন গম্ভীর, শান্ত! ভেতরে ত্যাগের ভাব আছে, সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করে।

বাঙালি দার্শনিক

এম এ ক্লাসের পরীক্ষা দিতে বসে এক সমস্যা হল ছাত্রটির। সেইদিন ছাত্রটির প্রিয় বিষয় দর্শনের পরীক্ষা। সব প্রশ্নের উত্তরই জানা। কিন্তু প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই তিন ঘন্টা সময় চলে গেল। বাড়িতে ফিরে মন খারাপ। ভাবলেন বাকি পরীক্ষা আর দেবেন না। পরিবারের লোকেরা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে বাকি পরীক্ষা দিলেন। ফল বেরোতে দেখা গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করছে সেই ছাত্রটিকে। শোনা যায়, ব্রজেন্দ্রনাথের সেই উত্তরপত্রে পরীক্ষকেরা মন্তব্য করেছিলেন, ''ওই একটি উত্তরকেই মৌলিক গবেষণা হিসেবে গণ্য করা যায়।'' সেনেটে এ নিয়ে জরুরি সভা বসেছিল। কী করা যায় ! সিদ্ধান্ত হয়েছিল, একটা প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা নম্বর পাবেন, বাকি অলিখিত প্রশ্নের জন্য তার শতাংশের হারে নম্বর ধরে দেওয়া হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে এমন সিদ্ধান্ত সেই প্রথম ও শেষ। তিনিই একমাত্র ছাত্র যিনি ওই বছর দর্শনে প্রথম শ্রেণিতে পাস করেছিলেন। একবার কলকাতা থেকে মুম্বই যাচ্ছেন বিখ্যত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড থম্পসন। ইতিহাস নিয়েই শুরু কথাবার্তা। কিন্তু খানিক দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান। ভূ-ভারতে যতগুলি বিদ্যার শাখা আছে, তা সবই উঠে আসতে থাকল আলাপে। ঠিক আলাপ নয়, একতরফা বাঙালি ভদ্রলোকটিই বলে চলেছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড শুধুই শ্রোতা। মুম্বই স্টেশনটাও যেন কেমন তাড়াতাড়ি চলে এল। নামার সময় থম্পসন বলে গেলেন, ''আপনার নাম জানতে চাইছি না। ভারতবর্ষে একজনই আছেন, যাঁর প্রজ্ঞা এমন প্রসারিত। আমি নিশ্চিত, আপনিই সেই ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।'' 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়' তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, ''তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত লোক বহু শত বৎসর ভারতবর্ষে জন্মে নাই এবং শীঘ্রই যে জন্মিবে তাহাও আমার মনে হয় না'' 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' জানিয়েছিলেন, ''সক্রেটিস বংশের শেষ কুলপ্রদীপ'' 'চলন্ত বিশ্বকোষ'-এর মত বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন 'বিনয় সরকার'। ব্রজেন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ' লিখেছিলেন, 'সর্ববিদ্যাবিশারদ' বলিয়া আখ্যা যদি কাহাকেও নিঃসংশয়ে দেওয়া যায় তবে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ তাহার উপযুক্ততম পাত্র। ১৯৩৫ সালে তিনি ৭২ বছর বয়সে পদার্পণ করলে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে। এ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'আচার্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সুহৃদবরেষু' শীর্ষক এক প্রশস্তিবাণী প্রেরণ করেছিলেন। কবিগুরু সেই প্রশস্তিবাণীতে লিখেছিলেন, ''জ্ঞানের দুর্গম উর্ধ্বে উঠেছে সমুচ্চ মহিমায় যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায় সাধনা-শিখরশ্রেণী'' প্যাট্রিক বলেন,''Seal was the greatest brain functioning in this planet''।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিড়জেকে শক্তিশালী করতে হবে। দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশের উন্নতি হবে।

দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন,শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। ভগবান ভগবান করলে হবে। কাজ করতে হবে। কাজের মধ্যে দিয়েই ভগবানের সাধনা করতে হবে। কাজকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের শরীরটাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পিতামাতাকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। নিজের পরিবারকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না।

প্রাকৃতিক পরিবেশকে সুস্থ রাখতে গেলে অতি অবশ্যই দরকার নদীকে রক্ষা করা

বিশেষ প্রতিবেদক

নদী বাঁচাও, জীবন বাঁচাওঃ এক ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমরা। নদী শুধু কোনো জলস্রোত নয়, বরং সভ্যতার প্রাণ। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত, মানব বসতি, কৃষি, শিল্প এবং সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে নদীর তীরকে কেন্দ্র করে। নদীর জলনদী বাঁচাও, জীবন বাঁচাও এক ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমরা।

নদী শুধু কোনো জলস্রোত নয়, বরং সভ্যতার প্রাণ। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত, মানব বসতি, কৃষি, শিল্প এবং সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে নদীর তীরকে কেন্দ্র করে। নদীর জল শুধু জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য নয়, এটি আমাদের অর্থনীতি, পরিবেশ এবং ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই সভ্যতার ধাত্রী আজ গভীর সংকটের মুখোমুখি। দূষণ, দখল, অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বহুবিধ আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে প্রতিটি নদী। একবিংশ শতকে এসে আমরা এক ভয়াবহ বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়েছি;নদীর মৃত্যু আমাদের নিজেদের মৃত্যুরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। নদী ধ্বংসের মূল কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হলো অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ন। শহর এবং শিল্পাঞ্চলগুলির বর্জ্য পদার্থ সরাসরি নদীতে ফেলা হচ্ছে, যার ফলে নদীর জল বিষাক্ত হয়ে উঠছে। রাসায়নিক বর্জ্য, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য কঠিন আবর্জনা নদীর বাস্তুতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দিচ্ছে। মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী মারা যাচ্ছে, যা শুধু পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করছে না, বরং বহু মানুষের জীবিকাও কেড়ে নিচ্ছে। কলকাতা, ঢাকা বা অন্যান্য বড় শহরের পাশের নদীগুলোর দিকে তাকালে এই ভয়ঙ্কর চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একসময়ের খরস্রোতা নদীগুলি এখন আবর্জনার ভাগাড় এবং বিষাক্ত জলের নর্দমায় পরিণত হয়েছে। দূষণের এই প্রক্রিয়াটি নিরন্তর এবং এর ফলে নদীর স্বকীয়তা এবং প্রাকৃতিক জীবন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

দূষণের পাশাপাশি নদী দখল একটি বড় সমস্যা। ভূমি দস্যুরা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে নদীর তীর দখল করছে। অবৈধ নির্মাণ, শিল্প কারখানা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য নদীর গতিপথকে সংকীর্ণ করা হচ্ছে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে বর্ষাকালে নদীর জল ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়, যা বন্যা এবং প্লাবনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একই সাথে, নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে নৌচলাচল ব্যাহত হচ্ছে এবং নদীর নাব্যতা কমে যাচ্ছে। এই দখল প্রক্রিয়াটি নদীর স্বাস্থ্যকে সরাসরি প্রভাবিত করছে এবং এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পরিবেশ এবং মানুষের জীবনে মারাত্মক আকার ধারণ করছে।

জলবায়ু পরিবর্তন নদীর উপর আরেকটি মারাত্মক আঘাত। তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বৃষ্টির ধরনে অস্বাভাবিক পরিবর্তন নদীর জলের পরিমাণ এবং প্রবাহকে প্রভাবিত

করছে। কোনো কোনো অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে বন্যা হচ্ছে, আবার কোনো কোনো অঞ্চলে খরার কারণে নদী শুকিয়ে যাচ্ছে। হিমালয়ের হিমবাহগুলি দ্রুত গলে যাচ্ছে, যা প্রাথমিকভাবে নদীর জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করলেও দীর্ঘমেয়াদে নদীর উৎসকে শুকিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করছে। নদী অববাহিকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাওয়ায় ভূগর্ভস্থ জলের স্তরও নিচে নেমে যাচ্ছে, যা কৃষি কাজ এবং পানীয় জলের সংকট সৃষ্টি করছে। প্রকৃতির এই পরিবর্তনগুলি নদীর জীবনচক্রকে ব্যাহত করছে এবং এর ফলে জলসম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে।

নদী ধ্বংসের এই চিত্র শুধু পরিবেশ গত সমস্যা নয়, এটি একটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংকটও। হাজার হাজার মানুষ নদীর উপর নির্ভরশীল। মৎস্যজীবীরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন, কৃষকরা নদীর জল ব্যবহার করে ফসল ফলায়, এবং বহু ক্ষুদ্র শিল্প নদীর জলের উপর নির্ভরশীল। নদীর মৃত্যুর সাথে সাথে এই সমস্ত পেশা এবং জীবনযাত্রা হুমকির মুখে পড়েছে। নদীর স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে তা আমাদের স্বাস্থ্যকেও প্রভাবিত করে। দূষিত জল ব্যবহার করলে মানুষ বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন, জলবাহিত রোগ এবং চর্মরোগে আক্রান্ত হতে পারে। অর্থনৈতিকভাবে, নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ায় পরিবহন খরচ বাড়ছে এবং শিল্পে জল ব্যবহারের জন্য নতুন খরচ যোগ হচ্ছে। এই সংকট একটি চক্রের মতো, যা পরিবেশ, সমাজ এবং অর্থনীতিকে একত্রে ধ্বংস করে চলেছে।

এই ধ্বংসের প্রক্রিয়াকে থামানো এবং নদীকে আবার জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য একটি সমন্বিত এবং বহুমুখী পদক্ষেপ জরুরি। প্রথমত, কঠোর আইন প্রণয়ন এবং তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। শিল্প-কারখানাগুলিকে বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট স্থাপন করতে বাধ্য করতে হবে এবং যারা দূষণের নিয়ম মানবে না, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। নদী দখল রোধ করার জন্য সরকারকে আরও সক্রিয় হতে হবে এবং অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মানুষকে বোঝাতে হবে যে নদী তাদের নিজেদের জীবনের অংশ এবং এটিকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাদেরই। প্লাস্টিক বর্জ্য এবং অন্যান্য আবর্জনা নদীতে ফেলা থেকে বিরত থাকার জন্য সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে। স্কুল-কলেজে নদীর গুরুত্ব এবং সংরক্ষণের বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা উচিত, যাতে নতুন প্রজন্ম সচেতন হতে পারে।

তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে নদী ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করতে হবে। ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা এবং নদীর গতিপথকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বৃষ্টিপাতের জল সংরক্ষণ এবং ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে উন্নত করার জন্য নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি ব্যবহার করে কৃষিকাজ এবং শিল্প উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে হবে, যা নদীর উপর চাপ কমাতে সাহায্য করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করার জন্য আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি।

নদীকে বাঁচানো কোনো একটি সরকারের বা একটি সংগঠনের কাজ নয়, এটি সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দাবি করে। যদি আমরা এখনই এই বিষয়ে সচেতন না হই, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি মৃত নদী এবং একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত পরিবেশের মুখোমুখি হতে হবে। নদীকে বাঁচানোর লড়াই আসলে নিজেদেরকে বাঁচানোরই লড়াই। এই লড়াইয়ে আমাদের সবাইকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে। নদী বাঁচলে সভ্যতা বাঁচবে। শুধু জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য নয়, এটি আমাদের অর্থনীতি, পরিবেশ এবং ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই সভ্যতার ধাত্রী আজ গভীর সংকটের মুখোমুখি। দূষণ, দখল, অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বহুবিধ আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে প্রতিটি নদী। একবিংশ শতকে এসে আমরা এক ভয়াবহ বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়েছি;নদীর মৃত্যু আমাদের নিজেদের মৃত্যুরই ইঙ্গিত দিচ্ছে। নদী ধ্বংসের মূল কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হলো অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ন। শহর এবং শিল্পাঞ্চলগুলির বর্জ্য পদার্থ সরাসরি নদীতে ফেলা হচ্ছে, যার ফলে নদীর জল বিষাক্ত হয়ে উঠছে। রাসায়নিক বর্জ্য, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য কঠিন আবর্জনা নদীর বাস্তুতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে দিচ্ছে। মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী মারা যাচ্ছে, যা শুধু পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করছে না, বরং বহু মানুষের জীবিকাও কেড়ে নিচ্ছে। কলকাতা, ঢাকা বা অন্যান্য বড় শহরের পাশের নদীগুলোর দিকে তাকালে এই ভয়ঙ্কর চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একসময়ের খরস্রোতা নদীগুলি এখন আবর্জনার ভাগাড় এবং বিষাক্ত জলের নর্দমায় পরিণত হয়েছে। দূষণের এই প্রক্রিয়াটি নিরন্তর এবং এর ফলে নদীর স্বকীয়তা হারাচ্ছে।

পাঠকদের কলমে

মন্দিরময় বাংলা

চন্দ্রাণী পাল, কৃষ্ণনগর

কালী মন্দির কৃষ্ণনগর। কৃষ্ণনগরে আনন্দময়ী কালীতলায় রয়েছে, মা আনন্দময়ী মন্দির। মন্দিরের একটু দূরেই রয়েছে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজবাড়ী। মা আনন্দ বইয়ের নামেই এই জায়গাটার নাম আনন্দময়ী তলা। কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে অটো বা টোটো করে এখানে আসা যায়।

এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন মহারাজের কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রপৌত্র মহারাজ গিরিশচন্দ্র (রাজত্বকাল ১৮০২ থেকে ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ) ১৭২৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে।

মন্দির প্রাঙ্গণে বাঁদিকে একটি বেদির ওপর রয়েছে গিরিশচন্দ্রের আবক্ষ মূর্তি এবং একটি মার্বেলের ফলক যেখানে তিনিই যে মন্দির প্রতিষ্ঠাতা এবং তার রাজত্বকালে উল্লেখ রয়েছে।

মন্দিরের মূল গেট দিয়ে প্রবেশ করলেই চোখে পড়বে মাঝারি আকারের মন্দির প্রাঙ্গণ। পুরো মন্দির প্রাঙ্গণটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। সোজা চোখ পড়বে মন্দিরের দিকে, মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। সামান্য উঁচু বেদির ওপর পাঁচখিলানযুক্ত মন্দির। খিলানে রয়েছে সুন্দর পঙ্খের কাজ। ছাদ সমতল। ছাদের উপর রয়েছে বর্গাকার চার চালা শৈলীর শিখর। মন্দিরের সামনে পাঁচ খিলানের দুপাশের দুটি খিলান বন্ধ। মাঝে তিনটি খিলান দিয়ে যাতায়াত করা যায়। খিলানের পর অলিন্দ তারপর গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহে পঞ্চমুন্ডির আসনের ওপরে মায়ের মূর্তি। পাথরের বেদীর উপরে পূর্ব পশ্চিমে শায়িত মহাদেব। শ্বেত পাথরে নির্মিত মহাদেবের বুকের উপরে পদ্মাসনে উপবিষ্টা কষ্টিপাথরের নির্মিত মায়ের চতুর্ভুজা মূর্তি। মূর্তির উচ্চতা প্রায় সাড়ে তিন ফুট। মায়ের পাশে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের কাল ভৈরবের মূর্তি। আগে আগে মা নিরাবরণ ছিলেন, পরবর্তীকালে মাকে বসন পরানো হয়েছিল।

মন্দিরের মূল গেট দিয়ে ঢুকলেই ডান হাতে একটু উঁচুবেদির ওপর চারচালা শিখরযুক্ত দুটি মন্দির রয়েছে। একটি মন্দিরে রয়েছে শিবলিঙ্গ। আনন্দময় শিব। আর একটি মন্দিরে রয়েছে ছোট্ট একটা সিংহাসনে, একটা ছোট দেবী মূর্তি। বুঝতে পারলাম না কার মূর্তি। ওই সামান্য ক্ষণের দেখায় তেমন কিছু নজরে পড়ল না যা দেখে চিহ্নিত করা যায়, যে দেবী মূর্তিটি কার। এর পাশেই হলুদ কালো ডোরাকাটা পোশাক পরিহিত খুব সম্ভবত পঞ্চানন্দের মূর্তি।

মন্দিরের সেবায়েত হিসেবে নাম আছে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশধর সৌমিশ চন্দ্র রায়ের।

শোনা যায় স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে মহারাজা গিরিশচন্দ্র এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ছিলেন তন্ত্র সাধক। এবং এও শোনা যায় যে আজ যেখানে মূর্তিটি রয়েছে সেখানেই একটি কালো কষ্টিপাথর পাওয়া গিয়েছিল। সেই কষ্টি পাথর থেকেই মায়ের মূর্তিটি নির্মাণ করা হয়েছে। পদ্মাসনে উপবিষ্টা মায়ের মূর্তির সাথে নবদ্বীপের পোড়ামা তলায় মা ভবতারিণী মূর্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

মন্দিরে নিত্য পুজো ও নিত্য ভোগ দেয়া হয়ে থাকে। মায়ের ভোগে মাছ দেবার রীতি আছে। এই মন্দিরে বলি হত তবে বহুবছর হলো সেই বলি প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে।

আমরা যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন ছিল শনিবার, তাই মন্দিরে ভক্তদের পুজো দেবার একটু ভিড় থাকায়, মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে কোনো রকম কোনো কথা বলা সম্ভব হয়নি। মন্দিরটি শুধুমাত্র চোখের দেখা দেখে এবং স্থানীয় মানুষ জনদের সঙ্গে কথা বলে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে আর ছবি তুলেই আমাদের বিদায় নিতে হয়েছিল। এমনকি শুনেছিলাম মন্দিরের গর্ভগৃহে একটা ছোট কালী মূর্তি রয়েছে। কিন্তু ভক্তদের ভিড় টপকে সে কালীমূর্তি ছবি নেওয়া সম্ভব হয়নি।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরমন্দির: শ্রী কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরটিও শ্রী বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দিরের মত, উঁচু ভিতের ওপর ত্রিখিলান বিশিষ্ট আটচালা শৈলীর পূবমুখী মন্দির। এই মন্দিরেও এক সময়ে টেরাকোটার অলংকরণে সমৃদ্ধ ছিলো। কালের প্রকোপে সবই প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। এখন শুধুমাত্র কয়েক জায়গায় তার স্মৃতিচিহ্ন রয়ে গেছে। যেমন ছাদের বাঁকানো কার্নিশের নীচে, স্তম্ভে, খিলানগুলির ওপর ও ধার বরাবর। খিলান দিয়ে প্রবেশ করলেই লম্বা টানা বারান্দা। বারান্দার টেরাকোটার কাজ চুনের প্রলেপে চাপা পড়ে গেছে। মন্দিরের শীর্ষে তিনটি আমলক স্তূপিকা দেখা যায়। গর্ভগৃহে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও শ্রী রাধিকার বিগ্রহ। (১৭৪০ - ১৭৬০) নবম দণ্ডী স্বামী পীতাম্বরানন্দের সময়কালে এই মন্দিরটি স্থাপিত হয়। কথিত আছে, শান্তিপুরের মধ্যম গোস্বামী বাড়ির রঘুনন্দন গোস্বামী, দণ্ডী মধুসূদনের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। সেই সময় দণ্ডী মধুসূদনের কাছে দুটি কৃষ্ণমূর্তি ছিলো। অধ্যয়ন সমাপ্ত হলে তিনি দণ্ডী মধুসূদনের কাছে একটি কৃষ্ণমূর্তি প্রার্থনা করেন।

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রভাব বাংলায়

বিশেষ প্রতিবেদক

পূর্ব বর্ধমানের কালনা শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে বৈদ্যপুরের কথা আমরা জানতে পারি মনসামঙ্গল কাব্যে। গাঙুর আর বেহুলা নদীর সলগ্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছিলো একটি ছোট গ্রাম বৈদ্যপুর। পূর্ব বর্ধমানের এই অঞ্চলটি সেসময় ছিলো অজ পাড়া গাঁ। তারপর গাঙ্গুর আর বেহুলা নদীর খাত দিয়ে গড়িয়ে গেছে অনেক জল। বর্তমানে এটা এখন বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। রয়েছে বেশ কিছু প্রাচীন স্থাপত্য। রয়েছে প্রাচীন মন্দির ও অট্টালিকা যা পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

তার মধ্যে এই গ্রামের প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে রয়ে গেছে জোড়া দেউল। বাংলার মন্দির গবেষণার অগ্রদূত ডেভিড ম্যাক্কাচনের মতে ১৫৯৮ সালে এই জোড়া দেউল নির্মিত হয়েছিলো। এই জোড়া দেউল এখন ভারতীয় পুরাতত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগের অধীনে।

আমরা যেদিন গিয়েছিলাম দেখলাম দেউলের সংস্কারের কাজ চলছে। তদারকিতে ভারতীয় পুরাতত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ। তবে এই দেউলকে জোড়া দেউল বললেও মন্দির বিশেষজ্ঞদের মতে বড়টি দেউল আর ছোটটি জগমোহন। দক্ষিণমুখী প্রবেশপথের ওপর প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে, যদিও তা অস্পষ্ট। ভালো করে পড়া যায় না। মন্দিরের গায়ে সুক্ষ্ম টেরাকোটার কাজ রয়েছে।

এই বৈদ্যপুরের সমৃদ্ধির পেছনে রয়েছে নন্দী বংশের অবদান। মূলত তাদের জন্যই আজ বৈদ্যপুরের এত সুনাম। দলে দলে পর্যটকরা ছুটে আসেন বৈদ্যপুরে। সারা বৈদ্যপুরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাদের নানা কীর্তি, জমিদার বাড়ি, কাছারি বাড়ি, বৈঠকখানা বাড়ি, পুজো বাড়ি এবং নানা মন্দির।

শোনা যায় ১১৭২ বঙ্গাব্দে বর্তমান হালিশহরের নিকটস্থ কেউটা গ্রাম থেকে পর্তুগীজ বম্বেটেদের অত্যাচারে ওখান থেকে চলে এসে প্রথমে মণ্ডলাই গ্রামে বাস করে পাণ্ডুয়ার কাছে জামগ্রামে চলে আসেন। তাদেরই বংশের একটা শাখা এই বৈদ্যপুরে বসবাস শুরু করেন। তার নাম ছিলো হারাধন নন্দী। এই হারাধন নন্দী আশ্রয় পান এক ব্যবসায়ীর পরিবারে। তাদের ছিলো মশলার ব্যবসা। তিনি সেই মশলার ব্যবসায়ে যোগ দেন। ব্যবসায়ী হারাধনের পরিশ্রম, উদ্যম আর বুদ্ধিমত্তা দেখে তাকে আলাদা

ভাবে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেন। আলাদাভাবে ব্যবসা করতে গিয়ে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায় হারাধন নন্দীর। ক্রমশ তার ব্যবসা বিস্তার লাভ করতে থাকে। তিনি মশলা ছাড়াও নুন, মুগ, মুশুর ও ছোলার ডালের ব্যবসায়ে মনো নিবেশ করেন।

হারাধন নন্দীর পর, দুর্লভলাল নন্দী, ভগীরথ নন্দী ও শিশুরাম নন্দীর আমলে নন্দী বংশের আর্থিক উন্নতি আরও বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী কালে তারা মালদাতেও জমিদারি কেনেন। একটা সময়ে বর্ধমানের মহারাজাদের কাছ থেকে নন্দীরা চৌধুরী উপাধি পেয়েছিলেন।

তাদের ব্যবসার গদী ছিল বর্ধমানের কালনা, বড়বাজারের পোস্তায় এবং বেলেঘাটার খালপোলে। আজকের সল্টলেক, রাজারহাট, চন্দননগর ও শ্যামনগরেও ছিল। তাদের জমিদারী। এখানে একটা কথা উল্লেখ করলে বুঝতে সুবিধে হবে যে, রাজারহাটের অন্তর্গত কেষ্টপুরের বারোয়ারিতলায় যে প্রাচীন রাজরাজেশ্বরী মন্দির আছে তা এই নন্দী বংশেরই তৈরি। মন্দিরের সামনেই আছে এক মজে যাওয়া পুকুর। আগে নানা কাজে এই পুকুরের জলই ব্যবহৃত হতো। শোনা যায় নন্দী বংশের তিন কৃতি পুরুষ হারাধন নন্দী, দুর্লভলাল নন্দী এবং ঠাকুরদাস নন্দী সুদৃশ্য পুজোবাড়ি নির্মান করেন। এবং পুজো বাড়ি লাগোয়া, পেছনের দিকে নন্দী বংশের কুলদেবতা শিলারূপী রাজরাজেশ্বরের মন্দির নির্মান করেন। এই রাজরাজেশ্বরকে নিয়ে একটা গল্প বেশ চালু আছে। শোনা যায় গুরুদেবের কাছ থেকে স্বপ্নাদেশ পেয়ে নন্দী বংশের আর এক কৃতি পুরুষ শিশুরাম নন্দীর স্ত্রী দ্রোপদী দেবী এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে শিলারূপী রাজরাজেশ্বরকে নিয়ে এসে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর থেকে আজও রাজ রাজেশ্বরের নিত্যপুজো হয়ে আসছে।

নন্দীদের পুজোবাড়ি দেখলে মুগ্ধ হতে হয়। প্রবেশদ্বারের ওপরেই আছে গণেশের মূর্তি। প্রবেশপথের দুপাশে ওপরের দিকে দুটো সিংহমূর্তি। গেট দিয়ে ঢুকতেই ওপর থেকে ঝুলছে ভারি ঘন্টা। শোনা যায় ১৮৩৩- ৩৫ সালের মধ্যে এই পুজো বাড়ি নির্মান করা হয়েছিল। এই পুজো বাড়িতেই নন্দীদের দুর্গাপুজো, কালীপুজো, লক্ষ্মীপুজো, সরস্বতী পুজো, জন্মাষ্টমী, স্নানযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এইজন্য বেশ কিছু সম্পত্তি দেবোত্তর করা রয়েছে।

পুজো বাড়ির উল্টো দিকেই দোতলা নহবতখানা। শুধু পুজো বাড়িই নয় নহবতখানারও নিয়মিত সংস্কার যে করা হয় তা বোঝা যায়। পুজোবাড়ীর কাছেই একটা ছোট প্রাঙ্গণে দুর্দান্ত স্থাপত্যশৈলীর নজরকাড়া এক রাস মঞ্চ (১৮৩৬ সাল) আর তার বিপরীতে রয়েছে উড়িষ্যা রীতিতে তৈরি ছোট দোলমঞ্চ।

রাসমঞ্চের কাছেই আছে একটি পুরনো শিব মন্দির। আর রাস্তার উল্টো দিকে একতলা দালান রীতিতে নির্মিত জগদ্ধাত্রী মন্দির। এরপর পাশের গলিপথে ঢুকে দেখলাম বাঁদিকে পাঁচিল ঘেরা সিংহদুয়ার(প্রবেশপথের বড় কাঠের দরজার দুপাশে ওপরের দিকে রয়েছে দুটি সিংহ মূর্তি) বিশিষ্ট বৃন্দাবন চন্দ্রের মন্দির। দরজা বন্ধ থাকায় সরাসরি মন্দিরে ঢোকা গেলো না। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করলাম, কিন্তু ঘুরপথে। মন্দিরের গর্ভগৃহের দরজা খোলার বন্দোবস্ত করতে পারিনি। গর্ভ গৃহে কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ বিগ্রহ আর অষ্টধাতুর রাধার বিগ্রহ নিত্য পূজিত হয়। তিন ফুট উঁচু ভিতের ওপর মন্দিরটি নবরত্ন শৈলীতে নির্মিত এবং উচ্চতা ৫০ ফুট। সামনে রয়েছে নাট মন্দির। কথিত আছে শিশুরাম নন্দীর তিন পুত্রের উদ্যোগে ১৮৪৫ সালে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়।

এই মন্দিরের কাছেই আছে এক দালান রীতির জীর্ণ শিব মন্দির। প্রবেশপথের ওপরে প্রতিষ্ঠালিপি থাকলেও তা চট করে পড়া যায় না। পাশেই গাঘেঁষা দোতলা সংকীর্ণ নহবতখানা। পাশেই দুর্গাদালান।

'দৃষ্টিকোন'

বাংলা সাহিত্যে ঘনাদা

ঢাকায় মেডিক্যাল কলেজে চেয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে । কিন্তু সেখানে প্রথম তালিকায় নাম উঠল না । ভর্তি হলেন ঢাকারই জগন্নাথ কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে । মাঝে মাঝে ছুটি পেলেই ফিরে আসতেন কলকাতায় । উঠতেন পুরোনো মেসে । সেইরকমই একবার মেসে এসে উঠলেন । পুরোনো জিনিসপত্র ঘাঁটতে গিয়ে পেলেন এক পোস্টকার্ড । সেটি তিনি পড়লেন । চিঠিতে এক গ্রাম্য বধূ আঁকাবাঁকা হাতের লেখায় শহরে কাজ করতে আসা তার স্বামীকে পরিবারের অভাব

অভিযোগের কথা বলেছেন আর বলেছেন স্বামীকে রোজ দেখতে না পাওয়ার আক্ষেপের কথা । চিঠিটি পড়ে তিনি একটু থম কালেন । কাগজ কলম নিয়ে তখনই বসে পড়লেন। লিখে ফেললেন দুটি গল্প, 'শুধু কেরাণী' আর 'গোপনচারিণী'। পরদিন সকালে ভবানীপুর পোস্ট অফিসে গেলেন আর সেই দুটি গল্প পাঠিয়ে দিলেন প্রবাসী পত্রিকার ঠিকানায় । তারপর ঢাকায় ফিরে গেলেন । প্রায় কয়েকমাস ধরে প্রবাসী পত্রিকা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন । না তার গল্প প্রকাশিত হয়নি । একদিন তিনি ডাইনিং হলে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। এক বন্ধু তাঁকে জানাল এইবারের প্রবাসী পত্রিকায় একটা গল্প প্রকাশিত হয়েছে, লেখকের নাম আর তোমার নাম একই। তিনি যা বোঝার বুঝে ফেলেছেন। সাথে সাথে জোগাড় করলেন এইবারের প্রবাসী পত্রিকা। দেখলেন তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়েছে।

জন্ম হুগলির কোন্নগরে । উচ্চবিত্ত পরিবার । ঠাকুরদা শ্রীনাথ মিত্রর বন্ধু ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী ।

বাবা জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র ব্রিটিশ রেল কোম্পানির অ্যাকাউন্ট্যান্ট । মা সুহাসিনী উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে রেলেরই ডাক্তার রাধারমণ ঘোষের একমাত্র মেয়ে । কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র জড়িয়ে পড়লেন অন্য সম্পর্কে । বিয়েও করলেন আবার। সুহাসিনী দেবী তার ছেলেকে নিয়ে চলে গেলেন উত্তর প্রদেশ । আশ্রয় নিলেন বাবার কাছে। ঠিকানা হল মির্জাপুরের রেল হাসপাতালের কোয়ার্টার। সেখানেই বড় হতে লাগলেন তিনি। বন্ধু ছিলেন লজ্জু আর মুরাদ। একবার তিনজনে খেলতে গেলেন। খেলতে গিয়ে তাঁর জামা ছিঁড়ে যায়।

মা জানলে বকবে। কি বলবে মা কে? লজ্জু বলে দিল উপায়- এক দুর্ধর্ষ ডাকাত তাদের ধরেছিল, তাতেই নাকি এই দশা। লজ্জুই প্রথমবার তাঁকে শিখিয়েছিল গল্প বানিয়ে বলতে। মামাবাবু তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে অমর সৃষ্টি হতেই চলেছে।

চালু হল এসি ট্রেন, একদিকে খুশির পাশাপাশি ক্ষোভ একাধিক জায়গায়

স্বপন কুমার দাস, বনগাঁ, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ সকালের বনগাঁ লোকাল সাধারণ যাত্রীদের কাছে একপ্রকার

আতঙ্কের। জরুরী প্রয়োজনে কিংবা অফিস আদালতে যেতে বনগাঁ শিয়ালদহ শাখায় বাঁদুড় ঝোলা হয়ে যাত্রীদের যেতে দেখা যায়। দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ে গায়ের থেকে। অসহনীয় গরমে কষ্টের হাত থেকে বাঁচতে এবং শিয়ালদহ - বনগাঁ শাখায় দীর্ঘদিন ধরে দাবি ছিল এসি ট্রেন চালুর। ঘটলো দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো বনগাঁ - শিয়ালদহ শাখায় এসি লোকাল ট্রেন পরিষেবা। এবার থেকে এসি ট্রেনে চড়ে মহানগরী কলকাতায় পৌঁছাতে পারবেন বনগাঁ শাখার যাত্রীরা। রেল সূত্রে জানা গেছে, এই ট্রেনটি প্রথমে রানাঘাট থেকে বনগাঁ স্টেশনে আসবে। তারপর বনগাঁ থেকে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। শুক্রবার সকাল ৭টা বেজে ১১ মিনিটে রানাঘাট স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে নতুন এসি ট্রেনটি। সকাল সাতটা বেজে ৪৪ মিনিটে বনগাঁ স্টেশনে পৌঁছায় এবং ৭ঃ৫৫ মিনিটে বনগাঁ থেকে রওনা হয় শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে। ঠাকুরনগর, গোবরডাঙ্গা, হাবরা, দত্তপুকুর, বারাসাত, মধ্যমগ্রাম, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, দমদম জংশন, বিধান নগর রোড স্টেশনে ট্রেনটি থামবে এবং অবশেষে আনুমানিক ৯ টা বেজে ৩৭ মিনিটে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছাবে। পুনরায় সন্ধ্যে ৬টা বেজে ১৪ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে ট্রেনটি ছেড়ে রাত ৮টা বেজে ৫ মিনিটে বনগাঁয় পৌঁছাবে এবং ৮.৪১ মিনিটে অন্তিম স্টেশন রানাঘাটে। এদিন অতি উৎসাহ নিয়ে বনগাঁ স্টেশনে এসে বহু যাত্রীরা ভিড় করেন। অনেককে দেখা যায় ট্রেনের পাশে দাঁড়িয়ে সেলফি তুলতেও। রেল পুলিশ এবং জিআরপি পুলিশের পক্ষ থেকে প্রতিটি স্টেশনে আলাদা নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রথম দিনের এসি ট্রেনের যাত্রা শুরুর জন্য। রেলের একাধিক আধিকারিকরা শিয়ালদহ বনগাঁ শাখার পূর্ব নির্ধারিত স্টপেজগুলিতে উপস্থিত ছিলেন। অত্যুসাহী যাত্রীদেরকে সূচনা দিনে এসি ট্রেনের সফরসঙ্গী হতে দেখা গেল। নিত্যযাত্রীদের কথায, সাধারণ লোকাল ট্রেনের থেকে এই ট্রেনের ভাড়া অনেকটাই বেশি। তাই ভাড়া খানিকটা কম হলে সুবিধা হয়, ভাড়া কমানোর আর্জি জানালেন নিত্যযাত্রীরা। বনগাঁর বাসিন্দা অপূর্ব বিশ্বাস এদিন এসি ট্রেনে চেপে বারাসতে গেলেন। তিনি খুশিতে ডগমগো হয়ে বলেন, বহু বছর ধরে আশা করেছিলাম এমন একটি ট্রেন চালু হোক। শিয়ালদহ রানাঘাট লোকালের পর আজ শিয়ালদহ বনগাঁ লোকাল চালু হাওয়ায় শান্তি পেলাম। তবে ট্রেনের ভাড়া সাধারণ মানুষের নাগালে হলে খুব ভালো হয়। অন্যদিকে, যে সমস্ত স্টেশনে এসি লোকাল ট্রেন দাঁড়াবে না সেই সমস্ত স্টেশনের যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বনগাঁ শাখার অশোকনগর স্টেশনে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে পোস্টার, ব্যানার হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখান বাম সমর্থকেরা। মছলন্দপুর স্টেশন থেকে যাতায়াত করেন এমন এক নিত্যযাত্রী জানান, এই শাখায় আমাদের স্টেশন থেকে দৈনিক টিকিট বিক্রির হার অন্যান্য স্টেশনের তুলনায় অনেক বেশি। একদিকে বসিরহাট অন্যদিকে তেঁতুলিয়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকার লোক এখান থেকেই কলকাতায় যান। পূর্বরেল কর্তৃপক্ষ কেন আমাদের কথা ভাবলেন না অবাক লাগছে।

ডাইনী সন্দেহে নির্মম খুন, মেমারিতে গ্রেপ্তার ৪

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থানার গৌরীপুর মধ্যমপাড়া এলাকায় ডাইনী সন্দেহে খুন হলেন এক সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধা। ঘটনায় গ্রামজুড়ে নেমে এসেছে শোক ও ক্ষোভের ছায়া। শুক্রবার সকালে গ্রামসংলগ্ন একটি জলাশয় থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় ওই বৃদ্ধার দেহ। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মৃতার নাম লক্ষ্মী হেমব্রম (৭৫)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে একাই বা।িতে বসবাস করতেন। প্রতিবেশীরা জানান, গ্রামেরই সনাতন কিস্কু নামে এক ব্যক্তি নিয়মিত তাকে দেখাশোনা করতেন। তবে গত কয়েক মাস ধরে কিছু গ্রামবাসী তাকে 'ডাইনী' বলে অপবাদ দিতে শুরু করে। শুক্রবার সকালে তার বাড়ি থেকে প্রায় ২০০ ফুট দূরে এক জলাশয়ের ধারে গলা ও ঘাড়ে ধারালো অস্ত্রের একাধিক কোপসহ তার দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে মেমারি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম - সুজন ওরফে বিমল হাঁসদা, সন্দীপ মুর্মু, বিনয় হাঁসদা এবং সেবা ওরফে শিবা হাঁসদা। এদিন ঘটনাস্থলে যান পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক ব্যানার্জী। তিনি জানান, প্রাথমিক তদন্তে আমরা মনে করছি কুসংস্কারের বশবর্তী হয়েই বৃদ্ধাকে খুন করা হয়েছে। তাঁকে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে জলাশয়ের ধারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তবে শুধুমাত্র ডাইনী সন্দেহেই খুন করা হয়েছে কি না, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া চারজনের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। তাঁদের শনিবার আদালতে পেশ করা হবে। ঘটনার সঙ্গে আর কেউ যুক্ত আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে ক্ষোভে ফুঁসছে গোটা এলাকা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এখনও অনেক গ্রামে কুসংস্কার ও ডাইনী-অভিযোগের নামে মহিলাদের উপর নৃশংস হামলা চালানো হয়। তারা দাবি তুলেছেন, প্রশাসন যেন দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেয় এবং গ্রামে গ্রামে সচেতনতা অভিযান চালায়। গ্রামজুড়ে এখন একটাই আলোচনা - কুসংস্কারের বলি হয়ে প্রাণ হারালেন এক অসহায় বৃদ্ধা।

শিয়ালদহ ডিভিসনে তিনটি ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ

পরিচালনাগত আবশ্যকতার কারণে ৩০৪১৬ শিয়ালদহ-বিবাদী বাগ লোকাল, ৩৪৪৩২ শিয়ালদহ-সোনারপুর লোকাল এবং ৩৪৫৩৮ শিয়ালদহ-ক্যানিং লোকাল ট্রেনের সময়সূচি **০৬.০৯.২০২৫ তারিখ থেকে পুনর্নির্ধারিত** হবে। পরিবর্তনগুলি নিম্নরূপঃ

স্টেশন	বর্তমান সময়সূচি		পুনর্নির্ধারিত সময়সূচি	
	ছাড়বে	পৌঁছাবে	ছাড়বে	পৌঁছাবে
৩০৪১৬ ডাউন শিয়ালদহ (দঃ)-বিবাদী বাগ				
শিয়ালদহ (দঃ) ↓	১৭.০৮	–	১৭.২০	–
বিবাদী বাগ	–	১৭.৫৮	–	১৮.১০
৩৪৪৩২ ডাউন শিয়ালদহ (দঃ)-সোনারপুর				
শিয়ালদহ (দঃ) ↓	১৭.২০	–	১৭.১৪	–
সোনারপুর	–	১৭.৪৮	–	১৭.৪২
৩৪৫৩৮ ডাউন শিয়ালদহ (দঃ)-ক্যানিং				
শিয়ালদহ (দঃ) ↓	১৭.১৪	–	১৭.০৮	–
ক্যানিং	–	১৮.৩০	–	১৮.২৪

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং. সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৫/৩১ তারিখঃ ০২.০৯.২০২৫

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক ক্লাস্টার-IV-এর অধীনে স্টেশন প্রাঙ্গণে বাণিজ্যিক প্রচার অধিকারের চুক্তি প্রদান এবং হাওড়া ডিভিশনের ক্লাস্টার-২ ও ক্লাস্টার-৩ এর অধীনে স্টেশনগুলিতে ডায়নামিক ভীম ইউপিআই কিউআর কোডের ব্যবস্থাসহ যাত্রী সংরক্ষণ ব্যবস্থা (পিআরএস) কাউন্টার ও অসংরক্ষিত টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস) কাউন্টারগুলিতে ডুয়াল ডিসপ্লে ফেয়ার রিপিটার সিস্টেম (ডিডিএফআরএস) সরবরাহ, স্থাপন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। যার বিশদ বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলঃ **ক্যাটালগ নং. পিইউবি-এইচডব্লিউএইচ-২৫-৩১; অকশনের শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৯.২০২৫ তারিখ বেলা ১২ টায়। **এসইকিউ নং.; লট নং. এবং বিবরণ** যথাক্রমে ঃ **এএ/১;** এডিভিটি- এইচডব্লুএইচ-বিপিএই-ওএসএন-২৬-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - স্টেশন প্রেমিসেসে (নন-ডিজিটাল); হাওড়া ডিভিশনে ০৩ বছরের জন্য বেগমপুর স্টেশনের স্টেশন প্রাঙ্গনে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকার প্রদর্শনের জন্য চুক্তি প্রদান। **এএ/২;** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ- এইচডব্লুএইচ-ওএসএন-১২৯-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - স্টেশন প্রেমিসেসে (নন-ডিজিটাল);হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলিতে (প্ল্যাটফর্ম ৮ থেকে ১৫) এলইডি ফ্ল্যাঞ্জের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের অধিকারের জন্য ০৩ বছরের জন্য চুক্তি প্রদান। **এবি/১;** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএইচ-৫৪-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম); হাওড়া স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় ৫০ঃ৫০ সময় ভাগ করে নেওয়ার ভিত্তিতে রেলওয়ের দ্বারা স্থাপিত ০১ (এক) টি ভিডিও ওয়ালের মাধ্যমে রেলওয়ের তথ্য এবং বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য চুক্তি প্রদান; **এবি/২;** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ-ওএইচ-৫৫-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম); হাওড়া স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় ০৩ বছরের জন্য ৫০ঃ৫০ সময় ভাগ করে নেওয়ার ভিত্তিতে রেলওয়ের দ্বারা স্থাপিত ০১ (এক) টি ভিডিও ওয়ালের মাধ্যমে রেলওয়ের তথ্য এবং বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য চুক্তি প্রদান; **এবি/৩** এডিভিটি- এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-ওএইচ-১৩১-২৪-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম); সাঁইথিয়া ও রামপুরহাট স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় ৩ বছরের জন্য ০৪ (চার) টি গ্লো বল টাওয়ার স্থাপনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচার প্রদর্শনের জন্য চুক্তি প্রদান। **এবি/৪;** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-বিএইচপি-ওএইচ-১৩২- ২৪-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম); গুসকরা, বোলপুর এবং প্রান্তিক স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় ০৩ বছরের জন্য ০৯টি গ্লো বল টাওয়ার স্থাপনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শন। **এবি/৫;** এডিভিটি-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লিউএই-ওএইচ-১৩৩-২৪-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - আউট অফ হোম); কাটোয়া, খাগড়াঘাট রোড এবং আজিমগঞ্জ জংশন স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় ০৩ বছরের জন্য ০৬টি গ্লো বল টাওয়ার স্থাপনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শন। **এসি/১;**এডিভিটি-আইএনটি- ২৬৯৩৫৩-১-২৫-১ (অ্যাডভার্টাইজিং - ট্রেনের অভ্যন্তরে); ট্রেন নং. ২২৩০৩ / ২২৩০৪ (হাওড়া-গয়া-হাওড়া) বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের কোচের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট জায়গায় ভিনাইল র‍্যাপিং-এর মাধ্যমে ০৩ বছরের জন্য বাণিজ্যিক প্রচারের প্রদর্শন।

HWH-278/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways. gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ফেক তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ আজ রাজ্য পুলিশের একটি ফেসবুক পোস্ট নজরে আসে, যেখানে এক ব্যক্তি স্কুল সার্ভিস কমিশনের আসন্ন SLST পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও তার উত্তর, পরীক্ষার দুদিন আগে পাইয়ে দেওয়ার কথা বলছে। উক্ত পোস্টটিতে ওই ব্যক্তি নিজেকে মুর্শিদাবাদের বলে দাবি করেন। বিষয়টি নজরে আসার সাথে সাথেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তদন্ত শুরু করে ও তদন্তে উঠে আসে যে ওই ব্যক্তির ঠিকানা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার অন্তর্গত মাংরুল গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং ওই ব্যক্তিটি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। আগামী ৭ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হতে চলা স্কুল সার্ভিস কমিশনের SLST পরীক্ষাকে সন্ধিহান ও কলুষিত করতে এবং সাধারণ মানুষ ও পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশাসন - সরকারি পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সন্দেহজনক করে তোলার অপচেষ্টা করার চেষ্টা করেছে। ওই ব্যক্তি কে সনাক্ত করে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ও প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে রাজ্য পুলিশের তরফে। প্রশ্ন ফাঁসের আসল ঘটনা চাপা দিতেই কি ওই ব্যক্তির সাথে কোন একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের যোগসাজস তৈরি করতে চাইছে প্রশাসন? নাকি ওই ব্যক্তি সত্যি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই পোস্ট করেছিল সেই তথ্য জানতে পারা যায় নি। তবে উনি মেদিনীপুরের বাসিন্দা হয়ে মুর্শিদাবাদ কেন লিখল সে প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সমাজ মাধ্যমে। তাই ফেক তথ্য না ছড়াতে আবেদন প্রশাসনের।

ইউটিউবারের বাড়ি ঘর ভাঙচুর দুস্কৃতিদের ঃ অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন বিধায়ক

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার রাতে পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান উত্তর বিধানভার সরাইটিকর এলাকার এক ইউটিউবারের বাড়ি ভাঙচুর চালায় কিছু অজ্ঞাতপরিচয় দুস্কৃতি। যার জেরে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। আক্রান্ত ওই ইউটিউবারের দাবী বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের ইন্ধনেই দুস্কৃতিরা তার বাড়িতে হামলা চালায়। নিজের ফেসবুক চ্যানেলে এই নিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পরে ওই ইউটিউবার। যদিও শুক্রবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে ওই ইউটিউবারের দাবী উড়িয়ে দেন বর্ধমানের দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। তার দাবী, এই ঘটনার পিছনে তার কোন 'হাত' নেই। সম্পূর্ন ঘটনাটি বর্ধমান উত্তর বিধানসভার অধীনে। সুতরাং অন্য বিধানসভা এলাকার বিষয় নিয়ে তিনি কখনও মাথা ঘামান না। তিনি ঘটনার কথা শুনে শুক্রবার সকালেই পুলিশ প্রশাসনকে এই ঘটনার তদন্ত করে এর পিছনে যারা আছে তাদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান। এর পাশাপাশি এদিন বিধায়ক খোকন

দাস ক্ষোভের সাথে জানিয়েছেন বেশ কিছু ইউটিউবার ও 'মোবাইল সাংবাদিক' অন্যজনের কাছ থেকে ইন্ধন পেয়ে তার বিরুদ্ধে একচেটিয়া খবর করে যাচ্ছে। তিনি বর্ধমানের মানুষদের জন্য যে সমস্ত জনসেবা করে আসছেন সেই বিষয়ে কিন্তু তারা মুখে কুলুপ আঁটে। এটা ঠিক নয়, সাংবাদিক কিম্বা এই ধরনের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশন করেন যারা তাদের উচিত খারাপের পাশাপাশি ভালো কাজেরও খবর করা। কিন্তু তেমনটি তারা করেন না। অথচ তার বিধানসভার প্রতিটি মামুষের পাশাপাশি সাংবাদিকদের কিছু সমস্যা হলে তাদের পাশে দাঁড়ান তিনি। তাই কোন সাংবাদিক, ইউটিউবার কিম্বা সোশ্যাল মিডিয়ার কর্মীদের বিরুদ্ধে তিনি কোনরকম কড়া পদক্ষেপ নেন না। যদিও একজন সাংবাদিক, ইউটিউবার, সোশ্যাল মিডিয়ার কর্মী কিম্বা সাধারণ মানুষ যেই হোক না কেন তাদের উপর দুস্কৃতি দ্বারা এই আক্রমন নিন্দনীয় সন্দেহ নেই। প্রশাসনের উচিত দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় নিয়ে আসা।

অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ৩ জোড়া উৎসব স্পেশাল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের

দুরন্ত বার্তা, মালিগাঁও, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ উৎসবের মরশুমে অতিরিক্ত ভিড় এবং যাত্রীদের চাহিদা পূরণ করার জন্য, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উভয়দিকে ১৩টি করে অতিরিক্ত ট্রিপের জন্য তিন জোড়া স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ট্রেনগুলি তাদের বিদ্যমান পরিষেবার দিন, সময়সূচি, গঠন এবং স্টপেজ সহ চলবে। এই ট্রেন পরিষেবাগুলির সম্প্রসারণের ফলে উক্ত রুটের অন্যান্য ট্রেনের অপেক্ষারত তালিকায় থাকা যাত্রীরাও উপকৃত হবেন। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০৯১৮৯ (মুম্বাই সেন্ট্রাল - কাটিহার) স্পেশালের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এখন ৪ অক্টোবর থেকে ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৯১৯০ (কাটিহার - মুম্বাই সেন্ট্রাল) স্পেশাল ৭ অক্টোবর থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। ট্রেন নং. ০৫৬৩৮ (শিলচর - নাহরলগুন) স্পেশালের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এখন ৬ অক্টোবর থেকে ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৫৬৩৭ (নাহরলগুন - শিলচর) স্পেশাল ৭ অক্টোবর থেকে ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। অন্য একটি ট্রেন নং. ০৫৬২৮ (আগরতলা - গুয়াহাটি) স্পেশালের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এখন ২ অক্টোবর থেকে ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। ফের যাত্রায়, ট্রেন নং. ০৫৬২৭ (গুয়াহাটি - আগরতলা) স্পেশাল ৩ অক্টোবর থেকে ২৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হচ্ছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পুলিশের সাহায্যে ১৫ বছর পর হায়দ্রাবাদ থেকে নওদায় বাড়িতে ফিরলেন যুবক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ১৫ বছর আগে পরিবারের আর্থিক হাল ফেরানোর জন্য মুর্শিদাবাদে নওদা থানার পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রামের আরও কয়েকজনের সঙ্গে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হায়দ্রাবাদ গিয়েছিলেন সেই সময় সদ্য কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেওয়া বছর উনিশের সম্রাট হালদার। কিন্তু গত প্রায় ১৫ বছর ধরে নিজের সমস্ত বৈধ পরিচয়পত্র হারিয়ে দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদে একপ্রকার বন্দি জীবন কাটিয়ে অবশেষে নওদা থানার পুলিশের সাহায্যে মুক্তির স্বাদ পেলেন সম্রাট। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্রাটের যখন উনিশ বছর বয়স সেই সময় তিনি নিজের কয়েকজন আত্মীয় এবং গ্রামের আরও কয়েকজনের সঙ্গে হায়দ্রাবাদে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করার জন্য চলে যান। সেখানকার কোনও একটি জায়গায় কিছুদিন কাজ করার পর সম্রাটের আত্মীয়রা আবার মুর্শিদাবাদ জেলায় ফিরে চলে আসেন। কিন্তু সম্রাট তাদের সঙ্গে জেলায় ফিরে না এসে অন্য একটি দলের সঙ্গে হায়দ্রাবাদেই কাজ করতে থাকেন। কিন্তু এরপরই তার জীবনে নেমে আসে আসল দুর্ভোগের ঘটনা। সেখানে কাজ করার সময় হঠাৎ একদিন সম্রাট নিজের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সহ যাবতীয় পরিচয়পত্র এবং পরিবারের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগের ফোন নম্বর হারিয়ে ফেলেন। সম্রাটের কোনও বৈধ পরিচয়পত্র না থাকায় অভিযোগ সেখানে তাকে এক প্রকার 'বন্দি' করে সপ্তাহে মাত্র ৫০০ টাকার মজুরিতে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কিছু লোকজন কাজ করতে বাধ্য করতো। শুক্রবার দুপুরে পরিবারের লোকেদের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের নওদা থানায় দাঁড়িয়ে সম্রাট বলেন, 'হায়দ্রাবাদে গিয়ে নিজের সমস্ত বৈধ পরিচয়পত্র হারিয়ে ফেলার পর আমারকে দিয়ে প্রচুর কাজ করানো হতো। সারা সপ্তাহ কাজ করে মাত্র ৫০০ টাকা মজুরি পেতাম। সেই টাকা দিয়ে আমার পক্ষে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না। এর পাশাপাশি বাড়ির সমস্ত যোগাযোগ নম্বর হারিয়ে ফেলায় আমি কাউকে ফোনে আমার দুর্দশার কথাও জানাতে পারিনি।' তিনি বলেন, 'সম্প্রতি একটি ফোন কেনার পর একজন ব্যক্তির কাছ থেকে বেশি দাম দিয়ে একটি সিম কার্ড জোগাড় করি। আমি নওদাতে যে স্কুলে পড়তাম ইন্টারনেট ঘেঁটে সেখানকার ফোন নম্বর জোগাড় করে বাড়ির লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোথাও স্কুলের নম্বর না পেয়ে অবশেষে ইন্টারনেট ঘেঁটে নওদা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের ফোন নম্বর খুঁজে পাই।' সূত্রের খবর, প্রায় ১০ দিন আগে নওদা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে ফোন করে সম্রাট নিজের জীবনের ইতিবৃত্ত খুলে বলেন এবং জানান তিনি হায়দ্রাবাদ থেকে বাড়ি ফিরে আসতে চান। এরপরই নওদা থানার পুলিশ পোস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে বছর ১৫ আগের সম্রাট হালদার নামে কোনও যুবক নিখোঁজ হয়েছেন কিনা সেই খোঁজখবর শুরু করে। তখন পুলিশ জানতে পারে পোস্ট অফিস সংলগ্ন হালদারপাড়া এলাকার বাসিন্দা কল্যাণী হালদার এবং খোকন হালদারের ছেলে সম্রাট সেই সময় নিখোঁজ হয়েছিল। তবে ওই পরিবারের তরফ থেকে পুলিশে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তার ফলে পুলিশও সম্রাটের বিষয়ে কিছুই জানতো না। তবে গ্রামে গিয়ে পুলিশ সম্রাটের খোঁজ করতেই তার মা কল্যাণী হালদার জানতে পারেন তার ছেলে বেঁচে রয়েছে এবং তিনি চমকে যান। শুক্রবার নওদা থানায় সম্রাটকে পরিবারের হাতে তুলে দেন থানার পুলিশ আধিকারিকেরা। সম্রাটকে ফিরে পেয়ে তার মা কল্যানী বলেন, 'আমার ছেলে হায়দ্রাবাদের কাজে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। তারপর ছেলে আর কোনওদিন যোগাযোগ করেনি। আমরা জানতাম না ছেলে কোথায় রয়েছে, কীভাবে রয়েছে। এখন শুনছি আমার ছেলে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে সেখানে ছিল এবং টাকার অভাবে বাড়ি ফিরতে পারেনি।' শুক্রবার নওদা নার আধিকারিকেরা সম্রাটকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। এরপর মিষ্টি মুখ করে তাকে বাড়ি পাঠানো হয়।

ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল চালু করছে রাজ্য

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার এবার ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল চালু করছে। এজন্য মোট ২১০টি ভ্রাম্যমান মেডিক্যাল ইউনিট কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩০টি ইউনিটে পোর্টেবল এক্স-রে এবং ইউএসজি সুবিধা থাকবে। প্রতিটি ইউনিটে চিকিৎসক, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও মেডিক্যাল অ্যাটেনডেন্ট থাকবেন। গাড়িগুলিতে ইসিজি, রক্ত সংগ্রহ ও পরীক্ষার সুবিধা থাকবে। প্রতিটি ইউনিটে রোগী দেখার জন্য আলাদা পরীক্ষাকক্ষ থাকবে। স্বাস্থ্য পরিবহণ শাখার ডিজাইনে তৈরি এই ইউনিটগুলিতে ফাইভ-জি সুবিধা সংযুক্ত থাকবে। ইউনিটগুলির অবস্থান ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং ডিভাইসের মাধ্যমে সরাসরি স্বাস্থ্যভবন থেকে নজরদারি করা যাবে। জঙ্গলমহল ও চা-বাগান এলাকায় প্রথম পর্যায়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রতিটি গাড়ির আনুমানিক খরচ ৪০ লক্ষ টাকা। সব মিলিয়ে প্রকল্পে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করবে রাজ্য। এই প্রকল্পে কাজ করার জন্য ১৬ হাজার টাকা বেতনে ২৩১ জন চালক এবং ১৫ হাজার টাকা বেতনে ২৩১ জন মেডিক্যাল অ্যাটেনডেন্ট নিয়োগ করবে রাজ্য। ইতিমধ্যেই এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে।

আমমোক্তার

আমার মক্কেল শ্রী জয়ন্ত ধাড়া, পিতা শ্রী সজয় ধাড়া, সাং-সলপ, ডোমজুড়, হাওড়া। উত্তরঝাঁপড়দহ মৌজায় সুকুমার ঘোষ এর ওয়ারিশান গনের থেকে অর্ঘ্য চ্যাটার্জী জমি আমমোক্তার গ্রহন করেছেন। যাহার হালদাগ নং- ১০৪৭, ১০৮১,১০৮০ ও অনান্য যাহার আমমোক্তার নং- ৬২২৪ /২১ ডোমজুড় এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্টীকৃত, বর্তমানে গোপাল সর্দার ও অন্যান্যকে বিক্রি করেছে যাহার দলিল নং- ১৮০০ / ২৩,৩১০৭/ ২৫ অন্যান্য এবং নাম খারিজের আবেদন জমা করেছেন। উল্লিখিত দাতাগনের যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এণ্ড. এল.এরও ডোমজুড় অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ীকার্য হইবে।

অনিন্দ্য ঘোষ
অ্যাডভোকেট
জাজেস কোর্ট, হাওড়া

QVC EXPORTS LIMITED

Registered Office- 770 Anandapur, South City Business Park, 6th Floor,, Room No. 611, E.M. Byepass, E.K.T, Kolkata, West Bengal, India 700107
Website: www.qvcgroup.com E-mail : accounts@qvcgroup.com
L27109WB2005PLC104672

NOTICE OF REVISED BOOK CLOSURE AND RECORD DATE INFORMATION FOR THE FINAL DIVIDEND IN 20TH ANNUAL GENERAL MEETING

In continuation to our earlier publication dated 22nd August, 2025, wherein we had announced "Record Date" and "Book Closure Dates" for the purpose of final dividend @5% (Rs.0.5 per equity share of Rs.10/-) for the Financial Year 2024-25 and 20th Annual General Meeting ('20th AGM'), we wish to further inform you that our "Record Date" has been shifted to "9th September, 2025" on account of clearing/settlement holiday declared by the Reserve Bank of India (RBI) on 8th September, 2025.

Accordingly, the revised dates with respect to the 20th Annual General Meeting (AGM) scheduled to be held on 15th September, 2025 at 04:00 P.M. (IST) are as follows:

Fields	Details
Series	Equity (EQ)
Record Date	Tuesday, 9th September, 2025
Book Closure Dates	From Wednesday, 10th September, 2025 to Monday, 15th September, 2025 (both days inclusive)
Purpose	20th AGM and Final Dividend for the Financial Year 2024-25
Corporate Action	Dividend / AGM
Dividend Per Share	Final Dividend of @5% (Rs.0.5 per equity share of Rs.10/-)
Dividend Type	Final Dividend
Dividend Payment Date	The Final Dividend, if approved by the Members at the 20th AGM scheduled to be held on Monday, 15th September, 2025, will be paid to the members within 30 days of its declaration
Dividend for Financial Year	From 1st April, 2024 to 31st March, 2025

Further, pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Record Date for determining entitlement of Members to Final Dividend for the Financial Year ended 31st March, 2025, wherever mentioned as Monday, 8th September, 2025, should be read as Tuesday, 9th September, 2025.

Please note that the "Cut-Off Date" for the purpose of determining the Members eligible to vote on the resolutions set out in the Notice of the AGM shall remain unchanged as Monday, 8th September, 2025.

For **QVC Exports Limited**
Sd/-
Khushboo Singh
Company Secretary and Compliance Officer

Date: 5th September, 2025
Place: Kolkata

জলঢাকায় তলিয়ে গেল এসএসবি জওয়ান

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ভুটান সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় নদীতে ডুবে মৃত্যু হল এসএসবি জওয়ানের। ইতিমধ্যেই তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতের নাম সমরেশ দাস। তিনি এসএসবি-র এএসআই পদমর্যাদার অফিসার ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, শুক্রবার দুপুর ১২টা নাগাদ মালবাজারের ৪৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের শিবচু ক্যাম্প থেকে এসএসবির একটি টহল দল ভুটান সীমান্ত এলাকায় নদীর উপর দিয়ে টহল দিচ্ছিল। সেই রুটিন টহলের সময়েই ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা। পাহাড়ে একটানা বৃষ্টির জেরে বিগত কয়েকদিন ধরেই উত্তাল জলঢাকা নদীও। বেড়েছে স্রোতের বেগ। এই নদীতেই পারাপারের সময় হঠাৎই উত্তাল স্রোতে ভেসে যান এএসআই সমরেশ দাস। ঘটনার পরই উদ্ধার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে এসএসবি, নাগরাকাটা ব্লকের দুর্যোগ মোকাবিলা দল, হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারাও। দীর্ঘ চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত নাগরাকাটার রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। যদিও ততক্ষণে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে। মালবাজার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেন। সমরেশের বাড়ি কোচবিহারে। তাঁর মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া পরিবারে।

সমাজ সংস্কারের শিক্ষক স্বপন বাউলকে শিক্ষক দিবসে আদর্শ শিক্ষক সম্মান

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ২০২৫ এ চারিদিকে সাড়ম্বরে জাতীয় শিক্ষক দিবস পালিত হয়ে গেলো। শিক্ষকই পারেন সুষ্ঠ সমাজ গঠন করতে এবং বিদ্যা শিক্ষা দানে শিশুদের শিশু মনের বিকাশ ঘটাতে এবং যুব সমাজকে সুষ্ঠ সমাজ গঠনে ও দেশ গড়ার কাজে তাদের মনকে জাগিয়ে তুলতে। অনেকের ধারণা শুধু মাত্র স্কুলে শিক্ষকতা করলেই তারাই নাকি আসল আদর্শ শিক্ষক। এ ধারণা একেবারেই ভুল। সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সমাজ সংস্কারের শিক্ষক রূপে পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল দির্ঘ বহু বছর ধরেই বাউল গানে সমাজকে সচেতন করে চলেছেন।এবং বাউল গানে বক্তব্যে মানুষকে শিক্ষা দিয়ে মানুষের ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তুলে সমাজ সংস্কারের শিক্ষক রূপে জন সমাজে প্রশংসা পেয়েছেন। জাতীয় শিক্ষক দিবসে গোদা পূর্ব বর্ধমানের বেঙ্গল ফেথ হাসপাতাল এস.আই. এম.এস. সচেতনতার অনুষ্ঠানের ক্যাম্পে,আদর্শ শিক্ষক সম্মান দেওয়া হলোস্বপন দত্ত বাউলকে। উত্তরীয়,পুস্প স্তবক, মানপত্র রাষ্ট্রপতির সম্মানিত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল কে তুলে দিলেন ডা,সৌমেন সিংহ রায় ও মিস্টার মিসাইল দত্ত সিনিয়ার কো অডিনেটর এস.আই.এম. এস. নার্স ও ডাক্তার বাবুদের উপস্থিতিতে এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লোয়া রামগোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফজিলা বেগম মহাশয়া। এছাড়া দির্ঘ ৪৮ বছর ধরে লেখাপড়া বিষয় নিয়ে স্বপন বাউল গৃহ শিক্ষক, মধুমিতা বিদ্যা মন্দিরের শিক্ষক এবং তার বহুমূখী প্রতিভাবান মানুষটি তার বহুমূখী প্রতিভার শিল্পকলা যেমন ছবি আঁকা,হস্ত শিল্প, তবলা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, যাদুকলা প্রভৃতি নিঃস্বার্থ ভাবে অসংখ্য গরিব, দুস্থ, অসহায় ,অনাথ ও দুস্থ প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষক রূপে জনপ্রিয়। বেঙ্গল ফেথ এর পক্ষ থেকে ডক্টর সৌমেন সিংহ রায় ও সিনিয়র কোঅডি নেটার মিসাইল দত্ত মহাশয় বলেন বাউল গানের মাধ্যমে নিঃস্বার্থ সমাজ সচেতনে আমরা মুগ্ধ।

সদ্যোজাতের দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম বর্ধমান, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার একটি জঙ্গল থেকে সদ্যোজাতের দেহ উদ্ধার। শুক্রবার সকালে আসানসোল দক্ষিণ থানার কালিপাহাড়ির কুর্তিয়া পাড়ার বাসিন্দারা জঙ্গল থেকে দুর্গন্ধ পেয়ে গিয়ে দেখেন কুকুর দেহটি টানাটানি করছে। খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দেহটি বিকৃত হয়ে গেছে। সদ্যোজাতের পরিচয় এখনও সামনে আসেনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, সদ্যোজাতকে বাইরে থেকে এনে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ডেসটিনি লজিস্টিক্স অ্যান্ড ইনফ্রা লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৬৩০৯০ডব্লু২০১১পিএলসি১৬৫৫২০
রেজি. অফিসঃ ৩৭৫, দক্ষিণদাড়ি রোড, উত্তর পরগণা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৪৮
ফোনঃ ০৩৩-৪০০৮ ৭৪৬৩ **ইমেলঃ** info@dssl.ind **ওয়েবসাইটঃ** www.destinyinfra.in

১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ডেসটিনি লজিস্টিক্স অ্যান্ড ইনফ্রা লিমিটেডের সদস্যদের ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা শনিবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে দুপুর ১:০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি')/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এসইবিআই এবং এমসিএ কর্তৃক জারি করা অন্যান্য প্রযোজ্য সার্কুলার যথাক্রমে ৫ মে, ২০২০ এবং ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের সার্কুলার নং ২০/২০২০ এবং ১০/২০২২ এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের সার্কুলার নং ০৯২০২৩ এর বিধান মেনে চলবে। সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদান এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএম-এর কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে উপস্থিতি গণনা করা হবে। প্রাসঙ্গিক সার্কুলার মেনে, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের মধ্যে রয়েছে ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ে কোম্পানির নিরীক্ষিত আর্থিক বিবৃতি, পরিচালনা পর্ষদ এবং নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন সহ অন্যান্য বিষয়গুলি কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত, যদি না কোনও সদস্য এর একটি বাস্তব অনুলিপির জন্য অনুরোধ করে থাকেন। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.destinyinfra.in, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন www.nseindia.com এবং সিডিএসএল (এজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এবং ইভোটিং সিস্টেম প্রদানকারী সংস্থা) অর্থাৎ www.evoting.cdsl.com-এও পাওয়া যাবে।

যেসব সদস্যদের শেয়ার বাস্তব আকারে রয়েছে এবং যারা কোম্পানিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন এবং/অথবা বার্ষিক সাধারণ সভার লগইন বিবরণ পেতে পারেন, যার মধ্যে রয়েছে ই-ভোটিং। ফোলিও নম্বর, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি), আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি) এর মতো প্রয়োজনীয় তথ্য কোম্পানি/মেসার্স ক্যামিও কর্পোরেট সার্ভিসেস লিমিটেড (আরটিএ)-এর ইমেল আইডি cameo@cameoindia.com-এ ইমেল করে পাঠাতে পারেন।

যারা তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন করেননি তারা অনুগ্রহ করে ডিম্যাট আকারে থাকা শেয়ারের ক্ষেত্রে ডিপি-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং বাস্তব আকারে থাকা শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট বা কোম্পানির সাথে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

এসইবিআই (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ) এর ৪২ নং প্রবিধান এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই রবিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে শনিবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল বুধবার, ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ সকাল ৯:০০টা থেকে শুরু হবে এবং শুক্রবার, ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিকাল ৫:০০টা পর্যন্ত শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির সদস্যরা, যাদের শেয়ার ভৌত আকারে বা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে রয়েছে, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এর কাট-অফ তারিখ (রেকর্ড তারিখ) অনুসারে, ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর ভোটদানের জন্য সিডিএসএল দ্বারা ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, শেয়ারহোল্ডার পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না।

এজিএম-এর আগে যারা রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারাও এজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যারা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে রেজোলিউশনে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা এজিএম-এর সময় উপলব্ধ ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন।

ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের, ফিজিক্যাল মোডে এবং যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য রিমোটলি ('রিমোট ই-ভোটিং') ভোট দেওয়ার পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিশে দেওয়া হবে। বিস্তারিত তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট www.destinyinfra.in, আরটিএ-এর ওয়েবসাইট cameo@cameoindia.com এবং সিডিএসএল-এর ইমেল আইডি www.evoting.cdsl.com-এ পাওয়া যাবে।

ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিংয়ে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি www.evoting.cdsl.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সহায়তা বিভাগের অধীনে দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন।

পরিচালনা পর্ষদের জন্য এবং পক্ষে
ডেসটিনি লজিস্টিক্স অ্যান্ড ইনফ্রা লিমিটেড
স্বা/-
রিঙ্কি সাউ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখঃ ০২.০৯.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

চাষবাস

বাড়িতে লেমনগ্রাসের চাষ করুন, চুলের যত্নে উপকার, ভুলে যাবেন কেমিক্যালে ভরা শ্যাম্পু

৫সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর আগে রূপচর্চায় কোনও ত্রুটি না রাখতে পার্লার থেকে শুরু করে ঘরোয়া টোটকা সবেতেই কমবেশি ভরসা

রাখেন অনেকেই। অনেকেই এক্ষেত্রে বেছে নেন ভেষজ নানা উপাদান। এক্ষেত্রে বেছে নিতে পারেন লেমনগ্রাস। মনে রাখবেন লেমনগ্রাস দিয়ে বানানো চা যেমন আপনার মন-মেজাজ চাঙ্গা করে দেয় তেমনই ভালো রাখে চুলের স্বাস্থ্য। কীভাবে জেনে নিন। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, লেমনগ্রাসে রয়েছে এমন কিছু উপাদান যা আপনার চুলের স্বাস্থ্য উন্নত রাখে। খুশকি নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু তাই নয় চুল প।ার সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি স্ক্যাল্পে রক্তচলাচলেও সাহায্য করে।লেমনগ্রাসে থাকা আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, ফোলেট, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি ইত্যাদি উপাদান রয়েছে ফোলেটে। লেমনগ্রাস চুলে পিএইচ ব্যালান্স বজায় রাখতে সাহায্য করে।লেমনগ্রাসে থাকা রয়েছে অ্যান্টিসেপটিক যা স্ক্যাল্পে যে কোনও ছত্রাকঘটিত আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। প্রথমে একটি পাত্রে জল গরম করে নিয়ে তাতে বেশ কয়েকটি লেমনগ্রাসের পাতা দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। এরপর আঁচ বন্ধ করে ওই পাত্রের মুখ কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। এরপর ছেঁকে নিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা রোজমেরি ওয়েল দিয়ে মিশিয়ে নিন। চাইলে এতে অ্যালোভেরা জেলও ব্যবহার করতে পারেন। শ্যাম্পু করার পর চুল ধুয়ে নিয়ে এরপর লেমনগ্রাসের জল দিয়ে চুলটা ধুয়ে নিয়ে মাথায় ম্যাসাজ করে নিন। সপ্তাহে দু'দিন এইভাবে ব্যবহার করুন লেমনগ্রাস। পুজোর আগেই মিলবে ফল।

রেশম চাষে গতি আনতে সক্রিয় বস্ত্র মন্ত্রক

রেশম চাষে মুর্শিদাবাদের কৃষকদের আগ্রহ বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদের আয়োজনে নবগ্রাম থানার সাহেব নগরে অনুষ্ঠিত হয় পলু চাষের সাধারণ সমস্যা ও ব্যবহারিক সমাধানের লক্ষ্যে এক বিশেষ শিবির। 'আমার রেশম, আমার অহঙ্কার' শীর্ষক এই অনুষ্ঠান হয়। সেখানে কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন রেশম বিজ্ঞানী ড. রাহুল কে এবং টেকনিক্যাল সহযোগী সঞ্জয়কুমার মণ্ডল। ড. রাহুল কে জানান, এখানকার রেশম চাষিরা অত্যন্ত দক্ষ এবং পারদর্শী। এঁরা প্রযুক্তিগত সাহায্য পেলেই রেশম চাষে একটা পরিবর্তন আনতে পারবেন। চাষিদের আমরা সেই সহায়তা দিতে প্রস্তুত বলেও জানিয়েছি। আগের তুলনায় নবগ্রামে রেশম চাষ বেড়েছে বলে দাবি করেন সঞ্জয়কুমার মণ্ডল।

রেশম উৎপাদনে জেলার খ্যাতি শুধুমাত্র দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তাই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুর্শিদাবাদের রেশমের গরিমা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সেই গরিমা কিছুটা ম্লান হলেও আজও জেলার রেশম শিল্প দেশ ও বিদেশের নানা মহলে প্রশংসিত হয়, সেই সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা লাভ করছে। ফলে অতীত ঐতিহ্য ফিরে পেতে ও বাণিজ্যিক প্রসার বাড়াতে তপর কেনন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র মন্ত্রক।

আলোচনার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল তুঁত চাষ পদ্ধতি, তুঁতে কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, রেশম পোকা পালন কৌশল, জীবাণুমুক্তকরণ প্রযুক্তি এবং মৌলিক রিলিং পদ্ধতি। রীতিমতো মাঠে গিয়ে হাতে কলমে রেশম চাষের আধুনিক ব্যবস্থাপনা, প্রযুক্তিগত কৌশল এবং ব্যবহারিক সমাধানের বিষয়গুলোও বোঝানো হয়।এর ফলে রেশম চাষিরা গতানুগতিক চাষের বাইরে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করবেন বলে দাবি করেছেন রেশম পর্ষদের বিশেষজ্ঞরা। স্বাভাবিকভাবে রেশম চাষে অধিক উৎপাদনশীলতা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সহায়তা করবেন বলে জানা গিয়েছে।

পাহাড়ে লাগাতার বর্ষণ, চাষিদের আশা কমবে রোগ পোকার আক্রমণ, বাড়বে উৎপাদন

লাগাতার বর্ষণে ভাসছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক এলাকা। সেই সময় কার্যত অনাবৃষ্টির পরে পর্যাপ্ত বৃষ্টি পেয়ে খুশি চা চাষি মহল। তাঁদের আশা বৃষ্টির দাপটে কমবে রোগ পোকার আক্রমণ। বাড়বে উপাদন।

ক্ষুদ্র চা চাষি সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর এবং শিলিগুড়ি মহকুমায় ৫০ হাজার ছোট চা বাগান রয়েছে। সেখানে বছরে গড়ে ১ হাজার ২৫০ মিলিয়ন কেজি কাচা চা পাতা উৎপাদন হয়। ওই সমস্ত বাগানে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। বৃষ্টি না হওয়ায় চা বাগানের বেহাল দশায় তাঁদের ভবিষ্য অনিশ্চিত হয়ে প।ছিল। তবে প্রকৃতি তাঁদের বাঁচিয়ে দিয়েছে বলে জানাচ্ছেন তাঁরা। উত্তরে বর্ষার সূচনা হয় ১০ জুন। এবার নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে ২৯ মে বর্ষা ঢুকলেও শুরুতে একটানা বৃষ্টির দেখা মেলেনি। বিক্ষিপ্তভাবে যতটুকু বৃষ্টি হয়েছিল তা যথেষ্ঠ ছিল না বলেই জানিয়েছিলেন শ্রমিকরা। তারপরই তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি থেকে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়। সেই সঙ্গে বাতাসে জলীয় বাস্পের পরিমাণ বেশি থাকায় চা বাগানে লুপার, লাল মাকড়সার তাণ্ডব বেড়েছে। রাতারাতি হেক্টরের পর হেক্টর বাগানে গাছের পাতা খেয়ে ফেলছিল পোকা। ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। ওই পরিস্থিতিতে যখন চা পাতা উৎপাদন উদ্বেগজনক ভাবে কমে যাওয়া শঙ্কা বেড়েছিল ঠিক তখন বন্ধ হয়েছে। বেকার হয়েছেন প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক। ধুকে চলছে আরও অন্তত দশটি চা বাগান। পুজোর মুখে সেগুলোর ঝাঁপ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এরই মধ্যে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের দেখা

শুরু হয়েছে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হয়। যার ফলে খুশির হাওয়া চা বলয়জুড়ে।ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনর চেয়ারম্যান রজত রায় কার্জি জানান, আবহাওয়া পরিবর্তনের জেরে উত্তরের চা শিল্পে উপাদনে ঘাটতি বেড়েই চলেছে। লোকসানের ধাক্কায় ইতিমধ্যে পাহাড়-সমতলে ১৯টি বড় চা বাগান মিলতে আশার আলো জেগেছে। নর্থ বেঙ্গল টি প্রডিউসার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি তথা দার্জিলিং পাহাড়ে কয়েকটি চা বাগান মালিক সতীশ মিত্রুকা পর্যাপ্ত বৃষ্টি নিয়ে বলেন, এটা চা শিল্পে আশীর্বাদের মতো। বৃষ্টির অভাবে এবার মরশুমের শুরু থেকে উৎপাদন মার খেয়েছে। এখন দেখা যাক কতটা ঘাটতি পূরণ হয়।

সজনে পাতায় সাজছে স্বনির্ভরতার স্বপ্ন

সজনে পাতায় সাজছে স্বনির্ভরতার স্বপ্ন! স্বপ্ন দেখাচ্ছেন এক চিকিৎসক। নাটাবাড়ি ব্লক পাবলিক হেলথ সেন্টারের সিনিয়র আয়ুর্বেদিক অফিসার বাসবকান্তি দিন্দা। আর স্বপ্ন দেখছেন আশিজন মহিলা। মঙ্গলবার কোচবিহারের বলরামপুর কৃষি প্রশিক্ষণ সেন্দারে অনুষ্ঠান করে এদের সবার হাতে ৪ হাজার সজনে গাছের চারা তুলে দেওয়া হল। ২০ বিঘা জমিতে মাথা তুলবে এই চারাগাছ।প্রথমে তুলসী দিয়ে শুরু হয়েছিল যাত্রা। 'তুলসি গ্রাম' হয়ে ওঠা ভেলাপেটা এখন গোটা দেশের কাছে প্রেরণা। তারপর ভেষজ সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আমলকী, কালমেঘ, হরীতকী, কুলেখাড়া, থানকুনি পাতার চাষ ও বিপণন শুরু। তাছাড়া ভিটামিন এ, সি ও ক্যালসিয়াম্য সমৃদ্ধ এই পাতার পুষ্টিমূল্য অত্যন্ত বেশি। নেতৃত্বে সেই বাসবকান্তি। তিনি জানালেন, মোরিঙ্গ নামে সজনে পাতার গুড়ো বিক্রি হচ্ছে বিশ্বজুড়ে। ডায়াবেটিস, রক্তচাপ, ক্যানসার রোধে এই ভেষজ দারুণ কার্যকর। ভাল চাহিদা রয়েছে। বিঘা পিছু বছরে প্রায় ২০ হাজার টাকা রোজগার।প্রকল্প রূপায়ণে জোট বেঁধেছে তিন সরকারি সংস্থা। পঞ্চায়েত দফতরের অধীনস্থ পশ্চিমবঙ্গ সামগ্রিক উন্নয়ন পর্ষদ, জেলা আয়ুশ বিভাগ, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন। তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের আটটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে এই প্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছে। যাতে ৮০ জন সদস্য রয়েছেন। এদেরই সজনে চাষের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বিঘাপিছু ২০০ টি করে গাছ লাগানো হবে। পূর্ণবয়স্ক হলে তিন মাস অন্তর গাছের পাতা তোলা যাবে। তাছাড়া সজনে ফুল ও সজনে ডাঁটারও ভাল চাহিদা রয়েছে সবজি বাজারে।

রুক্ষ জমিতে গোলাপ চাষ, উপার্জনের নয়া দিশা দেখছেন মহিলারা

বিস্তৃত রুক্ষ জমি। সেই জমি চাষের উপযোগী করা হয়েছে। সেকনে হবে সুগন্ধি ফুল। সেই ফুলের গন্ধে সুভাষিত হবে গোটা তল্লাট। সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি স্বনির্ভরতার দিশা দেখাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে শুরু হল ফুলের চাষ। বাঁকুড়ার বেলুট রসুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে বেলুট গ্রামের মা বাসন্তী মন্দির চত্বরে গোলাপ-সহ নানা প্রজাতির সুগন্ধী ফুলের চাষ শুরু হল। এই ফুল চাষ এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের আগামী দিনে নতুন আয়ের পথ দেখাবে বলে আশাবাদী প্রশাসন। বেলুট রসুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাপস বাড়ি বলেন, বেলুট গ্রামের মা বাসন্তী মন্দিরের সামনে প্রায় এক বিঘার মতো ফাঁকা জমি পড়েছিল। বহু দর্শনার্থী প্রতিদিন মন্দিরে যান। ওই জমিতে গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, সুপুরি, ডালিয়া, পাতাবাহার-সহ নানা প্রজাতির ফুল

ও ফলের গাছ লাগানো হচ্ছে। তার ফলে মন্দির এলাকার সৌন্দর্য যেমন বাড়বে তেমনই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এই ফুলের বাগান পরিচর্যা করে আগামী দিনে নতুন আয়ের দিশা পাবেন। আপাতত এক হাজার গোলাপ-সহ বিভিন্ন প্রজাতির ফুল গাছ লাগানো হয়েছে। এই বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্থানীয় একট স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছে। চাষের জন্য উন্নতমানের রাসায়নিক ও জৈব সার-সহ যাবতীয় কৃষিজাত উপকরণ কৃষকদের সরবরাহ করা হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে এই চাষ সফল হলে আরও কিছু জমিতে গোলাপ বাগান তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হবে।স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নদীতে সেচবাঁধ থেকে ফুলের বাগান সবই তৈরি হয়েছে। এতে সৌন্দর্য যেমন বাড়বে তেমনই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা নতুন আয়ের দিশা পাবেন। পঞ্চায়েতের এই কাজে আমরা খুশি। এই বাগানের দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর এক মহিলা সদস্যা বলেন, এলাকায় গাঁদা ফুলের চাষ হয়। কিন্তু এখানে গোলাপ ফুল সেভাবে চাষ হয় না। পঞ্চায়েত প্রধান তাপস বাড়ির প্রচেষ্টায় এত সুন্দর একটা বাগান তৈরি হয়েছে। গোলাপ ফুল বিক্রি করে আমাদেরও লক্ষ্মীলাভ হবে। আমরা দিনরাত পরিশ্রম করে এই বাগান সুন্দর করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। গোলাপের মিষ্টি গন্ধে মুখরিত হয়ে উঠবে বেলুট গ্রাম। ওই গ্রামের বাসন্তী মন্দির চত্বর থেকে পথচলা শুরু হল গোলাপের।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ভারতকে দায়ী করা বন্ধ করুন', ট্রাম্পকে তোপ মার্কিন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞর

৫ সেপ্টেম্বর ঃ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ভারতকে একাধিকবার দায়ী করেছেন মার্কিন প্রেসিডেঃট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তা নিয়েই এবার ট্রাম্পকে তোপ দাগলেন মার্কিন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞ অ্যাশলে জে. টেলিস। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া একটি সাক্ষাকারে তিনি বলেন, ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় জটিলতার জন্য ভারতকে এককভাবে দায়ী করা করা বন্ধ করুন। ইউক্রেনে শান্তি না ফেরার জন্য দায়ী অনেকে। শুধুমাত্র ভারত নয়। তিনি আরও বলেন, যতক্ষণ রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাঁর লক্ষ্যে অটল থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বা ট্রাম্প কেউই ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। পুতিনের অনেক বন্ধু রয়েছে, যারা তাকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বিভিন্ন রকম পরামর্শ দিচ্ছেন।

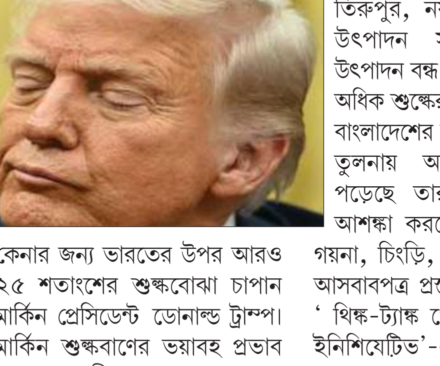

উল্লেখ্য, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি না হওয়ায় প্রথম দফায় ২৫ শতাংশ, পরে রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর আরও ২৫ শতাংশের শুল্কবোঝা চাপান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন শুল্কবাণের ভয়াবহ প্রভাব পড়েছে দেশীয় বাজারে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশের পোশাক উৎপাদন ক্ষেত্রগুলি। জানা যাচ্ছে, শুল্ককোপে দেশের একাধিক বড় শহরে বস্ত্র উৎপাদন কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান এক্সপোর্ট অর্গানাইজেশনের সভাপতি এসসি রালহান বলেন, বিপুল পরিমাণ এই শুল্ক চাপানোর জেরে তিরুপুর, নয়ডা, সুরাটের বস্ত্র উৎপাদন সংস্থাগুলি তাদের উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ অধিক শুল্কের জেরে ভিয়েতনাম, বাংলাদেশের মতো প্রতিযোগিদের তুলনায় অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে তারা। বিরাট ক্ষতির আশঙ্কা করছে মূল্যবান পাথর, গয়না, চিংড়ি, কার্পেট ও অন্যান্য আসবাবপত্র প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি। ' থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ'-এর অনুমান, ২০২৫-২৬ সালে আমেরিকায় ভারতের পণ্য রফতানি প্রায়.৪৩ শতাংশ কমে ৮৭ বিলিয়ন ডলার থেকে ৪৯.৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়াতে পারে।

পর্তুগালে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, বেলাইন হয়ে উল্টে গেল ট্রাম, মৃত ১৫

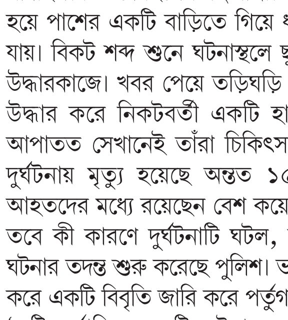

৫ সেপ্টেম্বর ঃ ভয়াবহ দুর্ঘটনা পর্তুগালের লিজবনে। লাইনচ্যুত হয়ে উলটে গেল ট্রাম। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৫ জনের। আহতের সংখ্যা ১৮। বুধবার বিকেলে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে প্রাকা দোস রেস্তোরাঁর কাছে।স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন বিকেলে রাস্তার ঢাল বেয়ে ট্রামটি নামছিল। ভিতরে ছিলেন বহু যাত্রী। সেই সময়ে আচমকা সেটি লাইনচ্যুত হয়ে পাশের একটি বাড়িতে গিয়ে ধাক্কা মারে। তারপরই ট্রামটি উলটে যায়। বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। হাত লাগান উদ্ধারকাজে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছয় পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আপাতত সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১৫ জনের। আহতের সংখ্যা ১৮। আহতদের মধ্যে রয়েছেন বেশ কয়েকজন বিদেশি নাগরিক এবং শিশু। তবে কী কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার পর শোকপ্রকাশ করে একটি বিবৃতি জারি করে পর্তুগাল সরকার। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এটি মর্মান্তিক একটি ঘটনা। বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। এই ঘটনায় গোটা দেশ হতাশ।'

ব্রহ্মসে তছনছ! সিঁদুরের মার সামলে সেই বিমানঘাঁটি সারিয়ে তুলছে পাকিস্তান

৫ সেপ্টেম্বর ঃ পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার বদলা নিতে পাকিস্তানের মাটিতে 'অপারেশন সিঁদুর' অভিযান চালিয়েছিল ভারত! সেই অভিযানে একদিকে সে দেশের মাটিতে ঢুকে একের পর এক জঙ্গিঘাঁটি গুড়িয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে পাক সেনার প্রতিরোধের জবাব দিতে পাক বায়ুসেনার অন্যতম ঘাঁটি নূর খান এয়ারবেসেও আঘাত হানে ভারতীয় সেনা। ভারতের ব্রহ্মস মিসাইলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় সেখানে। সেই তথ্য তুলে ধরেছিল ভারতীয় সেনা।

এই বিষয়ে ইসলামাবাদ স্বীকার না করলেও উপগ্রহ চিত্রের স্পষ্ট ক্ষয়ক্ষতির ছবি ধরা পড়ে। এরপর থেকেই গুরুত্বপূর্ণ এই নূর খান ঘাঁটি বন্ধ ছিল। তবে নতুন করে সেই ঘাঁটিকে সাজিয়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছে পাক সরকার । ম্যাক্সারের উপগ্রহ চিত্র সামনে এনে দাবি এনডিটিভির। পাকিস্তানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পাক ঘাঁটি এই নূর খান। এই ঘাঁটি ইলামাবাদ থেকে মাত্র ২৫ কিমি দূরেই অবস্থিত। ফলে রণকৌশলগত দিক থেকেও এই পাক বায়ুসেনা ঘাঁটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। অপারেশন সিঁদুর অভিযানে পরবর্তীতে সেই ঘাঁটিকেই টার্গেট করে ভারত। ব্যবহার করা হয় ব্রহ্মস মিসাইল। এই মিসাইলের আঘাতে ভেঙে যায় পাক বায়ুসেনার ' হামলা পরবর্তীতে যে স্যাটেলাইট ছবি সামনে আসে, তাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে নূর খান এয়ারবেসের রানওয়েতে বড় বড় গর্ত হয়ে গিয়েছে। এমনকী আশেপাশের একাধিক বাড়িতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এখানেই শেষ নয়! সেই 'গতর্ত ঢাকতে বড় বড় কাপ। দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিকে ঢেকে দেওয়া হয়। সেই ছবিও ধরা পড়ে স্যাটেলাইট ইমেজে।

সম্প্রতি স্যাটেলাইট ইমেজ পর্যালোচনা করে জিও ইন্টেলিজেন্স বিশেষজ্ঞ ডামিইন সাইমন জানিয়েছেন, গত মে মাসে নূর খান এয়ারবেসের যে জায়গাগুলিকে ভারত টার্গেট করে ভারত, সেখানে কাজ শুরু হয়েছে। ভারত বিমানঘাঁটি ছাড়াও সামরিক যানবাহন-সহ বেশ কয়েকটি ভবনকেও টার্গেট করে। ওই বিশেষজ্ঞের কথায়, প্রত্যাঘাতের কয়েকদিনের মাথাতেই সেই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ভবন ভেঙে ফেলা হয়। সেই সমস্ত জায়গায় নতুন করে কাজ শুরু হয়েছে বলে। তাঁর এহেন বক্তব্যের যুক্তি হিসাবে স্যাটেলাইট ইমেজ তুলে ধরেছেন। পাক আর্মির হেডকোয়ার্টারের নূর খান এয়ারবেস কৌশলগতভাবেও পাকিস্তানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন ছবিতে দেখা যাচ্ছে, নতুন নির্মাণ গড়ে উঠছে। তৈরি হচ্ছে দেওয়াল। যে অংশ ভারতের প্রত্যাঘাতে ভেঙে পড়েছিল, সেগুলিও আবার তৈরী করা হয়েছে।

পুতিনের সঙ্গে বৈঠকের পরই মুছে ফেলা হল কিমের ডিএনএ!

৫ সেপ্টেম্বর ঃ এসসিও বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম জং-উন। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে একফ্রেমে দেখা গিয়েছে তাঁকে। পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেছেন তিনি। কিন্তু এরপরই দেখা গিয়েছে এক আশ্চর্য দৃশ্য। কিমের ডিএনএ মুছে ফেলছেন তাঁর কর্মীরা! সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, কিমের ব্যবহৃত চেয়ারের হাতল কিংবা যে কাচের গ্লাসে তিনি জল খেয়েছিলেন সেই গ্লাস ইত্যাদি সবই মুছে ফেলা হচ্ছে। এমনকী, অন্য যেসব আসবাব স্পর্শ করেছিলেন উত্তর কোরিয়ার একনায়ক শাসক, সবই মুছে দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য, কিমের ডিএনএ চিন থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। কিন্তু কেন এরকম প্রয়াস? সেটা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, রুশ প্রতিরক্ষা দপ্তর কিংবা চিনের নজরদারি এড়াতেই এই পদক্ষেপ। এপ্রসঙ্গে বলা যায়, কিমের ক্ষেত্রেই কেবল নয়। পুতিনের ক্ষেত্রেও এমন সাবধানতা অবলম্বন করতে দেখা গিয়েছে সম্প্রতি। গত আগস্টে আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। সেই বৈঠকের পরে জানা গিয়েছে এক অদ্ভুত তথ্য। ট্রাম্পের সঙ্গে আলাস্কা শীর্ষ বৈঠকে পুতিনের দেহরক্ষীরা সঙ্গে আনেন এক বিশেষ ব্যাগ। এই ব্যাগেই ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পুতিনের 'মল'। ১৯৯৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই পুতিন এই অভ্যাস চালু রেখেছেন বলে জানাচ্ছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। তাঁর শারীরিক অবস্থার কোনও তথ্য যাতে ফাঁস না হয় সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানা যাচ্ছে। বলে রাখা ভালো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে চিনের লড়াইয়ের ৮০ বছর পূর্তিতে আয়োজিত কুচকাওয়াজের সাক্ষী থাকতে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের পাশেই দেখা গিয়েছে কিম ও পুতিনকে। এতে চটেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি সটান 'আক্রমণের তির' শানিয়েছেন জিনপিংয়ের দিকে।

লাদাখে দক্ষিণ কোরিয়ার এক পর্বতারোহীর মৃত্যু

শ্রীনগর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের লাদাখে অভিযানে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন দুই দক্ষিণ কোরিয়ার পর্বতারোহী। তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে, অপরজন গুরুতর অসুস্থ। সেনা বাহিনী উদ্ধার অভিযানে নামে। বৃহস্পতিবার রাতের অন্ধকারে সেনার হেলিকপ্টার তাঁদের উদ্ধার করে লেহ-র সোনম নরবু মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসা চললেও একজনকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। প্রসঙ্গত, লাদাখে এর আগেও বিপজ্জনক উচ্চতায় বহুবার মানবিক উদ্ধার মিশন চালিয়েছে সেনাবাহিনী। গত সপ্তাহেই প্রবল তুষারপাতের কারণে মাউন্ট নুন অভিযানে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের এক আধিকারিকের মৃত্যু হয়েছিল।

মধ্যপ্রদেশের দুই শিক্ষককে রাষ্ট্রপতির জাতীয় শিক্ষক পুরস্কারে সম্মানিত

ভোপাল, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ শিক্ষক দিবসের দিনে নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার পান মধ্যপ্রদেশের দুই শিক্ষক। ২০২৫ সালের জাতীয় শিক্ষক পুরস্কারে ভূষিত হন দমোহ জেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দেবরান তাপারিয়ায় নিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকা শীলা পাটেল এবং আগর-মালওয়া জেলার সরকারি ইপিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেরিয়া সুসনেরে নিযুক্ত মাধ্যমিক শিক্ষক ভেরুলাল ওসারা।শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এই দুই শিক্ষককে নির্বাচিত করা হয়েছে। তাঁরা শিশুদের ' খেলতে খেলতে শিখি' পদ্ধতিতে আনন্দময় শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন। একইসঙ্গে বিদ্যালয়ে পরিবেশ রক্ষায় 'ইকো ক্লাব' ও 'ক্ল্যাপ ক্লাব' গড়ে তুলেছেন। পড়াশোনায় আগ্রহ বাড়াতে পথনাটকের ব্যবহার করেছেন তাঁরা। আবার ডিজিটাল যুগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে অনলাইন নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা ছড়াতেও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশের স্কুল শিক্ষা মন্ত্রী উদয় প্রতাপ সিং নির্বাচিত দুই শিক্ষককে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের কাজ নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে, যা রাজ্যের অন্যান্য শিক্ষককেও উৎসাহিত করবে।

ছত্তিশগড়ের বাঙ্গো বাঁধের ছ'টি গেট খুলে ছাড়া হচ্ছে ৪৩,৯৮৮ কিউসেক জল

কোরবা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ছত্তিশগড়ের সবচেযে.বড় মিনীমাতা বাঙ্গো বাঁধে (হাসদেব বাঙ্গো বাঁধ) জলস্তর বেড়ে ৩৫৮.১১ মিটার ছুঁয়েছে। এর ফলে বাঁধ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ আরও বাড়ানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে গেট নম্বর ৪ ও ৮ আরও ৫০-৫০ সেন্টি মিটার খোলা হয। বর্তমানে গেট নম্বর ৫ ও ৬-কে ১.৫০ মিটার, গেট নম্বর ৪ ও ৮-কে ১.০০ মিটার, গেট নম্বর ৩-কে ০.৫০ মিটার এবং গেট নম্বর ৯-কে ০.৫০ মিটার পর্যন্ত খোলা হয়েছে।সব মিলিয়ে.এই গেটগুলির মাধ্যমে ৩৪,৯৮৮ কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। পাশাপাশি হাইড্রেল পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে আরও ৯,০০০ কিউসেক জল ছাড়া হচ্ছে। অর্থা বাঁধ থেকে মোট ৪৩,৯৮৮ কিউসেক জল এখন হাসদেব নদীতে নামছে। জল ছাড়ার আগে নীচু এলাকাগুলিতে ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি করা হয়েছে।এক কার্যনির্বাহী প্রকৌশলী জানান , বাঁধের জলস্তর নিয়মিত পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে গেট খোলার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নীচু এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পরিদর্শনে জিএম

গোরখপুর, ০৫ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক, শ্রী উদয় বোরওয়ানকর ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে গোরখপুরের মেকানিক্যাল কারখানার একটি বিস্তৃত পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে, তার সাথে ছিলেন প্রধান প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী শ্রী নরেশ কুমার, প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী শ্রী অতুল সিং, প্রধান রোলিং স্টক প্রকৌশলী শ্রী হেমন্ত কুমার, প্রধান কারখানা ব্যবস্থাপক শ্রী ধর্মেশ কুমার খারে, যান্ত্রিক বিভাগ।

Name Change

I, Piyar Ali S/o Karim residing at Vill-Herampur Natunpara, P.O. Huda Heram, P.S. Islampur, Dist. Murshidabad, WB, India do hereby solemnly affirm and declare my & my father's actual name Piyar Ali S/o Karim which is recorded in my Aadhar Card(No. 8316 0800 0070) & Ration Card (No. SPHH 0035505813) instead of Piyarul Sk S/o Karim Box which is wrongly recorded in my Voter Card (No. XYZ 2207926) vide an affidavit sworn before the Ld. J.M./J.M 1st Class at Lalbagh/S.D.E.M at Berhampore Murshidabad on dated 29/08/2025. Piyarul Sk S/o Karim Box and Piyar Ali S/o Karim all are same and one identical person.

Name Change

I, Tasmira Bibi W/o Piyar Ali residing at Vill-Herampur Natunpara, P.O. Huda Heram, P.S. Islampur, Dist. Murshidabad, WB, India do hereby solemnly affirm and declare my & my husband's actual name Tasmira Bibi W/o Piyar Ali which is recorded in my Aadhar Card(No. 9251 2336 5716) & Ration Card (No. SPHH 0035505814) instead of Nazima Bibi W/o Piyarul Sk which is wrongly recorded in my Voter Card (No. FRN 2881498) vide an affidavit sworn before the Ld. J.M./J.M 1st Class at Lalbagh/S.D.E.M at Berhampore Murshidabad on dated 29/08/2025. Nazima Bibi W/o Piyarul Sk and Tasmira Bibi W/o Piyar Ali all are same and one identical person.

Name Change

I, Rajesh Kumar Agarwal (Old Name) S/o Late Kishan Lal Agarwal residing at FE-421, Sector-III, Salt Lake City, Bidhannagar, North 24 Parganas-700106, W.B have changed and shall henceforth be known as Rajesh Agarwal (New Name) as declare before the Notary Public, Kolkata vide affidavit dated 05.09.2025. That Rajesh Kumar Agarwal and Rajesh Agarwal both are same and one identical person indicating myself only.

Name Change

I, Qamar Rizwana (Old Name), D/o Haroon Rashid & W/o Md Faiyaz resident of 116/A, Madan Mohan Burman Street, Kolkata-700007, West Bengal, have changed my name and henceforth shall be known as Qumar Rizwana (New Name) vide affidavit before The Notary Public at Kolkata on 05.09.2025. That Qamar Rizwana and Qumar Rizwana both are same and one identical person indicating myself only.

নাম পরিবর্তন

আমি Mahadev Sahoo(Old Name), ঠিকানা Vill P.O.-Dwariknagar, P.S.-Namkhana, District-South 24 Parganas, West Bengal ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট কোর্ট কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর Affidavit ‡à¹à Mahadeb Sahoo(New Name) নামে পরিচিত হলাম Affidavit No 12052 তারিখ ০৪.০৯.২০২৫। Mahadev Sahoo এবং Mahadeb Sahoo একই ব্যক্তি।

Name Change

I Aloke Kumar Mukherejee Son of Late Netai Das Mukherjee residing at 156 Bireswar chatterjee street, Flat no 204, Bally, Howrah, pin – 711201 duly affirmed Affidavit vide no 7042 on 2nd September 2025 before the Learned Executive Magistrate 2nd Court Howrah Sadar declared and confirmed that Aloke Kumar Mukherjee and Aloke Mukherjee are the same and identical person.

Name Change

I, Soham Chowdhury (Old Name), S/o Sanjay Roy Chowdhury resident of Barabari Barisha,67 Diamond Harbour Road,Sakher Bazar,Ps-Thakurpur, Kolkata-700008, West Bengal, have changed my name and henceforth shall be known as Soham Roy Chowdhury (New Name) vide affidavit before The Notary Public at Kolkata on 05.09.2025. That Soham Chowdhury and Soham Roy Chowdhury both are same and one identical person indicating myself only

প্রাকৃতিক গ্যাসে ছুটবে গাড়ি! রঘুনাথপুরে সিএনজি পরিষেবা চালু

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ প্রাকৃতিক গ্যাসে এবার ছুটবে গাড়ি

পুরুলিয়াতেও, রঘুনাথপুর শহরে এই প্রথম চালু হল 'সিএনজি পরিষেবা'। রঘুনাথপুর শহরের 'ঘোষাল অটো ফিলিং সেন্টার' পেট্রোল পাম্পে এই পরিষেবা চালু হওয়ায় শহরে পরিবহণ ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। আর এই পরিষেবার সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই শহরের রাস্তায় নামতে শুরু করেছে সিএনজি চালিত একাধিক গাড়ি। যাত্রী পরিবহণ থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত গাড়ি, নানা রকম যানবাহন এখন ধীরে ধীরে এই পরিবেশবান্ধব বিকল্পের দিকেই ঝুঁকছে। যা শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। শহরের সিএনজি চালিত গাড়ির চালকদের মধ্যে অনেকেই জানিয়েছেন, 'পেট্রোল বা ডিজেলের তুলনায় সিএনজি ব্যবহারে খরচ অনেকটাই কম। শুধু খরচ বাঁচানোই নয়, পরিবেশ রক্ষাতেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কারণ, সিএনজি চালিত গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়া তুলনামূলকভাবে অনেক কম, যা বায়ুদূষণ কমাতে সহায়ক। ফলে পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী জ্বালানি হিসেবে সিএনজির ব্যবহার দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।' যদিও রঘুনাথপুর শহরে এই প্রথমবারের মতো সিএনজি পরিষেবা চালু হওয়ায় বর্তমানে পরিষেবা প্রদানের সময়সীমা সীমিত রাখা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়েই গ্যাস ভরার সুযোগ থাকায় কিছুটা অসুবিধার মুখে পড়ছেন চালকরা। তাদের মতে, পরিষেবা প্রদানের সময়সীমা আরও কিছুটা বাড়ানো হলে তারা অনেকটাই উপকৃত হবেন এবং আরও বেশি সংখ্যক চালক সিএনজির দিকে ঝুঁকতে পারবেন। রঘুনাথপুরের ঘোষাল অটো ফিলিং সেন্টার পেট্রোল পাম্পের কর্ণধার তপন ঘোষাল জানান, 'অনেকদিন ধরেই রঘুনাথপুরবাসীর দাবি ছিল শহরে সিএনজি পরিষেবা চালু করার। সেই দাবি শেষপর্যন্ত পূরণ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আগামী দিনে পরিষেবার মান ও সুযোগ-সুবিধা আরও কীভাবে বাড়ানো যায় সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। রঘুনাথপুর শহর এখন শুধুই শিল্পকেন্দ্রিক শহর নয়, বরং পরিবেশ সচেতন আধুনিক শহরের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।'

ঘুমন্ত অবস্থায় চোখের মধ্যে গ্যাস দিয়ে চুরি, এলাকায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ঘুমন্ত অবস্থায় চোখের মধ্যে গ্যাস দিয়ে বাড়িতে ঢুকে টাকা ও সোনার কিছু গহনা চুরি করে নিয়ে পালালো চোরেরা। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য মন্তেশ্বর থানার অন্তর্গত মাঝের গ্রাম পঞ্চায়েতের ভেলিয়া এলাকায়। ২৫০০ টাকা এবং সেই সঙ্গে আধ ভরি মতন সোনার অলংকার নিয়ে পালায় চোরেরা। জানা গেছে, স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা শেখ কুরবান আর পাঁচটা দিনের মতন গতকাল রাতে খাওয়া দাওয়া করে বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন। তার স্ত্রী রাত ১টা ১৫ নাগাদ উঠে দেখেন বাড়ির দরজা খোলা। এবং কুরবান তিনিও চোখে ঠিক মতন দেখতেও পাচ্ছেন না, চোখ জ্বালা করছে তার। পাশাপাশি আলমারি খোলা এবং আশেপাশের জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। এরপরই দেখতে পান আলমারিতে রাখা ২৫০০ টাকা এবং আধ ভরি মতন সোনার অলংকার নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরেরা। ঘটনার পর পুলিশকে খবর দিলে ওই রাতেই পুলিশ ঘটনার স্থলে আসে। শুক্রবার কুরবানবাবু তিনি জানান উপরের চিলেকোটার ঘর দিয়ে নেমে, চাবি জায়গা থেকে চাবি নেওয়ার পরই চোরেরা জিনিসপত্র চুরি করে চম্পট দিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুবোধ কুমার বাজোরিয়া, মৃত শ্যামল প্রসাদ বাজোরিয়া, ৩৭, কাকুরগাছি রোড, ৪র্থ তলা, কলকাতা - ৭০০০৫৪-এর একটি হস্তান্তর দলিল হারিয়েছেন, যার ০৪-১২-২০০২ তারিখের একটি দলিল হারিয়েছে এবং উক্ত দলিলটি A.R.A II কলকাতার অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত ছিল এবং ২০০২ সালের বই নং - । তে নথিভুক্ত ছিল এবং ২০০২ সালের জন্য নং ৬২৮৩ ছিল, এবং ফুলবাগান থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করেছে। ০২-০৯-২০২৫ তারিখের জি.ডি. এন্ট্রি নং ১২০ অনুসারে। যে কোনও ব্যক্তির এই বিষয়ে কোনও দাবি, ভাগ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, বা কোনও আপত্তি থাকলে, এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে সহায়ক দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা মওকুফ বলে গণ্য হবে এবং আর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
অ্যাডভোকেট
ফোন নম্বরঃ ৯০০৭৮২৪৯৫৭

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৭৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ০১-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নংঃ ২৮-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ " শিলিগুড়ি জং.-চালসা (এসএল)-টিএসআর (পি)-৩৩.৭০০ টিকেএম"। টেন্ডার মূল্যঃ ১১,৪৬,৪৪,০৩৬.৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ৭,২৩,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ২৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ছাত্রীদের বেধড়ক মারের অভিযোগে গ্রেফতার অভিযুক্ত শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ ক্লাসেই ছাত্রীদের বেধড়ক মারের অভিযোগ ইংরেজির শিক্ষকের বিরুদ্ধে। অবশেষে শুক্রবার পুলিশ গ্রেফতার করল অভিযুক্ত শিক্ষককে। অসুস্থ হয়ে বহু ছাত্রী ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল এগরায়। ক্ষোভে অভিযুক্ত স্যর-সহ বেশ কয়েকজন শিক্ষককে তালাবন্দি করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার অস্তিচক সুরেন্দ্র যোগেন্দ্র বিদ্যাপীঠে। ওই স্কুলের ইংরেজির শিক্ষক বিপ্লব পণ্ডা। সূত্রের খবর, অন্যান্যদিনের মতোই বৃহস্পতিবার স্কুলে গিয়েছিল পড়ুয়ারা। দুপুরের দিকে অষ্টম শ্রেণির ক্লাস নিতে যান বিপ্লব। অভিযোগ, সেখানেই ছাত্রীদের বেধড়ক মারধর করেন তিনি। এর জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন অনেকে। তাঁদের মধ্যে ২১ জনকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। যদিও এই মারধরের কারণ স্পষ্ট নয়। বিষয়টি অভিভাবকরা জানামাত্রই ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন। অভিভাবক ও স্থানীয়রা হাজির হন স্কুলে। বিপ্লব-সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্কুলে তালাবন্দি করে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা। উত্তাল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় এগরা থানার পুলিশ। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আয়ত্তে আসে পরিস্থিতি। শুক্রবার শিক্ষকদিবসে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত বিপ্লবকে। অভিযুক্ত শিক্ষকের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা।

পোদ্দার উদ্যোগ লিমিটেড

হংকং হাউস, ৩১, বি. বা. দী বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০০১
CIN- L51109WB1981PLC033606
ইমেল-roc@poddar.co.in ফোন নং. 03322488891

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৩০ টায় হংকং হাউস, ৩১, বি.বি.ডি. বাগ (এস), কলকাতা-৭০০০০১-এ অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি পরিচালনা করা হবেঃ

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, ই- ভোটিং নির্দেশাবলী ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানিতে নিবন্ধিত এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের প্রকৃত কপি, ই-ভোটিং নির্দেশাবলী সহ অনুমোদিত মোডে সদস্যদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে, যারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি।

কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.poddarudyog.co.in-এও পাওয়া যাবে। সদস্যরা উপরে উল্লিখিত ইমেল আইডি (roc@poddar.co.in) অথবা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে লিখিতভাবে এর একটি অনুলিপি পেতে অনুরোধ করতে পারেন।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪, SEBI (তালিকাভুক্তি ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) ২০১৫ এর প্রবিধান ৪৪ এবং MCA সার্কুলারের সাথে পঠিত, তার বিধান অনুসারে, কোম্পানি NSDL এর মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। এই সুবিধাটি শেয়ারধারী সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যেকোনো বা সমস্ত ব্যবসায় ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য প্রদান করা হচ্ছে।

যেসব সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন।

দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধার জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী নিম্নরূপঃ-

১. রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯.০০ টা থেকে।
২. রিমোট ই-ভোটিং শেষের তারিখ এবং সময়ঃ রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা থেকে।
৩. কাট-অফ তারিখঃ সোমবার, ২২সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
৪. ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ই-ভোটিং ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রবিবার বিকেল ৫.০০ টার পরে অনুমোদিত হবে না।
৫. বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা পুনর্নির্মাণের পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারাও বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারবেন তবে পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। ৬. সার্বক্ষণিক অনুশীলনে নিযুক্ত কোম্পানি সচিব সিএস মুকেশ চতুর্বেদীকে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
৭. কোনও প্রশ্ন অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি NSDL-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
পোদ্দার উদ্যোগ লিমিটেডের জন্য
স্বা /-নিখিল পোদ্দার
পরিচালক
DIN: 00407737

তারিখ-০৫।০৯।২০২৫
স্থান- কলকাতা

বক্সার জঙ্গলে রহস্যজনক মৃত্যু এক মহিলার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ বক্সার জঙ্গলে রহস্যজনক মৃত্যু এক মহিলার। শুক্রবার সকালে বক্সার জঙ্গলে এক নদীর ধার থেকে ওই মহিলার দেহ উদ্ধার করেন পুলিশ কর্মীরা। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে বেশ কিছু গ্রামবাসী নদীর ধারে গিয়েছিলেন। তারাই ওই মহিলার মৃতদেহ প্রথম দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় কালচিনি থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মহিলার দেহ উদ্ধার করে। তারপর নিয়মমাফিক দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। জানা গেছে, মৃত মহিলার নাম মালতি অসুর (৩০)। স্বামী ভিন রাজ্যে কাজ করেন। মালতি গরম বস্তি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। পুত্র সন্তানকে নিয়ে এখানকার বাড়িতে থাকতেন তিনি। কিন্তু হঠাৎ করে এমন ঘটনা কীভাবে ঘটল সেটাই বুঝতে উঠতে পারছেন না গ্রামবাসীরা। সকলেই বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন। এই অবস্থায় ওই মহিলার শিশু সন্তানের কী হবে সেটা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিকে মহিলা রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কোনও বন্যপ্রাণীর হামলায় তিনি মারা গেছেন কিনা সেই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, মালতির সঙ্গে তাঁর স্বামীর মাঝেমধ্যেই ঝামেলা হত। অশান্তির কারণেই তিনি জঙ্গলের ভেতর চলে গিয়ে থাকতে পারেন বলে কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন। তবে এই মৃত্যু সংক্রান্ত যাবতীয় রহস্যের সমাধান খুব দ্রুত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছে পুলিশ।

অপরাধমূলক ঘটনা রুখতে পদক্ষেপ গ্রহণ করল পুলিশ, এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ আকাশে কালো মেঘ, বৃষ্টি চললেও ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো দোরগোড়ায়। দুর্গাপুজোর সময় এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিশেষ উদ্যোগ নিল পুলিশ। পুজোকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন আনন্দ, উৎসব ও জমজমাট কেনাকাটা চলে, তেমনই বেড়ে যায় মানুষের ভিড়, নগদ লেনদেন ও মূল্যবান সামগ্রীর আদান-প্রদান। ফলে দুর্গাপুজোর আগে বিভিন্ন এলাকায় চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের ঘটনা বৃদ্ধি পায়। এবার আগেভাগেই এই ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা রুখতে পদক্ষেপ গ্রহণ করল পুলিশ। তমলুক মহকুমা অফিস সংলগ্ন একটি বেসরকারি গেস্ট হাউসে পুলিশের পক্ষ থেকে আয়োজিত হয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশেষ বৈঠক। বিশেষত ব্যাঙ্ক ও সোনার দোকানদারদের নিয়ে এই বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি (ডিইবি) শান্তব্রত চন্দ, তমলুকের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আফজল আবরার, তমলুক থানার আইসি সুভাষ চন্দ্র ঘোষ সহ অন্যান্যরা। পুজোর আগে কেনাকাটার জন্য ব্যাঙ্ক ও এটিএমগুলিতে গ্রাহকেরা টাকা তোলেন। অন্যদিকে বিভিন্ন বাজারে কেনাকাটার জন্য নগদ লেনদেনও বেড়ে যায়। ফলে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতির মতো ঘটনার ঝুঁকি থাকে। এই বিষয়ে তমলুকের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আফজাল আবরার বলেন, 'পুজোর মরশুমে বিভিন্ন সামগ্রী যেমন গয়না কেনাকাটা থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কের লেনদেনে অনেকটাই বাড়তে থাকে। সেটার সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা রীতিমতো সক্রিয় হয়ে ওঠে। তাই যাতে কোনওরকমের অপ্রীতিকর কোনও ঘটনা না ঘটে সেই জন্যই আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে।' এদিনের বৈঠকে ব্যাঙ্ক ও স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা নিজেদের নানা সমস্যার কথা খোলামেলাভাবে তুলে ধরেন। একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে যাতে তথ্য আদান-প্রদান আরও দ্রুত ও কার্যকরীভাবে করা যায়, সেই জন্য পুলিশ প্রশাসনের তরফে উপস্থিত ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি এবং স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি বিশেষ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হয়। এতে কোনও সমস্যা দেখা দিলে বা কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করলে সঙ্গে সঙ্গে সেই তথ্য গ্রুপে জানাতে পারবেন সদস্যরা। তৎক্ষণাত ব্যবস্থা নেবে পুলিশ। ফলে পুজোর আগে এলাকার বিভিন্ন সোনার দোকান, ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বাড়তি পদক্ষেপ নিল পুলিশ।

‘অপারেশন সাতারক’- এর অধীনে নজরদারি অভিযান

কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব রেলওয়ে, তার রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (RPF) এর মাধ্যমে, ‘অপারেশন সাতারক’- এর অধীনে নজরদারি অভিযান জোরদার করে চলেছে, যার লক্ষ্য রেলওয়ে স্টেশন এবং ট্রেনগুলিতে অবৈধ কার্যকলাপ রোধ করা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ০৩.০৯.২০২৫ তারিখে, পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া বিভাগের অধীনে ডানকুনিতে কর্তব্যরত RPF কর্মকর্তারা ডানকুনি রেলওয়ে স্টেশনে একজন পুরুষ যাত্রীকে গ্রেপ্তার করে এবং ৩.০৫১ কেজি রূপা সহ ১২,৭৪,০৩২ /- মূল্যের ভারতীয় মুদ্রা উদ্ধার করে। ব্যক্তি নগদ টাকা এবং রূপার মালিকানার প্রমাণ হিসাবে কোনও বৈধ নথি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। পরবর্তীকালে, ০৪.০৯.২০২৫ তারিখে, আটককৃত ব্যক্তিকে, জব্দকৃত মুদ্রা এবং রূপা সহ, আরও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কলকাতার আয়কর বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

ওয়াসিস এরিগেশন ইকুইপমেন্ট কোং লিমিটেড

CIN:U74900WB1982PLCO35178
রেজি. অফিসঃ পি-৬, স্কিম VI M(S), CIT, কলকাতা-৭০০ ০৫৪
ফোন নম্বরঃ ০৩৩-৪৮০১৭২৮৭
ই-মেইলঃ info@oasisirrigation.in

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে কোম্পানির সদস্যদের ৪৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টায় কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই ১৬.০৯.২০২৫ থেকে ৩০.০৯.২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
এন. কে. পারসান
পরিচালক

তারিখঃ০৪.০৯.২০২৫ DIN 01490158

নিভাকা ফ্যাশনস লিমিটেড

(CIN No: L52100WB1983PLCO35857)
নিবন্ধিত অফিসঃ এএ - ৪৭, সল্টলেক সিটি সেক্টর -১, বিএল-এএ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৬৪. ভারত
ওয়েবসাইটঃ www.nivakafashions.in। ইমেলঃ btsyndicateltd1983@gmail.com
ফোনঃ ৮৪৩৩৮৩৫৬৬৩

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং তথ্য এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে নিভাকা ফ্যাশনস লিমিটেড (কোম্পানি) এর ৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার বিকাল ৪.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (OAVM) মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে।

২০২৪-২০২৫ সালের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিকভাবে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের(দের) সাথে নিবন্ধিত এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের লিঙ্ক সম্বলিত একটি হার্ড কপি চিঠি সেই শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের(দের) সাথে নিবন্ধিত নয়। ২০২৪-২০২৫ সালের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nivakafashions.in-এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানিটি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসায় ইলেকট্রনিক মাধ্যমে (ই-ভোটিং) ভোটদানের সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে, বাস্তব আকারে অথবা ডিম্যাটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা এনএসডিএলের ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত সাধারণ ও বিশেষ ব্যবসায় ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। কাট-অফ তারিখে, সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরির দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে শুধুমাত্র যে ব্যক্তির নাম নথিভুক্ত থাকবে, তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি বার্ষিক সাধারণ সভার ভোটদানের অধিকারী হবেন। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শুক্রবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে এবং ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রবিবার বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকেল ৫.০০ টায় ভোটদানের জন্য বন্ধ থাকবে। সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পর, সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না।

এজিএমে ভোটদানের সুবিধাও উপলব্ধ থাকবে এবং এজিএমে উপস্থিত সদস্যরা যারা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি তারা এজিএমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরা এজিএমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে সভায় পুনরায় ভোট দেওয়ার অনুমতি পাবেন না। যে কোনও ব্যক্তি, যিনি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি https://www.evoting.nsdl.com অথবা btsyndicateltd1983@gmail.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য NSDL-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.nivakafashions.in এবং NSDL-এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com-এ পাওয়া যাবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই সোমবার, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
নিভাকা ফ্যাশনস লিমিটেডের জন্য
স্বা /-ভবিন শান্তিলাল জৈন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN- 00741604

স্থান- কলকাতা
তারিখঃ ০৫.০৯.২০২৫

প্রায় তিন মাস কেটে গেলেও আজও ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড মেরামতের কাজ শুরু করা হয়নি, অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ দিন প্রতিদিন অস্বস্তি বাড়িয়ে চলেছে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগকারী গ্যারগেন্ডা সেতু। বর্তমানে সেতুর এক পাশ দিয়ে কোনওরকমে চলে যোগাযোগ। যানজট নিত্যদিনের সঙ্গী এই সেতুতে। গত ৩১ মে গভীর রাতে হড়পাবানের জেরে আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ার কাছে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের গ্যারগেন্ডা সেতুর উত্তর দিকের অ্যাপ্রোচ রোড ধসে গিয়েছিল। সঙ্গে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের কারণে সেতুর মাঝের একটি পিলারও বসে গিয়েছিল। কিন্তু ওই ঘটনার পর প্রায় তিন মাস কেটে গেলেও আজও ক্ষতিগ্রস্ত সেতু ও সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড মেরামতের কাজ শুরু করা হয়নি বলে অভিযোগ। যার জন্য সেতুটির একটি লেন ব্যবহার করেই চলছে যানবাহন চলাচল। ফলে প্রতিদিন যানজটে নাকাল হতে হচ্ছে যাতায়াতকারীদের। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যোগাযোগের প্রবেশদ্বার বলা হয় ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েকে। কারণ হাসিমারার কাছে ওই সড়ক যুক্ত হয়েছে অসমগামী ৩১সি জাতীয় সড়কের সঙ্গে। ফলে দেশের অন্যতম লাইফ লাইনে ক্ষতিগ্রস্ত এই সেতু মেরামত না হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সেই যানজট সামাল দিতে নাজেহাল হতে হচ্ছে বীরপাড়ার থানার পুলিশকে। ক্ষতিগ্রস্ত সেতুর কারণে

নিত্যযাত্রী, পরিবহণ কর্মী থেকে স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ প্রশাসনও ক্ষুব্ধ। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর ওই সেতু দিয়ে ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে জেলা পুলিশ। ভারি যানবাহনগুলিকে মাদারিহাট ও বীরপাড়া থেকে ২৪ কিলোমিটার ঘুরপথে ফালাকাটা দিয়ে চালানো হচ্ছে। ছোট গাড়িগুলিকে এশিয়ান হাইওয়ে সড়কের এক লেন দিয়ে সেতু পার করানো হচ্ছে। এতে ওই সেতুতে প্রতিদিন তীব্র যানজট বাড়ছে। আর দিনে রাতে ২৪ ঘন্টা জয়গাঁ ও ভুটানে ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছে বলে দাবি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। আলিপুরদুয়ার জেলার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, গ্যারগেন্ডা সেতু দ্রুত মেরামতের জন্য এশিয়ান হাইওয়ে সড়ক কর্তৃপক্ষকে জেলা পুলিশের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে। যদিও ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার রমেন মণ্ডল ফোনে বলেন, সেতুটি মেরামতের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে মেরামতের কাজ শুরু করা হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

এসএলআর-এর পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ১৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৮টি এসএলআর কম্পার্টমেন্টের পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-৯সি, **কম্পার্টমেন্টঃ** ১৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১৮টি এসএলআর কম্পার্টমেন্ট। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ১২.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১টা।

HWH-280/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

‘সবুজের পথে হাতছানি’ পর্যটন প্যাকেজ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ পুজো মানেই ভ্রমণের সেরা মরসুম। সেই সময়টাকেই মাথায় রেখে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বিশেষ উদ্যোগ ‘সবুজের পথে হাতছানি’। বিশ্বকর্মা পুজোর পর থেকেই চালু হচ্ছে এই নতুন পর্যটন ভ্রমণ বাস। খাওয়াদাওয়া-সহ ভ্রমণের খরচ থাকছে মাত্র ৭০০ থেকে ২৫০০ টাকার মধ্যে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনে চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানিয়েছেন, দিনের দিন ঘুরে আসা থেকে শুরু করে দু’দিন এক রাত কিংবা সর্বোচ্চ তিন দিন দু’ রাতের প্যাকেজ সাজানো হচ্ছে। অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইন বুকিং-ও থাকবে। পর্যটকদের টানতে স্টেশন-বাজারে মাইকিং, লিফলেট বিলি আর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার হবে। প্রাথমিকভাবে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার থেকে এই প্যাকেজ চালানো হবে। থাকবে ১৬ সিটের ও ২৬ সিটের বিশেষ বাস। চাহিদা বাড়লে বাসের সংখ্যাও বাড়ানো হবে। প্যাকেজে থাকছে পাহাড় ও ডুয়ার্সের সেরা গন্তব্যগুলি-গ্যাংটক, দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, ঝালং, বিন্দু, লাটাগুড়ি, মূর্তি, গরুমারা, জলদাপাড়া, রাজাভাতখাওয়া, জয়ন্তী-সহ একাধিক জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। কম খরচে বেশি জায়গা দেখানোই মূল লক্ষ্য। শুধু তাই নয়, এবারের প্যাকেজে থাকছে পুজো পরিক্রমার বিশেষ আয়োজনও। মহালয়ার পরদিন থেকে চতুর্থী পর্যন্ত বিশেষত প্রবীণদের জন্য ঠাকুর দেখার ব্যবস্থা করবে এনবিএসটিসি। এই উদ্যোগে খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। বর্তমানে বিহার থেকেও বহু পর্যটক ডুয়ার্সে আসছেন। কিন্তু সরাসরি সরকারি বাস পরিষেবা নেই। পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি, এনবিএসটিসি যদি এ দিকেও নজর দেয়, তবে ডুয়ার্সের পর্যটনে নতুন জোয়ার আসবে। পুজোর আগে এনবিএসটিসি’র এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্পে নতুন সম্ভাবনার দোর খুলে দিচ্ছে!

শুরু হল হলদিবাড়ি থেকে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে এনবিএসটিসির বাস পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, হলদিবাড়ি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর আগে দারুন সুখবর! এবার

সড়ক পথে যোগাযোগ হল আরও সহজ। শুরু হল হলদিবাড়ি থেকে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে NBSTC-র বাস পরিষেবা। ঐতিহাসিক শহর হলদিবাড়ি থেকে প্রতিদিন NBSTC-র একাধিক বাস ছাড়ছে জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশ্যে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা এই শহর একসময় রেল যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এখনও ভ্রমণ ও দৈনন্দিন যাতায়াতের ক্ষেত্রে বাস পরিষেবা স্থানীয় মানুষদের কাছে ভরসার অন্যতম মাধ্যম। NBSTC সূত্রে জানা গেছে, হলদিবাড়ি থেকে জলপাইগুড়ির উদ্দেশ্যে বাস ছাড়বে সকাল ৮.১৫, ৯.৩০, ১০.১০, ১০.৪০, ১১.২০, দুপুর ১২.০০, ১২.৪৫, ১.৪৫, ২.২০, বিকেল ৩.৩০, ৪.০০, ৪.৩০, সন্ধ্যা ৫.২০, ৬.০০, ৬.৪০, ৭.২০ এবং রাত ৮.২০ মিনিটে। শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে হলদিবাড়ি থেকে বাস রয়েছে সকাল ৭.১৫ ও ৮.৪৫-এ এবং দুপুর ২.৪৫-এ। আলিপুরদুয়ারের জন্য বাস ছাড়ে দুপুর ১.৪৫ মিনিটে। স্থানীয়দের মতে, এই বাস সময়সূচি প্রতিদিন অফিসগামী, ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ যাত্রীদের যাতায়াত সহজ করছে। রেল যোগাযোগ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই NBSTC-র এই নিয়মিত পরিষেবা এলাকাবাসীর কাছে এখন অপরিহার্য।

অভিনব পদ্ধতিতে জীবন্তি চেতনায় পালিত হল শিক্ষক দিবস

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ প্রতি বছরের মতো এ বছরেরও শ্রদ্ধার সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল শিক্ষক দিবস। কান্দির জীবন্তি চেতনা শিক্ষা নিকেতন এর পক্ষ থেকে সমাজের বিশিষ্ট শিক্ষকদের দেওয়া হল বিশেষ সম্বর্ধনা। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে চলে শিক্ষাগ্রহণ। শিক্ষক সমাজের পথ পদর্শক, মেরুদন্ড। শিক্ষা বলতে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়, জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি মানুষ কিছু না কিছু শিখে চলেছেন। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষকই পৃথিবীর একমাত্র সম্পদ। উল্লেখ্য ১৯৬২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে প্রথমবার ভারতে শিক্ষক দিবস পালিত হয়। সেই বছরই তিনি রাষ্ট্রপতি হন। রাধাকৃষ্ণন চেয়েছিলেন, তাঁর জন্মদিন ধুমধাম করে উদ্যাপন না করে, ছাত্ররা যেন এই দিনটি শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করে! এরপর থেকেই ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস পালিত হয়। এই শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেরও কান্দির জীবন্তি চেতনা শিক্ষা নিকেতনের ছাত্র ছাত্রদের নিয়ে কবিতা আবৃত্তি, গান এবং শিক্ষকদের সম্বর্ধনা মাধ্যমে শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। এছাড়াও শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পড়াশোনার সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব বিষয় আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উদয় চাঁদ পুর হাইস্কুলের বিশিষ্ট শিক্ষক ডঃ কুনাল সরকার, মসির আলী, আরজুমা খাতুন, রাহিবুল সেখ, সাহাবুদ্দিন সিটন সেখ, আসাদুল্লা হিল গালিব মামুন, গৌর মন্ডল , সুমিত মন্ডল , আইজদ্দিন সেখ, উম্মার সেখ, তোকাজ্জুমান সেখ, মোঃ হায়দার সেখ, উম্মার সেখ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক আইনুল বারি ও চিকিৎসক সিলন সেখ।

পরিবেশবান্ধব নজির দুর্গাপুরের শিল্পীর

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৫ সেপ্টেম্বর ঃ উচ্চতা ১২ ফুট, অথচ ওজন মাত্র ২০ কেজি। কাদামাটি ছাড়াই পরিবেশবান্ধব দুর্গা প্রতিমা গড়ে অভিনব নজির স্থাপন করেছেন দুর্গাপুরের শিল্পী বাপি বিশ্বাস। খড়, বাঁশ, মাটি ছাড়াই প্রতিবছর একের পর এক প্রতিমা গড়ে রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে ভিনরাজ্যেও খ্যাতি কুড়িয়েছেন তিনি। দুর্গাপুর ভিড়িঙ্গির বাসিন্দা বাপি বিশ্বাস এর আগে সুতলি, কাপড়, জুট, খড় কিংবা নানা উপাদান দিয়ে দুর্গা প্রতিমা গড়ে তাক লাগিয়েছেন। এবারে তিনি কাগজ পচিয়ে মণ্ড তৈরি করে ১২ ফুট উচ্চতার প্রতিমা গড়েছেন। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীসহ সপরিবারে দুর্গার এই প্রতিমার মোট ওজন মাত্র কুড়ি কেজি। সহজে স্থানান্তরযোগ্য এই প্রতিমা দুর্গাপুরের একটি নামী শপিং মলে স্থাপন করা হবে। শিল্পীর দাবি, কাগজ, সুতলি বা খড় দিয়ে প্রতিমা গড়লে যেমন পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হয়, তেমনই প্রতিমা হয় হালকা ও নিরাপদ। ফলে সহজে বহন করা যায় এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থাকে না। ইতিমধ্যেই দিল্লি, নয়ডা, হরিয়ানা ও মুম্বইয়ের একাধিক পুজো মণ্ডপে জায়গা করে নিয়েছে তাঁর তৈরি প্রতিমা। বাপিবাবু জানান, ছোটবেলা থেকেই আঁকাআকির প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। একসময় থার্মোকলের ওপর কাজ করলেও পরিবেশ দূষণের কারণে তা পরিত্যাগ করেন। পরে পরিবেশবান্ধব সামগ্রী ব্যবহার করে দেবদেবীর মূর্তি গড়ার উদ্যোগ নেন।

এসবিআই এসএমই সেন্টার, বিধান নগর (১৫৭৪৫)

জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ তল), ১/১৬ ভি.আই.পি রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪, ইমেল আইডিঃ sbi.15745@sbi.co.in

ই-দরপত্র বিক্রয় নোটিশ (স্থাবর সম্পদের জন্য)

অনুমোদিত অফিসারের বিবরণঃ নামঃ জয়ন্ত কুমার ভৌমিক, ই-মেইল আইডিঃ sbi.15745@sbi.co.in মোবাইল নং.ঃ ৯৬৭৪৭১০৮১৬

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য বিধি ৯(১) এর সাথে পঠিত বিধি ৮(৬) এর শর্তাবলী অনুসারে প্রযোজ্য। এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদ, যার ভৌত দখল (যথাক্রমে সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে) স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, তা **"যেমন আছে যেখানে আছে"**, **"যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যা আছে"** ভিত্তিতে নীচে উল্লিখিত তারিখগুলিতে বিক্রি করা হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ঃ ০৯. ১০.২০২৫ (বৃহস্পতিবার), সময়ঃ ২১০ মিনিট সকাল ১০:৩০ থেকে দুপুর ২:০০টো পর্যন্ত প্রতিটি দরের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ। ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০৯.১০.২০২৫, দুপুর ১:০০টা পর্যন্ত

ক্রম. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম	মালিকানা দলিল জমা দিয়ে বন্ধককৃত সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পাওনা	রিজার্ভ মূল্য ইএমডি ১০% দর বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**মেসার্স শিব শঙ্কর ড্রাগ এজেন্সি** **প্রোপঃ বিশ্বজিৎ মিত্র** পিতা প্রয়াত রার্তিক চন্দ্র মিত্র **ইউনিট ঠিকানাঃ** ১১/৭/সি, টাকি রোড, শ্রদ্ধাঞ্জলি অ্যাপার্টমেন্ট, পোস্ট এবং থানা-বারাসাত, কলকাতা-৭০০১২৪ **বাড়ির ঠিকানাঃ** ৬৫, বিধান পার্ক, ব্লক- বি, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০ ১২৪,	**(সূচি ‘খ’) সম্পত্তির বিবরণ** ৫ কাঠা ৯ ছটাক আয়তনের জমির সমস্ত অংশ এবং জমির অংশটি প্রায় ১৬৩ বর্গফুট আয়তনের নিচতলায় ৫ নং দোকান সহ, যা খতিয়ান নং ২/১ এর অধীনে মৌজা-বনমালিপুকুর, জে.এল নং ৮০, তৌজি নং ১৪৬-এ অবস্থিত, যা পৌরসভার হোল্ডিং নং ১১/১২, টাকি রোড, বারাসত পৌরসভা, থানা-বারাসত, বারাসত পৌরসভার সীমানার মধ্যে ১০ নং ওয়ার্ডে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এ.ডি.এস.আর.ও.-বারাসত, স্বত্ব দলিল নং - ১/৩৫৪৪ অনুসারে অবস্থিত। **সম্পত্তিটি বিশ্বজিৎ মিত্রের নামে, পিতা প্রয়াত কার্তিক চন্দ্র মিত্রের নামে।** **ঘেরা এবং সীমানাযুক্তঃ- উত্তরেঃ** প্লটের অধীনে জমি নং ৭১৭। **দক্ষিণেঃ-** টাকি রোড, **পূর্বেঃ** অন্যান্য জমি, **পশ্চিমেঃ** সাব প্লট। নং ৮।	১২,৩৭,৮৯৪.০০ টাকা (বারো লক্ষ সাইত্রিশ হাজার আটশো চুরানব্বই টাকা মাত্র) বাকি ০৫.১০.২০২৩ তারিখের প্রদেয় এবং চুক্তিভিত্তিক হারের উপর ভবিষ্যতের সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।	**১৮.৭৭ লক্ষ টাকা** **১,৮৭,৭০০ টাকা** **১০,০০০ টাকা**

পরিদর্শনের তারিখ ০৭.১০.২০২৫

দখলের ধরণঃ শারীরিক

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইটঃ www.sbi.co.in-এ প্রদত্ত লিঙ্ক এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুনঃ- https://www.baanknet.com

খ) আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষিত তার দরদাতা অ্যাকাউন্টে তৈরি চালানের মাধ্যমে NEFT/RTGS ট্রান্সফারের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যেকোনো প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুনঃ- support.baanknetpsballiance.com

• নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে ইচ্ছুক দরদাতাকে বিস্তারিত শর্তাবলী পর্যালোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখঃ ০৬.০৯.২০২৫
স্থানঃ বিধাননগর

কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে।

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শেষ চারেই স্বপ্নভঙ্গ! সেমিফাইনালে হেরে ইউএস ওপেন থেকে বিদায় ভাম্বরির

নিউ ইয়র্ক, ৫ সেপ্টেম্বরঃ নিউইয়র্কের উজ্জ্বল আলোয় শুরু হয়েছিল ইউএস ওপেনে স্বপ্নের অভিযাত্রা। ভারতীয় টেনিসের নতুন ইতিহাস গড়ার পথে হাঁটছিলেন ইয়ুকি ভাম্বরি। কিন্তু ডাবলস সেমিফাইনালে এসে সেই জার্নি থেমে গেল। মাইকেল ভেনাসের সঙ্গে জুটি বেঁধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেও জো সলসবুরি ও নিল স্কুপস্কির কাছে পরাজিত হলেন ৭-৬ (৭-২), ৬-৭ (৫-৭), ৪-৬ গেমে। অথচ শুরুটা খারাপ হয়নি! প্রথম সেটে ভাম্বরি-ভেনাস এগিয়ে যান (৫-৩)। হাতে এসেছিল সেট পয়েন্টও। কিন্তু সমতা ফেরান ব্রিটিশ জুটি। টাইব্রেকে অবশ্য দাপট দেখান ভাম্বরিরা। ৭-২ ব্যবধানে জিতে নেন প্রথম সেট। দ্বিতীয় সেটে আবারও দ্রুত ব্রেক করেন ভাম্বরি-ভেনাস। কিন্তু স্কুপস্কি-সলসবুরি কামব্যাক করেন ছ'নম্বর গেমে। লড়াই জমে ওঠে। দশম গেমে ভাম্বরিদের সার্ভিস ব্রেক করার পরিস্থিতি দানা বাঁধলেও কোনওমতে বেঁচে যান! শেষ পর্যন্ত সেট দখলের যুদ্ধ গড়ায় টাইব্রেকে। এবার লড়াই সমানে সমানে। যদিও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ জুটি-৭-৫ ব্যবধানে টাইব্রেক জিতে ম্যাচে সমতা ফেরায়। তৃতীয় সেটে শুরু থেকে চাপ তৈরি করেন সলসবুরি-স্কুপস্কি। প্রথম গেমেই ব্রেক করে এগিয়ে যান। তারপর আর কোনও সুযোগ দেননি। ৬-৪ ব্যবধানে সেট জেতার সুবাদে ফাইনালের টিকিট পাকা। ভাম্বরির কেরিয়ারের এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য। প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে উঠলেন তিনি। খেতাব হাতে না এলেও লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতি ও রোহন বোপন্নার পর এই মঞ্চে ভাম্বরির উড়ান ভারতীয় টেনিসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

ভারতের সম্ভাব্য একাদশে আধিপত্য তরুণদের বাদ পড়বেন একাধিক অভিজ্ঞ!

মমম্বই, ৫ সেপ্টেম্বরঃ দুবাইয়ের গরমে জমে উঠতে চলেছে এশিয়া কাপ ২০২৫। ১০ সেপ্টেম্বর দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে খেলবে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। যদিও এছরের এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে ভারতের লক্ষ্য একটাই, নবম শিরোপা জয়। ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ভারতীয় দলের নেতৃত্বে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন আক্রমণাত্মক ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে ওপেনার শুভমন গিলকে। এই দুই ক্রিকেটারের কাঁধেই এবার দায়িত্ব ভারতীয় দলকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। দলে জায়গা পেয়েছেন এক ঝাঁক তরুণ প্রতিভা অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, সঞ্জু স্যামসন, জিতেশ শর্মা এবং রিঙ্কু সিং। এদের ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে ভর করেই নির্বাচকরা ভবিষ্যতের দলের রূপরেখা তৈরি করছেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

দলের বোলিং বিভাগে বড় সংযোজন হলেন যশপ্রীত বুমরাহ। প্রায় এক বছরের বেশি সময় পর হোয়াইট-বল ক্রিকেটে ফিরছেন তিনি। ২০২৪ সালের বিশ্বকাপে ১৫ উইকেট নিয়ে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন বুমরাহ। তার প্রত্যাবর্তন ভারতীয় পেস আক্রমণে নতুন জোর যোগাবে, এমনটাই প্রত্যাশা। বুমরাহর সঙ্গে পেস বিভাগে থাকছেন অর্শদীপ সিং এবং তরুণ পেসার হর্ষিত রানা। স্পিন বিভাগে কুলদীপ যাদব ও বরুণ চক্রবর্তীর অভিজ্ঞতা ভারতের জন্য বড় অস্ত্র হতে পারে উপমহাদেশীয় পিচে। ব্যাটিং লাইন-আপে শুভমা গিল এবং অভিষেক শর্মা ওপেনিংয়ে সম্ভাব্য জুটি গঠন করবেন। তৃতীয় স্থানে দেখা যেতে পারে তিলক বর্মাকে, আর চার নম্বরে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব নিজে। এরপর হার্দিক পান্ডিয়া, রিঙ্কু সিং এবং উইকেটকিপার হিসাবে জিতেশ শর্মা। তাদের আগ্রাসী ব্যাটিং স্টাইল ভারতের মিডল অর্ডারকে করে তুলেছে আরও শক্তিশালী। সঞ্জু স্যামসন থাকলেও, প্রথম একাদশে জায়গা পেতে হলে তাঁকে জিতেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। **ভারতের সম্ভাব্য একাদশ-** শুভমন গিল, অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া, রিঙ্কু সিং, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), অক্ষর প্যাটেল, অর্শদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব। ভারত তাদের গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচই খেলবে দুবাইয়ে। ১০ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচ আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে, ১৪ সেপ্টেম্বর হবে মহারণ পাকিস্তানের বিপক্ষে, আর ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের সঙ্গে শেষ গ্রুপ ম্যাচ।

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ওয়ানডে সিরিজ দক্ষিণ আফ্রিকার, ইতিহাসে বাভুমা বাহিনী

লন্ডন, ৫ সেপ্টেম্বরঃ ক্রিকেটের মক্কা লর্ডস। আর সেখানেই বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডকে হারিয়ে নয়া ইতিহাস গড়ল দক্ষিণ আফ্রিকা। রুদ্ধশ্বাস লড়াই শেষে টেম্বা বাভুমার দল জিতল ৫ রানে। তিন ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই চ্যাম্পিয়নের শিরপা নিজেদের দখলে নিল প্রোটিয়ারা। ১৯৯৮ সালের পর এটাই ইংল্যান্ডের মাটিতে তাদের প্রথম ওয়ান ডে সিরিজ জয়। ব্যাট হাতে দক্ষিণ আফ্রিকার নায়ক ম্যাথিউ ব্রিটজকে। মাত্র পাঁচ ম্যাচের ক্যারিয়ারে পরপর পাঁচখানা হাফসেঞ্চুরির নজির। লর্ডসে এদিন তাঁর ৮৫ রানই গড়ে দিল ভিত।

সঙ্গে ট্রিস্টান স্টাবস করলেন ৫৮, এডেন মার্করাম খেললেন ৪৯ রানের ইনিংস। নির্ধারিত ৫০ ওভারে স্কোরবোর্ডে উঠল ৩৩০৮। জবাবে লড়াই জমিয়ে দেন জো রুট, জেকব বেথেল আর জস বাটলার। শেষ মুহূর্তে ঝড় তোলেন জোফ্রা আর্চার। শেষ ওভারে একের পর এক ছক্কা মেরে দলকে ম্যাচে ফেরানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালান। কিন্তু শেষমেশ লক্ষ্য থেকে ৫ রান দূরেই থেমে যায় ইংল্যান্ড। অল আউট ৩২৫-এ। প্রোটিয়াদের হয়ে বল হাতে উজ্জ্বল আন্দ্রে বার্গার। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়ে ইংল্যান্ডের মেরুদণ্ড ভাঙেন। শেষ ওভারে তাঁর নিয়ন্ত্রিত বোলিংই ঘুরিয়ে দেয় ম্যাচের মোড়। ম্যাচ শেষে উচ্ছ্বসিত দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক। বললেন, ''খুব গর্ব হচ্ছে। দেশের মানুষকে আনন্দ দিতে পেরেছি। বিশেষ করে ব্রিটজকের ধারাবাহিকতা অনন্য। সঙ্গে স্টাবস আর তরুণ ব্রেভিসও দারুণ খেলেছে। বল হাতে কেশব দেখিয়ে দিলেন কেন তিনি নম্বর ওয়ান। ফিল্ডিংও আজ অনেক ভালো হয়েছে!'' অন্যদিকে ইংরেজদের সাজঘরে অন্ধকার। সাম্প্রতিক সময়ে ওয়ান ডে ফরম্যাটে ধারাবাহিক পতনের গ্রাফ স্পষ্ট। ২০২৩ বিশ্বকাপের পর থেকে তাদের জয়ের হার মাত্র ৩১.৮ শতাংশ। পূর্ণ সদস্য দেশগুলির মধ্যে কেবল বাংলাদেশ ও জিম্বাবোয়ে এর চেয়ে খারাপ অবস্থায়। সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ চারটি ওয়ান ডে-তেই হেরেছে থ্রি লায়ন্স। রবিবার সাউথ্যাম্পটনে তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ। ইতিমধ্যেই সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে প্রোটিয়ারা। এবার তাদের সামনে সুযোগ ৩-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করার। অন্যদিকে ইংল্যান্ড চাইবে নিয়মরক্ষার লড়াই জিতে সম্মান বাঁচাতে।

গুরসিমরত সিংকে ছাড়ার কথা ঘোষণা করে দিল ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ সেপ্টেম্বরঃ গত উইন্টার ট্রান্সফার উইন্ডো থেকেই বারংবার গুরসিমরত গিলের নাম। তাঁর দল ছাড়া নিয়ে দেখা দিয়েছিল ব্যাপক ধোঁয়াশা। উল্লেখ্য, গত মরসুমের শুরুতে কলকাতা ময়দানের এই প্রধানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন পাঞ্জাবের এই ফুটবলার। তবে সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি এই ফুটবলার। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে অন্য দলে লোনে ছাড়া পরিকল্পনা ছিল ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্টের। এক্ষেত্রে একটা সময় ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল পড়শী ক্লাব মহামেডান স্পোর্টিংয়ের নাম। কিন্তু পরবর্তীতে সময় এগোনোর সাথে সাথেই বদলাতে থাকে গোটা পরিস্থিতি। এবারের এই গ্রীষ্মকালীন ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকেই তাঁকে দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখিয়েছিল আইলিগের একাধিক ফুটবল ক্লাব। একটা সময় গুরসিমরত গিলকে দলে টানার ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে দিল্লি এফসি। সেইমতো কথাবার্তাও নাকি এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা দূর। যদিও শেষ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়নি। তবে পরবর্তীতে এই সেন্টার ব্যাককে নিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল রাজস্থান ইউনাইটেডের। সেইমতো কথাবার্তা ও এগোতে শুরু করেছিল ম্যানেজমেন্ট। এবার আইলিগের এই ফুটবল দলেই যোগ দিতে চলেছেন তিনি। গত বৃহস্পতিবার রাতে নিজেদের সোশ্যাল সাইট থেকে সেই কথা জানিয়ে দিল লাল-হলুদ শিবির। এই পাঞ্জাবি ফুটবলারের বেশকিছু ছবি আপলোড করে সেখানে লেখা হয়, ইস্টবেঙ্গল এফসি এবং গুরসিমরত সিং গিল পারস্পরিকভাবে আলাদা হতে সম্মত হয়েছে। ক্লাবের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং সেবার জন্য আমরা গুরসিমরতকে ধন্যবাদ জানাই এবং তাঁর ভবিষ্যতের প্রচেষ্টায় তাঁর মঙ্গল কামনা করি।

চিলির বিপক্ষে লুকাসদের সাহসী লড়াই, বিশ্বকাপে নিশ্চিত ব্রাজিল

রিও ডি জেনেইরো, ৫ সেপ্টেম্বরঃ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে এবার দাপুটে জয় ছিনিয়ে নিল কার্লো আনচেলত্তির ছেলেরা। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শুক্রবার ভারতীয় সময় সকাল ৬টায় নিজেদের পরবর্তী ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ব্রাজিল। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল নিকোলাস কর্ডোভার চিলি। সম্পূর্ণ সময়ের শেষে ৩-০ গোলের ব্যবধানে এই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিল পাঁচবারের বিশ্বজয়ীরা। এদিন দলের হয়ে গোল করলেন যথাক্রমে এস্তেভাও গনসালভেস, লুকাস পাকুইতা এবং ব্রুনো গিমারেস। যারফলে ১৭ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারের পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকল সাম্বার দেশ। অন্যদিকে, ১০ পয়েন্ট নিয়ে তলানিতেই থাকল চিলি। বলাবাহুল্য, এদিন নেইমার জুনিয়র থেকে শুরু করে ভিনির মতো দাপুটে ফুটবলাররা না থাকলেও তার কোনও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি ম্যাচের মধ্যে। প্রথম কোয়ার্টার থেকেই কার্যত আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ধরা দিয়েছিল রাফিনিয়ারা। প্রথম কোয়ার্টারের মধ্যেই প্রতিপক্ষের গোলে বল ঠেলে দিয়েছিলেন তারকা মিডফিল্ডার কার্লোস কাসিমিরো। কিন্তু অফসাইডের ফাঁদে পড়ে বাতিল হয়ে যায় সেই গোল। তা কিছুটা হলেও হতাশ করেছিল ব্রাজিলিয়ান ফুটবলপ্রেমীদের। যদিও ম্যাচের বয়স বাড়ার সাথে সাথেই ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে শুরু করেছিল ব্রাজিল। ম্যাচের ঠিক ৩৮ মিনিটের মাথায় এস্তেভাওয়ের দৃষ্টি নন্দন গোলে এগিয়ে গিয়েছিল পেলের দেশ। বলাবাহুল্য, জাতীয় দলের

জার্সিতে এটাই ছিল তাঁর প্রথম গোল। তারপর আরও বেশ কয়েকবার গোলের সুযোগ আসলেও সেটি কাজে লাগাতে পারেননি দলের ফুটবলাররা। যারফলে প্রথমার্ধের শেষে একটি গোলের ব্যবধানেই এগিয়ে ছিল ব্রাজিল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে আনচেলত্তির নয়া পরিকল্পনা আরও অনেকটা এগিয়ে দেয় বিশ্বজয়ীদের। তারপর ঠিক ৭২ মিনিটের মাথায় লুইস হেনরিকের অ্যাসিস্ট থেকে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোল তুলে যান লুকাস পাকুইতা। তারপর থেকেই কার্যত মনোবল ভাঙতে শুরু করেছিল প্রতিপক্ষ দলের। সেই গোলের ঠিক চার মিনিটের মধ্যেই তৃতীয় গোল তুলে নেয় ব্রাজিল। এবার হেনরিকের দুরপাল্লার শট ক্রসবারে লেগে ফিরে এলেও ফিরতি বল গোলে ঠেলে দিতে একেবারেই ভুল করেননি ব্রুনো। নির্ধারিত নব্বই মিনিটের পর অতিরিক্ত সময়ের শেষে এই ফলাফলেই জয় সুনিশ্চিত করে অ্যালিসন বেকাররা।

ওসাকার স্বপ্নের দৌড় থামিয়ে ইউএস ওপেনের ফাইনালে আনিসিমোভা

নিউ ইয়র্ক, ৫ সেপ্টেম্বরঃ নাওমি ওসাকাকে নিয়ে বহুদিন পর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন তাঁর সমর্থকরা। এবারের ইউএস ওপেনে তিনি যে ফর্ম দেখিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল, চ্যাম্পিয়ন হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালকিন ওসাকা মা হওয়ার পর এবারই প্রথম কোনও মেজরের শেষ চারে উঠেছিলেন। কিন্তু সেখানেই শেষ হল তাঁর স্বপ্নের দৌড়। শুক্রবার মধ্যরাতে ওসাকার দৌড় থামিয়ে দিয়েছেন আমেরিকার আমান্ডা আনিসিমোভা। তিনি ওসাকাকে দুই ঘণ্টা ৫৬ মিনিটের লড়াইয়ে হারিয়েছেন ৬-৭ (৪), ৭-৬ (৩), ৬-৩ গেমে। ম্যাচের ফলাফলই বলে দিচ্ছে হেরে গেলেও জাপানিজ তারকা কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও জমি ছাড়তে রাজি ছিলেন না। প্রথম সেটটি টাইব্রেকারে জিতে নেন ওসাকা। দ্বিতীয় সেটও গড়ায় টাইব্রেকে। দ্বিতীয় সেটেও একটা সময় পর্যন্ত তিনিই চালকের আসনে ছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। কঠিন মুহূর্তে তাঁর

সার্ভিং তাঁকে হতাশ করে। এরপর তৃতীয় সেটে ওসাকা আর লড়াইয়ে ফিরতে পারেননি। ম্যাচটি হেরে যাওয়ার পর তিনি তাঁর আবেগকে অবশ্য ধরে রেখেছিলেন। ওসাকার প্রতিপক্ষ আমান্ডা আনিসিমোভার ম্যাচ শেষে নাওমি ওসাকার জন্য কিছু সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ''নাওমি অসাধারণ টেনিস খেলছে। ওকে বলেছিলাম, আমি তোমার জন্য খুব গর্বিত। বাচ্চা হওয়ার পর এই পর্যায়ে খেলাটাই যখন পাগলামি, তখন সে আমাকে ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। সত্যি বলতে, আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে আমি এটা পার করতে পারব। এটি একটি বিশাল লড়াই ছিল।'' পরপর দু'টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে পৌঁছলেন আনিসিমোভা। প্রথমবারের মতো ইউএস ওপেন ফাইনাল খেলার বিষয়ে তিনি বলেন, ''ওহ, আমার ঈশ্বর, আমার পৃথিবী। আমি এখনও দৌড়ে রয়েছি। এটি একেবারেই একটি স্বপ্ন সত্যি হওয়া। আমি চিরকাল ইউএস ওপেন ফাইনালে থাকার স্বপ্ন দেখেছি। অবশ্যই, চূড়ান্ত লক্ষ্য হল চ্যাম্পিয়ন হওয়া, কিন্তু আপাতত, ফাইনালে থাকতে পেরে আমি খুব উত্তেজিত। এটি সত্যিই বিশেষ।''

জোড়া গোলে আর্জেন্টিনার মাটিতে 'লাস্ট ড্যান্স' রাঙালেন লিওনেল মেসি

কয়েকটি সুযোগ নষ্ট হওয়ার পর ডেডলক ভাঙার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করলেন হুলিয়ান আলভারেস। কিন্তু নিজে শট না নিয়ে তিনি খুঁজে নিলেন অধিনায়ককে। প্রতিপক্ষের একাধিক খেলোয়াড়ের মাঝে ঠাণ্ডা মাথায় বল ধরে বিশ্বসেরা ফুটবলার জালে পাঠাতেই গ্যালারিতে যেন এক বোমা ফাটল, হাজারো মানুষের মুখে তখন একটাই নাম- মেসি, মেসি, মেসি। পরে আরেকটি গোল করলেন তিনি, অবদান রাখলেন সতীর্থের গোলেও। বিশেষ উপলক্ষ এভাবেই আপন রূপে রাঙালেন তিনি, দলকে জিতিয়ে, সমর্থকদের আনন্দের সাগরে ভাসালেন লিওনেল মেসি।

বুয়েনস আইরেস, ৫ সেপ্টেম্বরঃ আর্জেন্টিনা দলের গা গরমের সময় দৃশ্যটা চোখে বিঁধতে পারে। জাতীয় দলের কালো জ্যাকেট পরে স্ট্রেচিং করছিলেন লিওনেল মেসি। একটু ভালো করে তাকাতেই বোঝা গেল, বাইরে থেকে দেখতে গা গরম করা মনে হলেও ভেতরে-ভেতরে আরও কিছু একটা হচ্ছে-তোলপাড়! ক্যারিয়ারজুড়ে শুধু গোল করেছেন আর গোল বানিয়েছেন। কোনোকিছু ঠেকাতে তো শেখেননি। চোখের জল আটকাতে কষ্ট হচ্ছিল মেসির। চোখ দুটি ভেজা ভেজা, যেমনটা এস্তাদিও মনুমন্তোলের টইটম্বুর গ্যালারিরও। আর্জেন্টিনার জার্সিতে দেশের মাটিতে তাঁর প্রথম ম্যাচটা ছিল ২০ বছর আগে এই স্টেডিয়ামেই। ২০০৫ সালের ৯ অক্টোবর। সেটাও ছিল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচ। দুই দশক পর সেই একই স্টেডিয়াম ও একই 'মঞ্চ'-শুধু অনুভূতিটা আলাদা আর্জেন্টিনার জার্সিতে দেশের মাটিতে এটাই তাঁর শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ। এএফএ প্রীতি ম্যাচ আয়োজন না করলে নিজের মানুষদের সামনে, নিজের মাটিতে এরপর আর কখনো জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপানো হবে না! মনুমেন্তালের গ্যালারিতে উৎসবের ঢাকে তাই বিদায়ের রাগিনীর সুরও বেজেছে। মেসি সেই সুরে ভেসেই শুনিয়েছেন চেনা গানটি। বলা ভালো, দর্শকেরাই তাঁর হয়ে গেয়েছেন, 'ওলে, ওলে, ওলেমেসি, মেসি, মেসি!' মেসি গোল করলে যে গানটা আর্জেন্টাইনদের জাতীয় সংগীত, কিংবদন্তি সেই সংগীত বাজালেন একবার। কিন্তু দর্শকেরা গাইলেন ম্যাচ শুরুর বেশ আগে থেকে শেষ পর্যন্ত। যদিও এই ম্যাচ কোনো দিন শেষ হোক, সেটা সম্ভবত কোনো আর্জেন্টাইন-ই চাননি! কিন্তু শুরু থাকলে তার শেষ প্রকৃতিরই বেঁধে দেওয়া নিয়ম। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ তো বটেই, জাতীয় দলের জার্সিতে ঘরের মাঠে শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচটা তাই খেলে ফেললেন মেসি। আর এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীর দু-একটি প্রজন্মও হয়তো টের পেল, মেসিতে সওয়ার

হয়ে দেখতে দেখতে তাদেরও আসলেই বয়স হয়ে গেছে। কিন্তু ছবিটা পাল্টায়নি। ৩৮ বছর বয়সেও মেসি পাল্টাতে দেননি। ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ৩-০ গোলের জয়ে স্কোরশিটে তাঁর নাম, কিন্তু সেটা যে আসলে গোলের নামে তুলির আঁচ। নয়, দেখলে বিশ্বাস হবে না। ৩৯ মিনিটে সেই ক্যানভাস তৈরি করেছিলেন লিয়ান্দ্রো পারেদেস। মাঝমাঠে ভেনেজুয়েলার মিডফিল্ডারের বলের নিয়ন্ত্রণ হারানোর সুযোগ নিয়ে হুলিয়ান আলভারেজকে লম্বা পাস দেন পারেদেস। ডান প্রান্ত থেকে আলভারেজ একটু ভেতরে ঢুকে ভেনেজুয়েলার এক ডিফেন্ডারকে ডজ দিয়ে আলতো করে পাস দেন বক্সের মাঝে দাঁড়ানো মেসিকে। যে কেউ ওখান থেকে জোরাল শটে গোল নিশ্চিত করতে চাইবেন, কারণ, সামনে গোলকিপারসহ ভেনেজুয়েলার দুই ডিফেন্ডার। কিন্তু লোকটির নাম তো মেসি, তাই কাঁটা-কম্পাসের মাপে চিপ দেখা গেল। বলটাও বাতাসে ভাসতে ভাসতে জাল ছুঁয়ে যেন অমর কোনো চিত্রকর্মের রূপ পেল! ৩২৪ দিন পর আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসির গোল। ৭ গোল করে এবারের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে থাকা লুইস দিয়াজের পাশেও বসলেন, কিন্তু সেটা বেশিক্ষণের জন্য নয়। দিয়াজ পেছনে পড়লেন ৮০ মিনিটে। এবার থিয়াগো আলমাদার ক্রস থেকে বাঁ পায়ের ছোঁয়ায় মেসি শুধু বলটা জালে জড়িয়েছেন। অন্য চোখে, আর্জেন্টিনা দলে বিদায়ী পূর্বসূরিকে উত্তর প্রজন্মের প্রতিনিধির অনেকটাই 'চামচে তুলে দেওয়া রসগোল্লা'র মতো ছিল গোলটি। আর্জেন্টিনার এই ম্যাচে মেসির এসব মুহূর্তই বারবার মূর্ত হয়ে উঠেছে। যেমন ধরুন, বল যতবার তাঁর পায়ে গেছে গ্যালারিও গলা ফাটিয়েছে। বেচারা লাওতারো মার্তিনেজের গোলটি তাই সম্ভবত শুধু স্কোরশিট ছাড়া কেউ মনে রাখবেন না! ৭৪ মিনিটে আলভারেজের বদলি হয়ে নামার ২ মিনিট পরই নিকো পাজের ক্রস থেকে হেডে গোল করেন। অবশ্য মেসির কারণেও গোলটি কেউ কেউ মনে রাখতে পারেন। ফ্রি-কিক থেকে পাজকে ডিফেন্সচেরা পাসটি মেসির ছিল। তবে মার্তিনেজের গোলের চেয়েও লোকে সম্ভবত বেশি মনে রাখবেন, এই ম্যাচে মেসি হ্যাটট্রিক পেতে পারতেন। ৮৯ মিনিটে রদ্রিগো দি পলের দারুণ পাস থেকে গোল করলেও ভিএআর জানিয়ে দেয় অফসাইডের ভুল ছিল। ১৭ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকান অঞ্চলের বাছাইয়ে শীর্ষে থাকা আর্জেন্টিনা এই ম্যাচে ৯টি শট নিয়েছে ভেনেজুয়েলার গোলপোস্টে। ভেনেজুয়েলা কোনো শট নিতে পারেনি। কিংবা বলার মতো আক্রমণও নেই। বিশ্বকাপে খেলা আগেই নিশ্চিত হওয়ায় ম্যাচটা কাগজে-কলমে আর্জেন্টিনার জন্যও হয়ে গিয়েছিল আনুষ্ঠানিকতার। এমন ম্যাচে মেসিকে নিয়ে থই থই আবেগ দিয়েছিল অন্য মাত্রা। আর্জেন্টিনা দলের জাতীয় সংগীতের সময় তিন সন্তানকে নিয়ে সতীর্থদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। আর্জেন্টাইন গায়িকা ইউজেনি কুয়েভেদো জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় মেসি স্বাভাবিকই ছিলেন। কিক অফের আগে একবার ক্যামেরা ধরলে ছলছল চোখ দুটি দেখা গেল। শেষের শুরু যে, তাই! গ্যালারিতে তাই মেসির পরিবার। রোকুজ্জোকে দু-একবার দেখা গেল। প্রথমবার হাসছিলেন, তখন ম্যাচের শুরু। পরেরবার মুখটা শুকনা, তখন ম্যাচের শেষ অর্ধের খেলা চলছিল। ম্যাচ অফিশিয়ালদের শাপ-শাপান্ত করতে পারেন আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা। দুই অর্ধে মাত্র দুই মিনিট করে যোগ করা সময় দেওয়া হয়েছে! আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) আগামী জুনে বিশ্বকাপের আগে দেশের মাটিতে একটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজন করতে পারে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম 'লা নাসিওন'। সেটা না হলে এই ম্যাচই হয়ে যাবে জাতীয় দলের জার্সিতে দেশের মাটিতে মেসির শেষ ম্যাচ! ১০ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এটাই লিওনেল স্কালোনির দলের শেষ ম্যাচ, কিন্তু সেটা হবে ইকুয়েডরে। মেসিকে দেশের মাটিতে আরেকটু বেশি সময় মাঠে দেখার ইচ্ছা থেকে আর্জেন্টাইন সমর্থকেরা তাই ভাবতেই পারেন, রেফারিরা যোগ করা সময়টা অনন্তকাল দিলে এমন কীই-বা হতো!

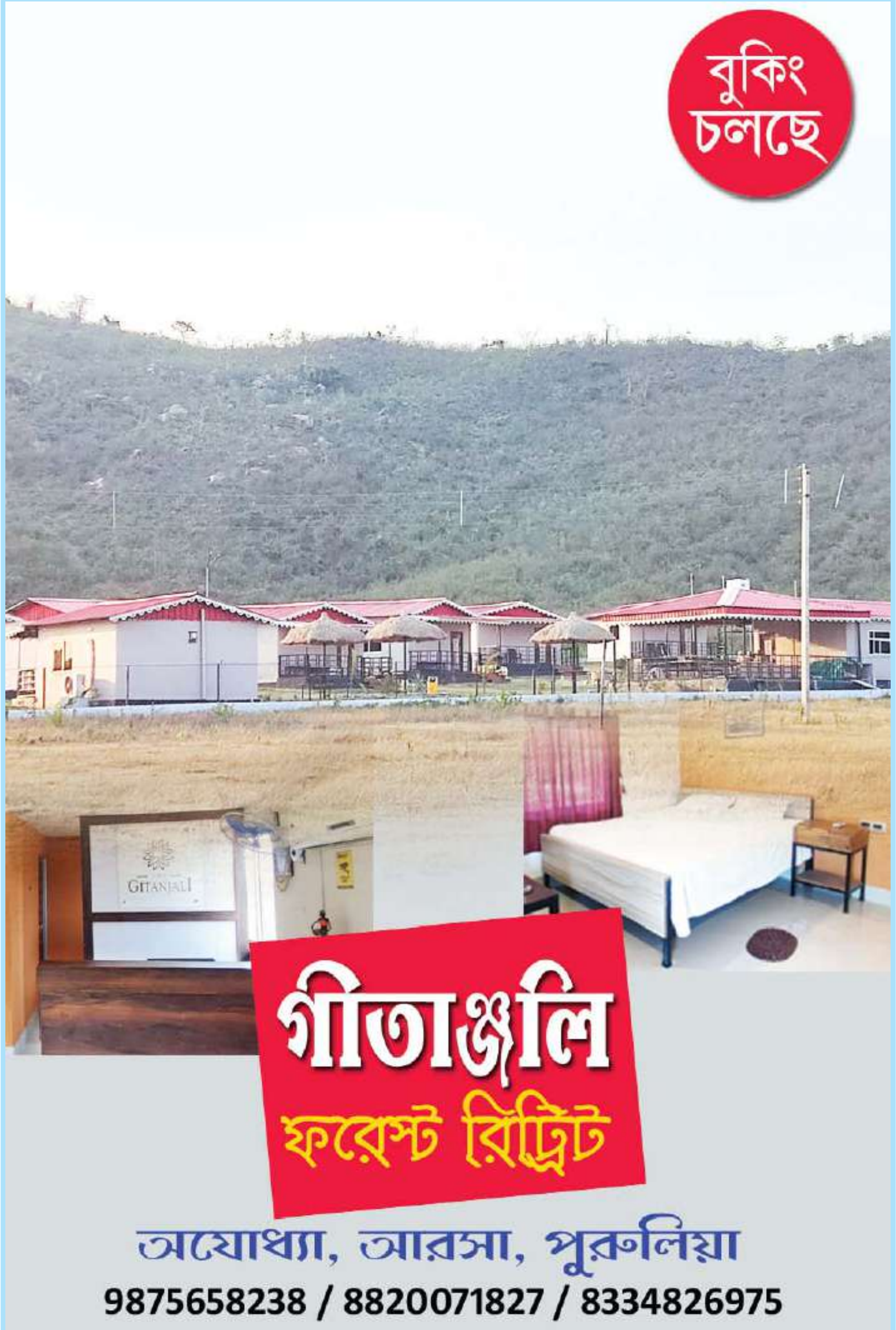

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com